ত্রি-রহস্য

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

TRI-RAHASHA
By : Nihar Ranjan Gupta
PRICE : Rs. TWENTY ONLY

কাশ্মীরী শাল

কর্ণেল ঘোষ ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে আরাম-কেদারাটায় অলস ভঙ্গীতে চুপচাপ বসে ছিলেন। দুটো হাত শিথিল ভঙ্গিতে কোলের পরে ন্যস্ত।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। এ সময়টা দার্জিলিং শহরে কনকনে শীত পড়ে, হাড়ে যেন ছুঁচ ফোটানো শীত।

একমাত্র দার্জিলিংয়ের সব সময়ের বাসিন্দা ছাড়া শহরে এ সময়ে বড় একটা লোকজন থাকে না। কাঞ্চনঘঙ্ঘার বরফ ঢাকা শুভ্র চূড়া সারাটা দিন রৌদ্রে ঝলমল করে, এখন আর দেখা যাচ্ছে না—রাত্রির অন্ধকারে চোখের আড়াল হয়েছে।

কাঞ্চা ধূমায়িত এক মগ কফি পাশের ছোট ত্রিপয়টার ওপরে রেখে গিয়েছিল—কখন ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছে একেবারে। সর্বক্ষণ বলতে গেলে যে মানুষটার মুখে থাকে পাইপ, সে পাইপটাও মুখে নেই। পাশের ছোট ত্রিপয়টার ওপরে অবহেলায় পড়ে আছে। পাহাড়ের ওপরে এই দার্জিলিং শহরে বছরের সব সময়ই ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে বলে কর্ণেল ঘোষ চাকরি শেষ হবার বছর তিনেক আগে এই বাড়িটা ক্রয় করে মনের মত করে অদল বদল, রিনোভেট্ করে নিয়েছিলেন, অবসর জীবনটা ভেবেছিলেন এখানেই কাটাবেন।

কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, কাঠের ছাদ। অনেকটা জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়িটা—স্নমতি ভিলা। দোতলা ও একতলায় আগাগোড়া মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিছানো প্রত্যেকটি ঘরে। ওপরে চারটি ঘর—মধ্যেকার প্রশস্ত হলঘরটি নিয়ে।

কাঠের গেটটা পার হলেই অনেকটা জায়গা নিয়ে ফুলের বাগান। নানা ধরণের গোলাপ, ফার্ণ, অর্কিড, বাগানের সর্বত্র। একটা আউট হাউসও আছে, আছে একটা গ্যারাজ। গ্যারাজে অবিশ্যি কোন গাড়ি নেই, আর আছে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার বাগানের শেষ প্রান্তে।

পাকা মেটাল বাঁধানো রাস্তা থেকে পাথর বিছানো রাস্তা পোর্টিকো পর্যন্ত চলে এসেছে। দু'পাশে ফুল ও নানা পাতাবাহারের টব সার সার।

মিনতি এসে ঘরে ঢুকল। মিনতির বয়স চল্লিশের কোঠায় এখন। অটুট স্বাস্থ্য। এখনো দেখলে মনে হয় ভরা যৌবন বুঝি। গায়ের রঙ কালো হলেও মুখশ্রী মিনতির সত্যি সুন্দর।

অনুপম! মিনতি ডাকল, নাম ধরেই ইদানীং ডাকে জামাইবাবুকে মিনতি।

কে? কর্নেল ঘোষ যেন একটু চমকেই সাড়া দিল।

আমি! মিনতি আরো কাছে এগিয়ে এলো। নজর পড়ল তার কফির পাত্রটার দিকে। বললে, কফি খাওনি?

অনুপম শ্যালিকার দিকে তাকাল। তারপর বললে, আচ্ছা মিনু—

কি বলছ? মিনতি অনুপমের মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা ভাবছিলাম, মানে একটা প্ল্যান করেছি—

কি? মিনতি তাকাল অনুপমের মুখের দিকে আবার।

সামনের উনিশে ডিসেম্বর আমার জন্মদিন—কিছু আত্মীয় স্বজন ও কিছু পরিচিত বন্ধু বান্ধবকে ভাবছি নেমন্তন্ন করলে কেমন হয়। বেশি নয় আট দশজন।

খুব ভাল হয়—জন্মদিন তাহলে আবার আগের মত সেলিব্রেট করবে?

হ্যাঁ, একটা লিস্ট করেছি, যাদের যাদের আসতে বলব, তাদের সবাইকে ভাবছি কার্ড পাঠাব। আট বছর পরে, জন্মদিনের উৎসব করব, কেন জানি না মনে হচ্ছে, এই হয়তো আমার শেষ জন্মোৎসব, তাই—

ও কথা বলছ কেন অনুপম?

কেন বলছি তা জানি না মিনতি, তবে যা মনে হচ্ছে তাই তোমাকে বললাম। সুমতির মৃত্যুর পর সেই যে জন্মবার্ষিকী বন্ধ করে দিয়েছিলাম আর করিনি। তারই ইচ্ছায় জন্মবার্ষিকী শুরু করেছিলাম, তুমি তো জানো।

মিনতি কোন কথা বলে না। অনুপম যে তার দিদি সুমতিকে কি গভীর ভাবে ভালবাসত মিনতি তা জানত, এবং এও জানত তার দিদির আকস্মিক মৃত্যুটা কতখানি আঘাত দিয়েছিল অনুপমকে।

দিদির মৃত্যুর পর মানুষটা যেন ক্রমে ক্রমে একেবারে বদলে গেল। তার চোখের ওপরেই।

দার্জিলিং শহরে এই বাড়িটা তার দিদি সুমতির ইচ্ছাতেই কেনা হয়েছিল, তাও মিনতি জানে।

বাড়িটা কেনার পর একবার এখানে এসে ওরা গ্রীষ্মটা কাটিয়ে গিয়েছে। এবং শেষ বারে পরের বৎসর গ্রীষ্মে আসতে পারেনি বলে ওরা এখানে এসেছিল শীতে—ডিসেম্বরে। আর সেইবারেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল ফিরে যাবার কিছু দিন আগেই।

এবং ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটবার পরই চাকরি থেকে দু' বছর আগেই অবসর নিয়ে এখানে চলে আসে অনুপম।

তার পর সাত বৎসর কেটে গিয়েছে—শেষ বার যখন ওরা এখানে আসে আট বৎসর আগে. সেই বারেই অনুপমের শেষ জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছিল।

কার্সিয়াংয়ে। অনুপম তখন সেখানেই পোস্টেড।

এবং সে জন্মবার্ষিকা পালিত হয়েছিল এখানে এই বাড়িতেই—সুমতি লজে।

হঠাৎই ডিসিশানটা নেয় অনুপম স্ত্রীর মৃত্যুর পর—চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখানে চলে এসেছিল।

বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা নেপালী ছিল, মনবাহাদুর—তার স্ত্রী শ্রীমতীও থাকত।

দিদি সুমতির আকস্মিক মৃত্যুর কথা মিনতি প্রথমটা জানতে পারেনি। জানতে পেরেছিল তার মৃত্যুর মাস আষ্টেক বাদে, অনুপমের একটা চিঠিতে।

অনুপম লিখেছিল—

মিনু, এতদিন তোমাকে জানাইনি। আট মাস আগে তোমার

দিদির মৃত্যু হয়েছে, আর গত মাসে পেনসন নিয়ে এখানে চলে এসেছি, একাই আছি এখানে। সব সময় নিজেকে যেন অত্যন্ত একাকী মনে হয়, এত বড় বাড়িটার একটা যেন শ্বাসরোধকারী শূন্যতা সর্বক্ষণ আমাকে ক্রমশ অসহায় করে ফেলছে। মনে হয় এমনি করে এই বাড়িটার মধ্যে একা একা থাকতে থাকতে হয়তো একদিন আমি পাগলই হয়ে যাব।

একবার ভেবেছিলাম এ বাড়িটা বিক্রী করে অন্য কোথাও চলে যাব। কিন্তু সুমতির স্মৃতি যেন কি এক কঠিন নাগপাশের মত আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে এই বাড়িটার মধ্যে! তাই সমস্ত সংকল্প আমার শিথিল হয়ে যায়।

আরো একটা কথা কি জানো মিনতি, তুমি হয়তো হাসবে কথাটা শুনে, কিম্বা মনে ভাববে, জামাইবাবুর সত্যি সত্যিই বুঝি মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, নচেৎ—

হ্যাঁ, প্রতি রাত্রে মনে হয় সুমতি যেন আসছে—সে আসবে-আবার আসবে—যদিও জানি সে আর কোন দিনই আসবে না। পরলোক থেকে ইহলোকে আসবার কোন রাস্তাই নেই। মাঝখানে তাব মৃত্যু সকল সম্ভাবনারই ইতি টেনে দিয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা মিনতি, তুমি কি এখানে আসতে পারো না?

বিয়ে-থা করলে না, একক জীবন তো তোমারও। একদিন চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তুমিও তো একাই হয়ে যাবে আমারই মত—আমারই মত চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি কি এখানে চলে আসতে পারো না? তোমার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।

—ইতি অনুপম

মিনতি তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঐ চিঠিটা পাবার পরই এব চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে চলে এসেছিল।

কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে মিনতি চলে এসেছিল দার্জিলিংয়ে, সেও তো আজ সাত বছর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। মিনতির এখানে চলে আসাটা আত্মীয়স্বজনেরা কেউ

ভাল ভাবে নিতে পারেনি। সকলেই ওদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে।

অনুপম বললে, একটা লিস্ট ইতিমধ্যেই আমি করে ফেলেছি—

কিসের লিস্ট? মিনতি বললে।

যাদের আমি আসতে বলব আমার জন্মবার্ষিকীতে, মানে আমন্ত্রণ জানাব, আজ সারাটা দুপুর বসে লিস্টটা করেছি, এই যে দেখ—অনুপম গরম কিমানার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল মিনতির দিকে—

মিনতি হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা কাগজটা নিল।

প্রথমেই লিস্টের যে দুটো নাম চোখে পড়ল মিনতির।

নির্মলকান্তি চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরী—

নাম দুটোর সঙ্গে ইতিপূর্বে কোন পরিচয় ছিল না মিনতির—সে বলল, এরা কারা?

আমার এক সময়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতম বন্ধু—

বন্ধু! কই, কখনো তো তোমার মুখে এ নাম শুনেছি বলে মনে পড়ছে না! মিনতি বললে।

না। শোননি। কখনো তো বলিনি, তাছাড়া বারো বছর ওর সঙ্গে কোন দেখাসাক্ষাৎ নেই—

চিঠিপত্রও না?

না।

মিনতি যেন একটু অবাকই হয় কথা শুনে।

ও দীর্ঘ দিন ইংল্যাণ্ডে ছিল, গত বৎসর দেশে ফিরে এসেছে, তাও সংবাদটা কাগজে পড়েছিলাম। মাত্র দিনদশেক আগে ওর কলকাতার ঠিকানাটা হঠাৎ জানতে পারলাম। অবিশ্যি—

কি?

আজও ও আমাকে মনে রেখেছে কিনা জানি না। বারো বছর আগে কয়েক মাসের ছুটিতে দেশে এসেছিল, আমার শেষ জন্মবার্ষিকীতে

এখানে এই বাড়িতেই এসেছিল। মিনতির মনে হল অনুপম কথাটা বলতে বলতে একটু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

এবারে দেশে ফিরে তোমাকেও তো জানায়নি, যে সে দেশে ফিরে এসেছে?

না।

তবে?

তবু আমার চিঠি পেলে নিশ্চয়ই আসবে, আজ একটা তাকে চিঠিও দিয়েছি, তোমার কি মনে হয়—মিনতি, চিঠি পেয়ে নির্মলকান্তি নিশ্চয়ই আসবে, তাই না?

এতদিনকার বন্ধু তোমার, নিশ্চয়ই আসবেন।

আসলে আবার নির্মলের সঙ্গে দেখা হবে এত বছর পর. আমার জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা বলতো পারো, জানো মিনতি, এই এগারোটা বছর—কথাগুলো বলতে বলতে অনুপমের গলার স্বরটা কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে বলে মিনতির মনে হল—প্রাণপণে যেন সেই চাপা উত্তেজনাটাকে প্রশমিত করবার চেষ্টা করতে করতে কথাটা শেষ করল অনুপম, অপেক্ষা করে আছি—

কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম হয়ে গেল আবার অন্যমনস্ক। একেবারে চুপ করে গেল অনুপম।

অনুপম—

জানো মিনতি, এমন এক সময় ছিল যখন ওকে দু'দিন না দেখলে প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠত। তোমার দিদিকে যখন বিয়ে করি সে সময় একটা কথা কেন যেন মনে হয়েছিল আমার, তোমার সঙ্গে যদি আমার বিবাহ হত—

অনুপম! একটা যেন চাপা আর্তনাদ বের হয়ে এলো মিনতির গলা থেকে।

কিন্তু ব্যাপারটা যেন লক্ষ্যই করল না অনুপম। সে বলে চলে, আশ্চর্য রকম মিল তোমাদের দুই বোনের মধ্যে। চেহারায়, কথা-বার্তায়, গলার স্বরে, কত সময় মনে হয়েছে তোমরা যেন যমজ বোন. টুইন, অথচ—

অনুপম তোমার জন্য একটু কফি করে আনি? মিনতি বললে।

কফি? বেশ নিয়ে এসো—অনুপম চুপ করল।

মিনতির মনে হচ্ছিল অনুপম যেন বড় ক্লান্ত।

মিনতি তার ঘরে বন্ধ কাচের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, মধ্যরাত্রির দার্জিলিং শহর আলোর মালা গলায় যেন রাজেন্দ্রাণীর মত মনে হচ্ছে।

ঝকঝকে আকাশ, কোথাও এতটুকু কুয়াশা মাত্রও নেই।

গায়ে একটা মাত্র শাল মিনতির।

সাচ্চা সোনালী জরির কাজ-করা ঘোর লাল রঙের একই রকম ছুটো শাল দিদি যেবারে কাশ্মীরে যায় কিনে এনেছিল, তার একটা নিজে নিয়েছিল অন্যটা দিয়েছিল ওকে। শালটা দিদির অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনুপম কত ছবি যে তুলেছিল দিদির ঐ শালটা গায়ে। সব ছবি সারা বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো ছিল সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো।

গত বছর অনুপম সব ছবিগুলো দেওয়াল থেকে খুলে বাগানের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বহ্ন্যুৎসব করেছিল।

মিনতি বলেছিল, এ কি! ছবিগুলো পোড়ালে কেন?

অনুপম জবাবে বলেছিল, স্মৃতির দংশন থেকে মুক্তি পাবার জন্য। কিছু স্মৃতি সুখকর, কিছু বেদনাদায়ক—

মিনতি আর কিছু বলেনি, দিদিকে যে অনুপম কি গভীর ভালবাসত—মিনতির তা অজানা ছিল না।

মিনতির শালটা বাক্সেই তোলা ছিল, হঠাৎ গতকালই শালটা বের করে গায়ে দিচ্ছে মিনতি। আজ সকালে শালটা গায়ে দিয়ে যখন সে অনুপমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অনুপম অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

কি দেখছ অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে?

কি সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে মিনু—

মিনতি কেমন যেন লজ্জা বোধ করছিল। মনে পড়েছিল তার দিদির কথা, দিদি সুমতির কথা!

দেওয়ালের গায়ে যে প্রমাণ আবসিটা ছিল সেদিকে একবার তাকাতেই যেন চমকে ওঠে মিনতি।

কে! কার প্রতিচ্ছায়া ঐ আরসির বুকে!

হঠাৎ ঐ সময় একটা কাচের বাসন ভাঙার ঝনঝন শব্দ শোনা গেল। ও কিসের শব্দ? বের হল মিনতি ঘর থেকে।

ছুটো ঘরের পরের ঘরটাই অনুপমের—

মিনতি একটু দ্রুত পায়েই অনুপমের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের দরজাটা খোলা—বুলন্ত পর্দার ওপাশ থেকে একটা নীলাভ আলোর আভাষ। ও জানে অনুপম এখনো জেগে।

বেতের আরামকেদারাটার ওপরে বসে। সামনের ত্রিপয়ের ওপরে হুইস্কির বোতল—কাচের জাগে জল।

মিনতি পর্দা তুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

সামনের ত্রিপয়ের ওপরে একরাশ ছোট বড় কাচের টুকরো ইতস্তত ছড়ানো—একটা ভাঙা গ্লাস—পাশে হুইস্কির বোতল আর ত্রিপয়ের ওপরে হুইস্কির স্রোত। আরামকেদারাটায় উপবিষ্ট অনুপম একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে আছে।

কি হল?

হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে ভেঙে গেল মিনু—কথাটা বলে কেমন যেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মিনতির মুখের দিকে অনুপম।

কেমন করে পড়ল কাচের গ্লাসটা—? খুব বেশি ড্রিঙ্ক করেছ আজ—

না মিনু, তাছাড়া তুমি তো জানো মদে কখনো নেশা আমার হয় না। মাতাল আমি হই না—বেসামাল হই না। আসলে, আসলে ঐ—ঐ তোমার গায়ের শালটা।

এই তো সেই শালটা—দিদি সেবারে কাশ্মীরে গিয়ে আমার জন্য এনেছিল।

কই, আমিও তো কিছু জানি না।

দিদি একই রকমের এক জোড়া শাল সেবারে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে নিয়ে আসে—একটা সে নিজে রেখে ছিল আর একটা আমায়

দিয়েছিল। আশ্চর্য, তুমি কিছুই জানো না। শালটা দিদির অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

মিনতির কথাগুলি যেন মনোযোগ দিয়ে শুনছে না অনুপম। মিনতির মনে হল, অনুপম যেন কেমন অন্যমনস্ক। ডাকল, অনুপম—

হ্যাঁ,—কিছু বলছিলে?

হ্যাঁ, অনেক রাত হয়েছে এবারে শুয়ে পড়—

তুমি যাও মিনু, শুয়ে পড়গে, আমার ঘুম আসছে না।

যাও শুয়ে পড়গে—শুলেই ঘুম এসে যাবে।

অনুপম মৃদু হাসল।

যাও ওঠো—

অনুপম বলল, তুমি শুতে যাও মিনতি।

মিনতি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিজের ঘরে এসে ঢুকতেই আরসির গায়ে প্রতিফলিত নিজের ছায়ার প্রতি নজর পড়ল মিনতির, কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে আলোটা নিভিয়ে শয্যার পরে এসে উপবেশন করল।

সুমতির আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা আজ মনে হচ্ছে মিনতির মনে তেমন একটা আঘাত দেয়নি—এবং সেদিন না বুঝতে পারলেও পরে ব্যাপারটা তার মনের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অনুপমের সঙ্গে প্রথম আলাপ মিনতিরই—দিল্লীতে।

ওদের বাবা বিনয়শঙ্কর সেন দিল্লীতে সুপ্রীম কোর্টে প্রাকটিস করতেন।

মা মরা দুই মেয়ে—সুমতি ও মিনতি। দেড় বছরের ছোট বড ওরা। দুই বোনের মধ্যে অসাধারণ একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। দিল্লীতে সে সময় কিসের এক বিরাট মেলা চলছিল। মেলার ভীড় ভাল লাগত না বলে সুমতি যায়নি সে মেলাতে, মিনতি একা গিয়েছিল। মিনতি সায়েন্সের ছাত্রী। ইলেকট্রনিক্সের স্টলে ঘুরে ঘুরে দেখছিল মিনতি নানা যন্ত্রপাতি। হঠাৎ স্টলে সর্ট-সার্কিটে

আগুন ধরে যায়—একটা গোলমাল চেঁচামেচি ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় —মিনতিকে সেদিন প্রকাণ্ড একটা এ্যাক্সিডেন্ট থেকে অনুপম বাঁচায়!

সেই তুজনার আলাপ। অনুপম তখন দিল্লীতেই পোস্টেড। সেও সায়েন্সের মেধাবী ছাত্র ছিল। এক সময় মেলা থেকে বের হয়ে অনুপম বলল, কোথায় থাকেন আপনি?

হনুমান বোডে।

চলুন, আমার সঙ্গে সরকারী গাড়ী আছে, আপনাকে লিফ্ট্ দিয়ে যাব।

না না, তার কোন প্রয়োজন নেই। মিনতি বলল।

অনুপম শোনেনি কথাটা মিনতির—তাদের হনুমান রোডের বাড়িতে ওকে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল। মিনতির ডান হাতটায় সামান্যই আঘাত লেগেছিল—

পরের দিন সন্ধ্যায় অনুপম এলো ওদের হনুমান রোডের বাসায়।

বিনয়শঙ্কর বাসাতেই ছিলেন, সুমতিও ছিল—

আলাপ করে দেয় মিনতি।—বাবা, ইনিই মিঃ অনুপম ঘোষ, মিলিটারীতে চাকরি করেন, মেজর অনুপম ঘোষ, আমার বাবা বিনয়শঙ্কর সেন, আমার দিদি সুমতি।

মিনতির সঙ্গে প্রথম আলাপ হলেও কিছু দিন বাদেই মিনতি আবিস্কার করল, তার দিদি সুমতি ও মেজর অনুপম ঘোষের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা কখন যেন গড়ে উঠেছে, অনুপমের ঐ বাড়িতে ঘন ঘন আসায়।

সুমতির দিক থেকেও সেটা প্রকাশ পেল এক রাত্রে।

লেখাপড়ায় মিনতি যতটা প্রখর ছিল, সুমতি ছিল না।

সে গান-বাজনা খেলাধূলা নিয়েই বেশি ভাগ মেতে থাকত আর মিনতি সর্বদা তার বই আর পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকত।

মিনতি চাপা ও ধীর প্রকৃতির। সুমতি—দিলখোলা, কিছুটা অস্থির প্রকৃতির। তুই বোন একই ঘরে তুটি পাশাপাশি শয্যায় শুতো।

এক রাত্রে—

সুমতি ডাকল, মিনু—

উঁ—

ঘুমোচ্ছিস ?

না—কিন্তু কি ব্যাপার বল তো, তোকে যেন আজ সন্ধ্যা থেকেই বিশেষ রকম খুশি খুশি দেখছি—

জানিস, আজ অনুপম প্রপোজ করেছে—

তাই নাকি! আর তুই—

আমি তো হাত পেতেই বসেছিলাম—ও কাল আসবে বাবার কাছে প্রস্তাবটা নিয়ে, ওর সংসারে এক মামা ছাড়া কেউ নেই—তুই তো জানিস।

জানতাম না। এই মাত্র তোর মুখে শুনেছি—

সে কি! জানতিস না ?

না—কিন্তু এতে আশ্চর্যের কি আছে, অনুপমবাবুর কোথায় কে আছে, আমারও কখন জানার প্রয়োজন হয়নি, অনুপমও কখনো বলেনি।

হ্যাঁ রে, তুই খুশি হোসনি ?

মিনতি কোন জবাব দেয় না।

কি রে, কথা বলছিস না যে ?

হয়েছি।

আমি জানতাম তুই খুশিই হবি।

মাসখানেক পরেই বিবাহ হয়ে গেল।

বিবাহের সময় মিনতি থাকতে পারেনি, ওদের কলেজ থেকে রাজস্থানে ট্যুরের একটা প্রোগ্রাম ছিল। বিয়ের দশ দিন আগে রাজস্থানে চলে গিয়েছিল মিনতি। যদিও বিয়ের দু'দিন আগেই ওর দিল্লীতে ফেরার কথা ছিল, কিন্তু মিনতি ফিরল বিয়ের দু'দিন পরে—সুমতি তখন অনুপমের সঙ্গে তার নতুন কর্মস্থানে চলে গিয়েছে—কানপুরে।

তারপর দু' বছর বোনেদের পরস্পারের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ

হয়নি। সেই সময়ই মিনতি অধ্যাপনার চাকরি সংগ্রহ করে ব্যাঙ্গালোরে চলে গিয়েছিল। তবে দুই বোনের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান ছিল।

বেশি লিখত সুমতি, চারখানা চিঠির পর একখানার জবাব হয়তো দিত মিনতি। আর সুমতিকে মিনতি যে সব চিঠি দিত তার মধ্যে কোথাও অনুপমের নাম-গন্ধও থাকত না। সুমতি বরাবরই দেখেছে মিনতি হইহল্লা করতে ও জীবনটাকে লঘুভাবে নেওয়ার চেষ্টা করে—তার চিঠির মধ্যেও সেই সব কথাই থাকত। প্রথম বৎসরখানেক অনুপমরা ছিল কানপুরে, তারপর বদলী হয় এলাহাবাদে, সেখানে মাসছয়েক থেকে আবার বদলী হয় লক্ষ্ণৌ।

বিবাহের তিন বৎসর পরে আবার দুই বোনের দেখা হল। মিনতি স্টাডি ট্যুরে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছিল। বোম্বের সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে অনুপম আর সুমতি ওকে সি অফ করতে এসেছিল।

সেই সময়েই কেন যেন অনুপমকে দেখে মিনতির মনে হয়েছিল—সে খুব একটা সুখী নয়।

সেই দিনই এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে এক সময় অনুপম মিনতিকে বলেছিল, তাহলে মিনু, তুমি আমাদের সঙ্গে সত্যি সত্যিই সম্পর্কটা ছেদ করে দিলে—

কেন? ছেদ করব কেন?

কে ভুল করেছে আমাদের মধ্যে জানি না, তবে যদি একবারও সাড়া দিতে—

ও সব কথা থাক অনুপম। আমি চাই দিদিকে নিয়ে তুমি সুখে থাক।

চেষ্টার ত্রুটি নেই আমার—

ওরা দুজনে যখন কথা বলছিল তখন হাত দশ বারো দূরে স্যুট-পরিহিত ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠবধারী পুরুষের সঙ্গে হেসে হেসে সুমতি কথা বলছিল।

দিদি ও কার সঙ্গে কথা বলছে?

আমার বন্ধু—

বন্ধু!

হ্যাঁ অনেক দিনের বন্ধু—চাটার্ড এ্যাকাউণ্টেন্সি পড়বার জন্য বিলেত যায়—আর ফেরেনি—সেখানেই প্র্যাকটিস করে, নিজেব অফিস আছে, মাস দুয়েকের জন্য ছুটি নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল, আজই ফিরে যাচ্ছে—বি. ও. এ. সি-র ফ্লাইটে ।

অনুপম তখন বোম্বেতে পোস্টেড—

দিদির সঙ্গে ভদ্রলোকের কোথায় আলাপ হল ?

দিন সাতেক আমাদের কোয়ার্টারে ছিল, জানো তো সুমতি অত্যন্ত মিশুকে—সহজেই মানুষকে কেমন আপন করে নিতে পারে।

ঘুম আর কিছুতেই যেন মিনতিব চোখে আসে না ।

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে মিনতি, কেন—কেন সে সুমতিব আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনের মধ্যে তেমন একটা প্রচণ্ড আঘাত বা দুঃখ পায়নি ? অথচ ওদের দুজনের মধ্যে ভালবাসার তো অভাব ছিল না।

আর সে ওদের বিবাহের ঠিক আগেই বাজস্থানেই বা চলে গিয়েছিল কেন ? সে ব্যাপাবটাকে একমাত্র পলায়ন ছাড়া আব কি-ই বা বলা চলে ?

আসলে ওদের বিবাহের ফাংশনটা এড়াতেই চেয়েছিল সে। নচেৎ ইচ্ছা করলেই বিবাহের দু'দিন আগে ও ঠিকই দিল্লীতে ফিরে আসতে পারত ।

সমস্ত ব্যাপারটাই ওর দিক থেকে সেদিন সত্যিই অশোভন হয়নি ?

একটা আক্রোশের বশেই কি ? মিনতি যেন চমকে ওঠে।

ব্যাপারটা সুমতি না বুঝতে পারলে অনুপমও কি বুঝতে পারেনি ?

পাশের ঘর থেকে শীতার্ত রাত্রির নৈস্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে এলো একটা ভায়োলিনের সুর--

অনুপম ভায়োলিন বাজাচ্ছে—রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা চেনা সুর—

'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান ।

প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ ।'

মিনতি জানে ঐ গানটি অনুপমের অত্যন্ত প্রিয়, প্রায়ই এমনি মধ্য রাত্রে ভায়োলিনে সে ঐ গানের সুরটি বাজায়—

যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনো জ্বালা নীরবে সহি
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আমি—
লই তো বুক পেতে অনলবাণ।'

মিনতি বুঝত যতই অনুতাপ করুক না কেন অনুপম—সুমতিকে আজও সে ভুলতে পারেনি। সুমতির আকস্মিক মৃত্যুটা তার বুকের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে গিয়েছে।

আর একটা কথা যা মিনতির মনে হয়েছে—সুমতি সম্পর্কে অনুপম কোন আলোচনাই করতে চায় না। সুমতিব প্রসঙ্গ উঠলেই যেন সে সব কিছু এড়িয়ে যেতে চায়।

তবু এখানে আসবার মাস দুই বাদে একদিন প্রসঙ্গটা তুলেছিল মিনতি।

অনুপম বলেছিল, থাক মিনতি—আমার কাছে তার মৃত্যু হয়েছে। সেটাই সত্য হয়ে থাক, বাকি জীবনটা।

মিনতি সেদিন ঐ কয়টি মাত্র কথাতেই অনুপমকে বুঝতে পেরেছিল, সুমতির প্রতি অনুপমেব কি গভীর ভালবাসা ছিল। তাই হয়তো সুমতির শোকটা তাকে একেবারে অমন স্তব্ধ করে দিয়েছে।

পরবর্তীকালে আরো লক্ষ্য করেছিল মিনতি—অনুপম সুমতির প্রসঙ্গ মাত্রই এড়িয়ে যায়। এমন কি সুমতির নামটাও অনুপমকে উচ্চারণ করতে শোনেনি।

সেটা বুঝতে পারার পর মিনতিও আর কোন দিন সুমতির কোন প্রসঙ্গ অনুপমের সামনে উচ্চারণ করেনি। সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে।

অনুপম সুমতির মৃত্যু সম্পর্কে কোন কথা মিনতিকে না বললেও ঐ ভাবে অনুপমের তার স্ত্রী সুমতির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার পশ্চাতে কেবল যে তার মনের মধ্যে একটা গভীর ব্যথাই ছিল তা নয়, আরো

কিছু ছিল—একটা চাপা নিরুপায় ক্ষোভ। যে ক্ষোভটা হঠাৎ একদিন সামান্য একটু প্রকাশও হয়ে পড়েছিল।

রন্ধনের ব্যাপারে সুমতি অতিশয় পারদর্শিনী ছিল। সামান্য তরকারী অনেক সময় তার রন্ধনের গুণে অসাধারণ স্বাদে-গন্ধে লোভনীয় হয়ে উঠত। অবশ্য মিনতি তার কিছু কিছু সংবাদও রাখত।

মিনতি একদিন সেই কথাটা ভেবেই দই ও ছোট ছোট চিংড়ি মাছ দিয়ে একটি তরকারী রান্না করেছিল নিজ হাতে এবং ডিনার টেবিলে বসে যখন সে তরকারীর পাত্রটা অনুপমের সামনে ধরল—অনুপম প্রশ্ন করে, কি এটা?

খেয়ে দেখ না—অবিশ্যি দিদিব মত রান্না হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের মুখটা গম্ভীর। সে তরকারীর পাত্রটা টেনে সরিয়ে দিল।

কি হল—খেয়েই দেখুন না—

না—

কেন?

কেন তার কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা কর। সে আমার কাছে চিরদিনের মতই মরে ভূত হয়ে গিয়েছে—সি ইজ ডেড! সি ইজ ডেড ফরএভার টু মি!

সেদিনকার অনুপমের কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে ব্যথা ছাড়াও অন্য কিছু ছিল। সেটা খুব স্পষ্ট না হলেও একেবারে অস্পষ্ট ছিল না। সেটা ব্যথা, আক্রোশ—না ঘৃণা বা অন্য কিছু সেটা বুঝতে পারেনি মিনতি! তবে সেটা যে নিছক মনের একটা ব্যথাই কেবল মাত্র নয়, সে কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে যে প্রত্যাখানের সুর সেটা কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয়নি মিনতির।

রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন—মিনতি উঠে পড়ল। গায়ে শালটা দিয়ে ঘর থেকে বেরুল। আর ঠিক সেই সময় একটা গুলির আওয়াজ ওর কানে এলো।

মিনতির মনে হল গুলির আওয়াজটা বাড়ির পশ্চাতের বাগানের দিক থেকেই এসেছে।

একটু বেশ দ্রুতপদেই মিনতি সিঁড়ি অতিক্রম করে, বাগানের দিকে অগ্রসর হলকাঠের সিঁড়িতেও কার্পেট পাতা, শব্দ হয় না। এবং বাগানের মধ্যে কয়েক পা অগ্রসর হতেই ওর চোখে পড়ল, আবছা আলোয় একটা ছায়ামূর্তি।

আরো কয়েক পা এগুতেই ও বুঝতে পারে—ছায়ামূর্তিটা কার—অনুপমের। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অনুপম।

চিনতে মানুষটাকে তার দেরি হয় না। গায়ে একটা গরম ড্রেসিং গাউন, কালো কালো ডোরাকাটা—

অনুপম—

কে? ফিরে দাঁড়াল অনুপম।

মিনতি লক্ষ্য করল অনুপমের হাতে ধরা একটা পিস্তল। একটু আগে গুলির একটা শব্দ শুনলাম, ডিউ ইউ ফায়ার?

হ্যাঁ, আমিই গুলি ছুড়েছিলাম এই পিস্তলটা থেকে।

গুলি ছুড়েছিলে!

হ্যাঁ, দেখছিলাম হাতের নিশানাটা এখনো আমার ঠিক আছে কি না—দেখলাম ঠিকই আছে, দশ পনেরো বা বিশহাত দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করতে পারি এখনো।

কথাগুলো বলতে বলতে পিস্তলটা ড্রেসিং গাউনের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল অনুপম এবং বলল, চল, ঘরে যাওয়া যাক।

টেবিলে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অনুপম বললে, ভাবছি মিনু, তোমার পাশের ঘরটা তো খালিই পড়ে আছে, ঐ ঘরেই নির্মল আর তার স্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা করি, ভালই হবে। কি বল?

বেশ তো—

কতজনাই বা আসবে, নির্মল আর তার স্ত্রীকে নিয়ে জন্য আট-নয় হয়তো হবে। বাদবাকাদের নীচের তলায় যে ঘরগুলো খালি আছে তারই দুটো ঘরে ব্যবস্থা করা যেতে পারে—

তাতে আর অসুবিধা কি? ডাইনিং হলটা তো নীচের তলাতেই—ভালই হবে। কিন্তু একটা কথা—

কি ?

তোমার বন্ধু নির্মল আর তার স্ত্রীর দোতলায় থাকবার ব্যবস্থা করছ, বাদবাকীদের নীচের তলায়—সেটা কি ভাল দেখাবে—

কেন ভাল দেখাবে না ? নির্মলকান্তি আর তার স্ত্রী আমার স্পেশাল গেস্ট—রীতিমত সম্মানিত অতিথি। তাদের থাকবার জন্য একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেণ্ট করতে হবে বৈকি আমাকে।

মিনতি আর কোন কথা বলে না।

আরো একটা কথা—নির্মল আর তার স্ত্রী যে ঘরে থাকবে, খান বাহাদুর আর কাঞ্চাকে দিয়ে ভাল করে সাজিয়ে রেখ, তারা যেন মনে করতে পারে যে তাদের নিজেরই বাড়িতে এসেছে তারা। আমি এবারে একটু পোস্ট অফিসে যাব, মাঝখানে তো মাত্র দশটা দিন, আজ নয়ই ডিসেম্বর। দুটো কেব্‌ল আর চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে, কাল রাত্রেই চিঠিগুলো লিখে রেখেছি।

মিনতি কোন কথা বলল না।

অনুপম উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

দুটো কেব্‌ল-এর একটা কেব্‌ল, নির্মলকান্তিকে ও অন্য কেব্‌লটা সরোজনলিনী দেবীকে। সরোজনলিনী দেবী সুমতি মিনতির আপন পিসি। বিনয়শঙ্করের বড় বোন।

স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর বিনয়শঙ্করের ঐ দিদিই ওদের মানুষ করেছিলেন। বিনয়শঙ্করের মৃত্যুর পর সরোজনলিনী দিল্লী থেকে চলে যান এলাহাবাদে।

সরোজনলিনীর বিবাহের তিন বৎসর পরেই তার স্বামী একটা ভয়াবহ কার এ্যাকসিডেণ্টে মারা যান।

ভগ্নিপতির মৃত্যুর খবর পেয়েই বিনয়শঙ্কর এলাহাবাদে গিয়ে তার দিদিকে দিল্লীতে নিজের কাছে নিয়ে আসেন, তারই ছয় মাস পূর্বে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল।

সুমতির বয়স তখন আট আর মিনতির সাড়ে ছয়।

সরোজনলিনীর স্বামী এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন নাম-করা প্রতিপত্তিশালী এ্যাডভোকেট ছিলেন।

প্রচুর ইনকাম ছিল তার—শহরের ওপরে বিরাট বাড়ি, বাড়িটা অবিশ্যি তার বাবার তৈার, ঐ একমাত্র ছেলে।

বাড়ি ছেড়ে সরোজনলিনী প্রথমটায় আসতে চাননি কিন্তু বিনয়শঙ্কর তার কোন আপত্তিতে কান দেননি, তাছাড়া সরোজনলিনীর সন্তানাদিও ছিল না। একা মানুষ। বি এ. পর্যন্ত সরোজনলিনী লেখাপড়া করেছিলেন, পরীক্ষাটা দেওয়া হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত—বিবাহের পর বেশীর ভাগ সময় তার পড়াশুনা নিয়েই কাটত। যেমন রাশভারী তেমনি অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ ছিলেন সরোজনলিনী।

অনুপমকে তার খুব পছন্দ হয়েছিল—

এবং অনুপম যখন দিল্লীতে সুমতিদের ওখানে যেত, ওকে পিসিমা বলেই ডাকত। অনুপমের সঙ্গে সুমতির বিবাহ হওয়ায় সরোজনলিনী খুশিই হয়েছিলেন।

বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে একটা চিঠি ও একটা কেব্‌ল পাঠিয়েছিল অনুপম সরোজনলিনী দেবীকে। সরোজনলিনীকে যে কেব্‌ল ও চিঠি পাঠাবে অনুপম, মিনতিকে সেটা পূর্বে জানায়নি।

জানালে মিনতি মানা করত ও জানে।

আমন্ত্রিতদের লিস্টে সরোজনলিনীর নামটা কিন্তু ছিল না এবং ইচ্ছা করেই লিস্টে নামটা তোলেনি অনুপম।

সরোজনলিনী দেবী যদি একান্তই তার বাড়িতে না ওঠেন বা উঠতে চান সে কারণে অনুপম সামনের হোটেলটায় ব্যবস্থা করে রেখেছিল—

মোট দশজনকে অনুপম আমন্ত্রণ করে চিঠি ও কেব্‌ল পাঠিয়েছিল। পরিকল্পনাটা তার মাথায় কিছুদিন ধরেই ঘুরছিল—কিন্তু ডাকবার তো একটা উপলক্ষ্য দরকার, সেটাই সে ঠিক করতে পারছিল না।

হঠাৎই একদিন ঐ সময় মনে পড়ল ১৯শে ডিসেম্বর তার জন্মদিন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল ঐ জন্মদিনটা উপলক্ষ্য করেই তো যাদের তার ডাকার প্রয়োজন সে ডাকতে পারে, আর তক্ষুণি সে মনস্থির করে ফেলে।

প্রথমে এলেন জন্মদিনের আগের দিন ১৮ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম সরোজনলিনী দেবী, এবং তিনি যে আসছেন সে সংবাদটা অনুপমকে তিনি জানিয়েও দিয়েছিলেন একটা ফোন করে।

অনুপমের এক স্থানীয় নেপালী বন্ধু ছিল মিঃ প্রধান—তাকেই অনুপম অনুরোধ করে এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে যেতে। রাত আটটা নাগাদ সরোজনলিনী এসে পৌছলেন সুমতি ভিলায়।

রাত আটটা হলেও অন্ধকার তখনও ঘন হয়ে আসেনি।

অনুপম নাচের হলঘরে সরোজনলিনীরই প্রতীক্ষায় ছিল। মিনতি ছিল বাগানে, ডেকরেটার ইলেকট্রিসিয়ানরা গাছে গাছে মিনি বাল্ব লাগাচ্ছিল, ঐ সময় ট্যাক্সিটা এসে পোর্টিকোর নীচে দাঁড়াল।

ট্যাক্সির শব্দে বের হয়ে আসে অনুপম।

সরোজনলিনী দেবী ট্যাক্সি থেকে নামলেন।

অনেক বছর পরে সরোজনলিনীকে দেখলেও অনুপমের তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। সাধারণ মহিলাদের চাইতে একটু বেশীই লম্বা, পাকা ধানের মত গায়ের রঙ, মাথার চুল প্রায় সবই পেকে সাদা, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। দু'হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি—

কালো ব্যাণ্ডের একটি দামী হাতঘড়ি ডান হাতের কব্জাতে। পায়ে চপ্পল। পরণে সাদা থান ধুতি ও সাদা ব্লাউজ, গায়ে একটা দামী সাদা শাল। হাতে একটা কালো হ্যাণ্ডব্যাগ।

বয়স পয়ষট্টির কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্যের অটুট বাঁধুনির জন্য শরীরে মেদের বাহুল্য না থাকায় মনেই হয় না সরোজনলিনীর বয়সটা অত হয়েছে।

বরং মনে হয় পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশের বেশী নয়, বরং তার পাশে অনুপমকেই বেশী বয়স মনে হয়—

অনুপম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধূলো নিতে নিতে বলল, ভাল আছেন পিসিমা?

পোর্টিকোর আলোয় চশমার কাচের ওধার থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সরোজনলিনী দেবী—ভাইঝি-জামাইয়ের দিকে। বললেন, তুমি কেমন আছ অনুপম?

চলুন ভিতরে—

এ বাড়িতে তো মিনতি আছে না?

হ্যাঁ, মানে—

আমি তো তাহলে এখানে উঠতে পারব না অনুপম—কিছু মনে করো না, আসার পথেই আমি হোটেল ঠিক করে এসেছি এবং একটা ঘরও বুক করে এসেছি।

এখানে না থাকতে চান তো আমি নিজেই আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেব। আপনি সত্যি সত্যিই আমার চিঠি পেয়ে আসবেন ভাবিনি—

মিনতি কোথায়?

আছে বোধ হয় গার্ডেনে, কিন্তু মিনতি যে এখানে আছে আপনি জানলেন কি করে পিসিমা?

এ সব খবর কখনো চাপা থাকে না অনুপম। আমার একটা কথার জবাব দাও—

পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই উভয়ের মধ্যে কথা হচ্ছিল। মিঃ প্রধান অল্প দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনিই এবারে কথা বললেন, কর্ণেল ঘোষ, আমি তাহলে আসি।

আসুন, অশেষ ধন্যবাদ। আমিই পিসিমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবখন।

তাহলে আমি চলি কেমন? গুড নাইট।

গুড নাইট—

মিঃ প্রধান ট্যাক্সিতে করেই বের হয়ে গেলেন—

ভিতরে-চলুন পিসিমা—অনুপম আবার বলল।

তোমাদের কি বিয়ে হয়েছে?

না, মানে—

একজন কুমারী মেয়ের এভাবে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে থাকাটা—

মিনতি আমার বোনের মত।

রাবিশ! হঠাৎ বলে উঠলেন সরোজনন্দিনী।

আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না পিসিমা!

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় এটা অনুপম। তোমাদের এভাবে একত্র এখানে এক বাড়িতে থাকাটা কারো চোখেই ভাল লাগতে পারে না—ইনডিসেন্ট নোংরামি—কোথায় মিনতি? ডাক তাকে, এসেছিই যখন ওকে এখুনি আমি সঙ্গে করে হোটেলে নিয়ে যাব।

অনুপম হাসল। কোন জবাব দিল না সরোজনলিনী দেবীর কথার।

আমি মিনতিকে নিয়ে যেতেই এসেছি—

হঠাৎ ঐ সময় পশ্চাৎ থেকে মিনতির গলা শোনা গেল।

এ কি পিসিমা তুমি! তুমি হঠাৎ এখানে!

তোমার—তোমারই জন্য আসতে হল আমাকে।

আমার জন্য?

তা নয়তো কি? দাদা আজ বেঁচে নেই বলে কি তোমরা যা ইচ্ছা তাই করবে?

পিসিমা –

ভেবেছ কি? লেখাপড়া শিখে এই চরিত্তির হয়েছে!

পিসিমা, চল ঘরে চল—মিনতির কণ্ঠে মিনতি।

তোমার সঙ্গে এক ছাতের তলায় এখানে থাকব? ভাবতে পারলে কি করে কথাটা!

উঃ? দেখছি তুমি বড্ড রেগে গিয়েছ পিসিমা। হাসতে হাসতে বলল মিনতি।

পোড়ারমুখী তোকে আমার খুন করতে ইচ্ছা করছে।

তার আগে চল, এতটা পথ এসেছ। চা খাও বিশ্রাম নাও।

না, কিছু খাব না।

খাবে চল, ভিতরে চল, চাকর-বাকরেরা চারপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে দেখ—চল—এসো এসো।

সরোজনলিনীর কি হল কে জানে, মিনতির পিছনে পিছনে নীচের পারলারের দিকে অগ্রসর হলেন।

অনুপমও ওদের পিছনে পিছনে এগোল।

দুই

পারলারে প্রবেশ করে সরোজনলিনী যেন একটা আরামের নিশ্বাস নিলেন। একে চিরটাকাল একটু শীতকাতুরে মানুষ সরোজনলিনী—তায় ওই সময় দার্জিলিংয়ের ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীত। হাড়ের মধ্যে যেন ঠাণ্ডার ছুঁচ বিঁধছিল গায়ে পর্যাপ্ত গরম জামা থাকা সত্ত্বেও।

ঘরের মধ্যে এককোণে ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন। জানালায় সব দামী ভারী পর্দা ঝোলানো—এক কোণে স্ট্যাণ্ডে একা ঘেরাটোপ ঢাকা আলো। ঘরের মেঝেতে নরম কার্পেট বিছানো। ঘরের মধ্যকার উষ্ণতা আরাম এনে দেয় দেহে।

বোস দেখি—মিনতি বলল।

সরোজনলিনীকে বেশী অনুরোধ করতে হল না—একটা সোফার উপবেশন করলেন আরাম করে। এবং এতক্ষণে বুঝতে পারলেন ডিসেম্বরের দার্জিলিংয়ের প্রচণ্ড শীতে তার গায়ের ঐ একটি মাত্র শাল আদৌ পর্যাপ্ত নয়।

বল পিসিমা কি খাবে? চা না কফি—মিনতি বললে।

চা-ই দে একটু না হয়—

অনুপমের বাগানের চা এখানে আমরা খাই—

চা বাগান আছে নাকি ওর? সরোজনলিনী শুধান।

দুটো বাগানে শেয়ার আছে অনুপমের, এ বাড়ির চা সেখান থেকেই আসে—বোস তুমি, আমি চা আনছি, মিনতি পারলার থেকে বের হয়ে গেল।

সরোজনলিনী ঘরের চারিদিকে চোখ বুলান। খুব বেশী নয়, তবে যা সামান্য আসবাব আছে ঘরের মধ্যে, তা দামী-সৌখীন ও রুচিসম্মত।

আসবাবপত্রের মধ্যে একধারে দুটো কাচের বুক-কেস, সুন্দর ভাবে তার মধ্যে বই সাজানো। একটার মাথায় ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি একটা এবং তার পাশেই অন্য শো-কেসটার ওপর একটি ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি

—গোটা পাঁচেক সোফা—কাচের টপ বসানো একটা সেন্টার টেবিল—তার ওপরে একটা কালো ভাসে কিছু টাটকা গোলাপ। দেওয়ালে গোটা তুই ল্যাণ্ডস্কেপ।

ঘরের দেওয়ালে ওয়াল-পেপার লাগানো, দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা বড় গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা বাজে।

বাইরে অবিশ্যি তখনো আলো একেবারে নিভে যায়নি—অনুপমও ইতিমধ্যে এসে অন্য আর একটা সোফায় উপবেশন করেছিল।—পিসিমা—

তাকালেন অনুপমের দিকে সরোজনলিনী।

আপনাকে একটা কথা আগেই বলে রাখি।

কি কথা?

আমার জন্মদিনের উৎসবটা আসল কারণ নয়—আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছি একটা গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসার জন্য—

ভ্রু কুঁচকে তাকালেন সরোজনলিনী কর্ণেলের দিকে নিঃশব্দে—গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসার জন্য!

হ্যাঁ—এসেছেন যখন এখানে আমার আমন্ত্রণে—তখন সবই জানতে পারবেন—

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বল তো অনুপম

কাল জানতে পারবেন—

কাল জানতে পারব!

কেবল একটা অনুরোধ আপনাকে পিসিমা, আপনি তুটো দিন আমার এখানেই থাকুন। আমি কথা দিচ্ছি পিসিমা, এখানে আপনার কোন কষ্ট হবে না, আমার বা মিনতির দিক থেকে অসম্মানের কোন কারণ ঘটবে না।

মিনতি ঐ সময় ট্রেতে টি-পট ইত্যাদি সাজিয়ে ঘরে প্রবেশ করল, শেষের কথাটা মিনতিরও কানে গিয়েছিল, সে তুজনের মুখের দিকে একই সাথে তাকাল। বাইরে ঐ সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল।

অনুপম তাড়াতাড়ি বললে, একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল মনে হচ্ছে,

পিসিমা আপনি চা খান, আমি আসছি—বলে অনুপম বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

মিনতি টি-পট থেকে চা ঢেলে দুধ চিনি মেশাতে যাচ্ছিল সরোজনলিনী বাধা দিলেন, না, চায়ে দুধ চিনি দিস না, আমি র চা খাই—

কবে থেকে?

তা বছর তিনেক হবে—

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সরোজনলিনী বললেন, অনুপম কেন আমাকে এই পাহাড়ে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ডেকে আনল বল তো—

আমি কিছু জানি না পিসিমা।

জানিস না?

না। তারপব একটু থেমে বললে, তা তুমি কি ঠিক করলে পিসিমা। এখানেই থাকবে না হোটেলে যাবে?

এখানেই থাকব ভাবছি—

থাকবে! অনুপম সত্যিই খব খশি হবে। তুমি ওপরেব তলায় থাকবে না নীচের তলায়?

নীচের তলাতে ঘর থাকলে নীচের তলাতেই থাকব—বাতের জন্য সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামায় বড় কষ্ট হয় রে—

তাহলে এক কাজ করি পিসিমা, নীচের তলাতে এই পারলারের পাশেই একটা ছোট ঘর আছে এ্যান্টিরুমের মত, সে ঘর থেকে এ ঘরেও আসা যায় পাশের লাইব্রেরী রুমেও যাওয়া যায়—তাছাড়া বাগানের দিকেও একটা দরজা আছে—

কিন্তু বাথরুম?

ঐ ঘরটার সঙ্গে এ্যাটাচড্ বাথরুম আছে।

তবে ঐ ঘরেই ব্যবস্থা কব।

ট্যাক্সির শব্দে নেপালী ভৃত্য মানবাহাদুরও ছুটে এসেছিল পোর্টিকোতে। গাড়ি থেকে প্রথমে নামল পুরোপুরি সাহেবী

পোশাক পরিহিত এক ভদ্রলোক। বয়স তার বাহান্ন/তিপান্ন হবে, এক আধ বছর কম-বেশীও হতে পারে। গরম স্যুটের ওপরে একটা গরম লং-কোট, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ, মুখে চুরুট। চোখে মোটা সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা।

লম্বা চওড়া চেহারা, গায়ের রঙ রীতিমত কালো বললেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকটা পালোয়ানদের মত চেহারা।

অনুপমের দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মলকান্তি চৌধুরীকে দেখে চিনতে এতটুকুও কষ্ট হয় না।

নির্মল?

হ্যালো অনুপম!

তাহলো সত্যি সত্যি তুই এসেছিস?

বাঃ, অত করে চিঠি—কেবল—আসব না। নির্মলকান্তি বলল। নামো সঞ্চারিণী। গাড়ির দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে আহ্বান জানাল নির্মলকান্তি।

গাড়ি থেকে নামল এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। অপরূপ সুন্দরী বললেও অত্যুক্তি হয় না। পরণে স্কাই ব্লু রংয়ের দামী ফ্রেঞ্চ সিফন—মাথার চুল বব্ ছাঁট করা চোখে সোনার সরু সৌখিন ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচ ঈষৎ নীলাভ। গায়ে হালকা চকোলেট রংয়ের দামী লং কোট—গলার কলারে ফার দেওয়া।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ভদ্রমহিলার দিকে অনুপম।

লেট মি ইন্ট্রোডিউস—আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু—সুহৃদ কর্ণেল অনুপম বোস—আমার স্ত্রী সঞ্চারিণী—নির্মলকান্তি বলল।

নমস্কার—অনুপম বলল।

গুড ইভনিং! ইংরেজীতে পরিস্কার উচ্চারণে সম্ভাষণ জানাল সঞ্চারিণী—

মান বাহাদুর—ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দে—অনুপম বলল।

না না, সে কি! আমি দিচ্ছি।

না—অল এক্সপেন্সেস মাইন—তোমরা যে শেষ পর্যন্ত এসেছ—তাতেই আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছি—

তাই বলে—বাধা দেবার চেষ্টা করে নির্মলকান্তি।

না, লেট মি বিয়ার অল দি এক্সপেন্সেস।

মান বাহাদুর পূর্ব হতেই মনিবের নির্দেশ মত প্রস্তুত ছিল—ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

তোমরা নিশ্চয়ই টায়ার্ড—চল, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই—আয় নির্মল, আসুন মিসেস চৌধুরী।

দুটো সুটকেস ছিল একটা বড়—একটা ছোট—মান বাহাদুর হাতে তুলে নিয়েছে ততক্ষণে।

নির্মল ও তার স্ত্রী অনুপমকে অনুসরণ করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে—সেই সময় হঠাৎ মিসেস চৌধুরীর নজরে পড়ল মিনতিকে—অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, গায়ে তার সেই লাল সোনালী জরীর কাজ করা কাশ্মিরী শালটা।

নিজের অজান্তেই যেন মিসেস চৌধুরী থমকে দাঁড়াল অস্ফুট শব্দ বের হয়ে আসে তার গলা দিয়ে, কে!

অনুপমের কানে গিয়েছিল কথাটা—সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বলল, আমার শ্যালিকা—এসো মিনতি, পরিচয় করিয়ে দিই। নির্মলের স্ত্রী সঞ্চারিণী চৌধুরী।

মিনতির মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। সে তখনও চেয়ে আছে সঞ্চারিণীর মুখের দিকে। সঞ্চারিণীও চেয়ে আছে মিনতির মুখের দিকে।

হাউ ডু ইউ ডু! সঞ্চারিণী বলল।

মিনতি নির্বাক।

আসুন—চলুন ওপরে - অনুপম আবার বলল।

অনুপম আগে আগে—পশ্চাতে নির্মলকান্তি ও সঞ্চারিণী—সোপান অতিক্রম করতে থাকে। মিনতি তখনও তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তর প্রতিমার মত।

সকলে এসে দোতলার নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে একে একে প্রবেশ করল।

ঘরে প্রবেশ করেই নির্মল বলল, আঃ লাভলি!

ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেস জ্বলছিল।

ঈষদুষ্ণ ঘরের মধ্যে একটা আরামের পরিবেশ।

তোমরা তাহলে রেস্ট নাও—মান বাহাদুর, কাঞ্চনকে বল্ এ ঘরে চা দিতে।

মিনতি কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিজের ঘরের মধ্য চুপটি করে পর্দা তোলা জানালাটার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল অনুপম। নিঃশব্দে মিনতি এসে ঘরে প্রবেশ করল। অনুপম—

কে! মীনু এসো—

তুমি কি সত্যিই চিনতে পারনি ওকে?

কার কথা বলছ? অনুপম প্রশ্ন করল মিনতিকে

অবিকল যেন একেবারে দিদির চেহারা—

সঞ্চারিণীর কথা বলছ? মানে নির্মলের স্ত্রীর কথা?

হ্যাঁ, তার কথাই বলছি—

আমারও অবিশ্যি ভদ্রমহিলাকে দেখে চমক লেগেছিল প্রথমেই - সত্যিই চমকে উঠেছিলাম সুমতি কোথা থেকে এলো—সে তো আট বৎসর হল মরে গিয়েছে।

হ্যাঁ, ঠিক আট বছর হল—সাত বছর হল এখানে এই বাড়িতে এসেছি। আট বছর আগে সুমতি—

সত্যিই কি দিদি আট বছর আগে মারা গিয়েছে অনুপম?

নিশ্চয়ই—ঠিক আট বছর আগে মারা গিয়েছে তোমার দিদি সুমতি।

কিসে মারা গেল? কেমন করে মারা গেল—কি হয়েছিল?

কি হয়েছিল সেটা অবিশ্যি একমাত্র সুমতিই বলতে পারে—কারণ সে-ই জানে ব্যাপারটা। আমার অনুমান—

অনুমান! তার মানে? কিসের অনুমান?

আমি সব সত্য কথা জানতে চাই অনুপম। তোমাকে সব কথা

আজ বলতেই হবে। বল অনুপম—সত্য ঘটনাটা আমাকে জানতে দাও।

কি বলব? কি জানতে চাও তুমি?

দিদির মৃত্যু যদি সত্যি সত্যিই হয়েই থাকে তো সেই মৃত্যুর ব্যাপারটা—কি করে, কি হয়ে সে মারা গেল?

আমি এখন বুঝতে পারছি—তুমি সকলকে যা বলেছ তা সত্যি নয়।

কি তবে সত্যি?

দিদি সেদিন মরেনি—আর সে কথাটা তোমার চাইতে কেউ বেশি ভাল জানে না।

অনুপম কোন জবাব দেয় না মিনতির কথার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনুপম—

মাসখানেক ধরে অনেক অনুসন্ধান করেছিলাম সুমতির, কিন্তু—সুমতির মৃতদেহ সেদিন পাওয়া যায়নি—যাতে করে প্রমাণিত হতে পারে সত্যি সত্যিই সুমতির মৃত্যু হয়েছে। তবু—তবু আমি তার অনুসন্ধান চালিয়েই গিয়েছি দিনের পর দিন—আমার জন্মদিনের পরের দিন সকালে যখন দেখলাম সে পাশের শয্যায় নেই—

তুমি কিছুই জানতে পারোনি?

না। আমি নীচ থেকে এসেছিলাম একটু রাত করে। তার আগেই সুমতি চলে এসেছিল। এসে দেখি সুমতি আপাদমস্তক লেপে ঢেকে তার শয্যায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আমারও বেজায় ঘুম পাচ্ছিল, তার ওপরে ড্রিংকটা বোধহয় সে রাত্রে একটু বেশীও হয়ে গিয়েছিল—তাই শুয়ে পড়েছিলাম।

তারপর?

তারপর ঐ যে বললাম সকালে উঠে আর তাকে দেখতে পাইনি। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো বাথরুমে গিয়েছে—কিম্বা নীচে গিয়েছে। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করেও তাকে খুঁজে পেলাম না। ভাবছি তখন, কি আশ্চর্য! সুমতি রাতারাতি গেল কোথায়—মনে পড়ল নির্মলের কথা, যে ঘরে সে আর তার স্ত্রী আছে আজ—সে রাত্রেও ঐ

ঘরেই ছিল নির্মলকান্তি। তার ঘরে ঢুকে দেখি—সে অঘোরে ঘুমাচ্ছে তখনো। তাকে ডেকে তুললাম। সব শুনে সে বললে, সে কি সুমতি গেল কোথায়?

তারপর?

দুজনে মিলে শহরের সর্বত্র খুঁজলাম, তাকে কিন্তু পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার গাড়িতে সেই দিনই নির্মল চলে গেল। আমার অনুসন্ধান কিন্তু বন্ধ হল না। খুঁজতে লাগলাম আমি সুমতিকে—কেন জানো?

কেন?

আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল সে কোথাও না কোথাও আছেই এমনি করেই আরো তিনমাস কেটে গেল। শেষে হঠাৎ একদিন—

কি থামলে কেন বল, বল অনুপম—

এই বাড়িরই একটা ঘরে এমন একটা কিছু পেলাম—কি?

সেটা পেয়েই আমার কাছে সমস্ত রহস্যটাই যেন দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে গেল, আর—সেই মুহূর্তেই আমি স্থির করলাম. আমার জীবনে সুমতির মৃত্যু হয়েছে—সী ইজ ডেড টু মি!

কেন?

তোমরা সকলে জানতে পারলে তখন এক প্রত্যুষে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে সুমতির মৃত্যু হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় অনেকটা অসতর্ক ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ পা পিছলে খাদের মধ্যে—

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেও তুমি তার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলে—

তা ছাড়া আমার আর সেদিন কিছু করবার ছিল না মিনতি তাই—

তাই এত বছর আমরা তাই জেনে এসেছি।

হ্যাঁ, আর আজ তুমি আমাকে পীড়াপীড়ি না করলে চিরদিন মিথ্যেটাই হয়তো সত্য হয়ে থাকত।

আর কিছু কি তোমার বলবার নেই অনুপম?

না।

মিথ্যা বলছ, আছে—নিশ্চয়ই আছে। আর সেই কারণেই এত

বছর পরে আবার তোমার জন্মদিন উৎসব পালনের এই আয়োজন করেছ তুমি অনুপম।

অনুপম শ্যালিকার মুখের দিকে তাকাল নিঃশব্দে।

সুমতি মরেনি সেদিন, আর শুধু তাই নয়—তুমি সেটা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস কর। সেই বিশ্বাসের ভিতটা তোমার সত্য কি মিথ্যা আজ সেটাই তুমি যাচাই করে দেখতে চাও। কারণ আর কেউ না জানলেও আমি জানি দিদির প্রতি তোমার ভালবাসার কথাটা। একটা কথা বলব অনুপম?

অনুপম এতক্ষণ চুপ করেই ছিল একটা কথাও বলেনি। এবারে বলল শান্ত ধীর করে, কি?

আট বছর হল যা অতীত হয়ে আছে, তাকে আজ আবার দিনের আলোয় টেনে আনতে চাও কেন, সবার সামনে?

হয়তো—

কিন্তু পারবে কি সেই নিষ্ঠুর সত্যকে সহ্য করতে?

পারব—পারব মিনতি। কারণ, এখন বুঝতে পারছি এই আট বছরে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রস্তুত করে নিতে পেরেছি। যাই ঘটুক না কেন তার মুখোমুখি আমি নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারব।

না, তোমার ওটা ভুল। তুমি তা পারবে না। কোন মানুষের পক্ষেই সেটা সম্ভব নয় তোমার সেই ক্ষতস্থানটাকে আবার কেবল খুঁচিয়ে তুলবে।

কি করতে বল তুমি মিনতি?

অতীত অতীতই থাক অন্ধকারের মধ্যেই—

না মিনতি। আমি—আমি কেবল জানতে চাই সুমতির প্রতি আমার ভালবাসার মধ্যে কি কোন খাদ ছিল, কোথাও কি কোন মিথ্যে ছিল—

আমি জানি কোন মিথ্যাও ছিল না, কোন খাদও ছিল না। আর তার বড় প্রমাণ আজকের তুমি যা আছ। কিন্তু আর নয়, অনেক রাত হয়েছে, এবার তুমি শুয়ে পড় অনুপম।

মিনতি—

বল অনুপম—

আমার জীবনের ঐ সত্যটা জানবার সঙ্গে আমার জীবনের বিরাট একটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাই যে ভাবেই হোক আমাকে সত্যটা জানতেই হবে।

প্রশ্ন—

হ্যাঁ, যেটার আসল সত্যটা না জানা পর্যন্ত একটা মীমাংসায় পৌঁছনো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

মিনতি অনুপমের মুখের দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণ একই ভাবে অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় ধীরে ধীরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ওরা জানতেও পারল না ঠিক পাশেরই ঘরে নিদ্রাহীন দুটি প্রাণী তখন শুধু পাথরের মত মুখোমুখি ভাবে বসে ছিল; আর দুজনার মনের মধ্যেই একটা অশান্ত ঝড় যেন বয়ে চলেছে।

বাইরে দার্জিলিং শহরের ডিসেম্বরের কনকনে মধ্যরাত্রি—জানালার কাচের শীষপথে নিম্নে শহরের আলোর মালা জ্বলছে—কে যেন অন্ধকারে সোনার ফুল ফুটিয়েছে।

নির্মল?

কিছু বলছ?

চল, এখন সবাই ঘুমোচ্ছে, এই ফাঁকে—এখান থেকে চলে যাই—

চলে যাব! কেন?

বুঝতে পারছ না তুমি?

না, একবার যখন এসেছি চলে যাব না।

সরোজনলিনীও তখন তার ঘরে নিদ্রাহীন একটা চেয়ারের পরে ফায়ারপ্লেসের সামনে চুপটি করে বসে ছিল। কোলের ওপর তার দুটি হাত-ন্যস্ত।

গায়ে সাদা শালটা। তার মনেও দ্বন্দ্ব জেগেছে একটা।

আজ ড্রাইনিং টেবিলে খেতে বসবার পর থেকে।

তিনিও চমকে উঠেছিলেন বৈকি!

কি আশ্চর্য মিনু—কি আশ্চর্য! এও কি সম্ভব!

একেবারে ভূত দেখার মতই যেন চমকে উঠেছিলেন।

যদিও সঞ্চারিণীর বাঁদিককার কপালে একটা সরু সেলাইয়ের বোধ করি কোন অপারেশানের দাগ, মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে বব্-ছাঁটে ছাঁটা, চোখে ঈষৎ নীল্‌চে কাচের চশমা সৌখিন সোনালী ফ্রেমে—তথাপি যেন মনটা বিভ্রান্ত করতে পারেনি।

অদ্ভুত সাদৃশ্য দীর্ঘ দিনেব পরিচিত তার একটা চেনা আপনজনের মুখটার সঙ্গে। কেবল বাঁদিককার কপালে সরু একটা অপারেশান সেলাইয়ের দাগ।

দাগটা পরবর্তী কালে কোন এক সময়ও হতে পারে।

আর তার ছিল লম্বা দার্ঘ চুল, মেঘের মত কালো চুল—এখন চুলের রঙটা তেমন মেঘের মত কালো নয় অবিশ্যি, কিছুটা সোনালী রঙ—দীর্ঘ দিন মাথায় তেল ব্যবহার না করলে চুলের রঙ অমন ঈষৎ তামাটে বা সোনালী হয়ে যেতে পারে।

সরোজনলিনীর মনে হয়—সুমতি কি তবে মরেনি—সে কি আজো বেঁচে আছে!

ঐ সঞ্চারিণীই কি তাহলে তাদের সুমতি?

কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? ও তো সুমতি নয়, সঞ্চারিণী—নির্মলকান্তি চৌধুরীর বিবাহিতা স্ত্রী। নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন সরোজনলিনী। অমন আশ্চর্য রকমের মিল চেহারায় কতজনেরই তো, কতজনের সঙ্গে থাকতে পারে।

না না, এ তার মনের ভুল নিশ্চয়ই।

সরোজনলিনীর সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পড়ল সঞ্চারিণীর গলার স্বরটা—অবিকল যেন সুমতিরই কণ্ঠস্বর—সঞ্চারিণী যখন বললে, আপনাকে কিন্তু আমি পিসিমা বলেই ডাকব।

ঘরের মধ্যে কে যেন নিঃশব্দে এসে প্রবেশ করল।

ঘরে কার্পেট বিছানো থাকলেও ফ্লোরে তার আগমনটা সরোজনলিনী টের পান। কে?

পিসিমা আমি—অনুপম।

এত রাত্রে—এখনো ঘুমাওনি?

না, ঘুমাইনি। তাছাড়া কাচের জানালা পথে তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে চলে এলাম।

বোস অনুপম।

অনুপম বসল পাশের একটা গদী-মোড়া চেয়ারে।

ঐ ছেলেটি কে?

কার কথা বলছ?

ঐ যে নির্মলকান্তি—

আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু—লণ্ডনে থাকে। আট বছর বাদে ইণ্ডিয়াতে এসেছে। চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্ট, মস্ত বড় অফিস—

ওখানেই সেট্‌ল করেছে বুঝি?

হ্যাঁ, বাড়ি কিনেছে—

আর ঐ মেয়েটি, ওর স্ত্রী সঞ্চারিণী—কত দিন হল ওদের বিয়ে হয়েছে?

শুনেছি সঞ্চারিণী থাকত বিলেতেই—সেখানেই নাকি ওদের পরিচয়—তারপর বিয়ে—বোধ হয় আট বছর হবে। কিন্তু পিসিমা ওদের সম্পর্কে অত কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

না এমনি—

অনুপমের মনে হল পিসিমা যেন একটু চিন্তিত—কি যেন চিন্তা করছেন।

আচ্ছা অনুপম, ঐ যে সঞ্চারিণী না কি যেন মেয়েটির নাম ওকে দেখে তোমার চেনা চেনা মনে হল না? আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল—ওকে ডাইনিং টেবিলে দেখেই—

চেনা চেনা!

হ্যাঁ, মানে—আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল অবিকল ওর মুখটা আমাদের সুমতির মতই দেখতে।

কথাটা আমারও মনে হয়নি, তা নয় পিসিমা—কিন্তু অমন কতজনকেই তো কত সময় দেখলে আমাদের মনে হয় কোথায় ওকে দেখেছি—এবং খুব চেনা চেনা লাগে।

তা বটে। তবু—

তাছাড়া সুমতি কবে মরে গিয়েছে তুমি তো জানো!

মরে গিয়েছে তাই না—কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা বললেন, সরোজনলিনী।

হ্যাঁ—তাও তো প্রায় আট বছরের কিছু বেশীই হয়ে গেল।

সরোজনলিনী আর কিছু বললেন না।

পরের দিন সকালে এলো আর তিনজন।

ডাঃ বাসুদেব গুহ—একদা অনুপম যখন দিল্লীতে পোস্টেড ছিল সেই সময়ই ডাঃ বাসুদেব গুহর সঙ্গে পরিচয় হয়ে ছিল। ডাঃ বাসুদেব গুহও ইমার্জেন্সী কমিশনে আর্মিতে ছিল। সে সময় ছিল ক্যাপ্টেন বাসুদেব গুহ—পরে লেঃ কর্ণেল হয়ে গত বৎসরই মাত্র রিটায়ার করেছে—সেও এসেছে অনুপমের আমন্ত্রণ পেয়ে।

আর একজন ললিতাকুমারী—মদ্র দেশের মেয়ে—সেও অনুপমের সময় ইণ্ডিয়ান নার্সিং কোরে স্টাফ নার্স ছিল। সে ও তার স্বামী ডাঃ ভবানী এসেছে আমন্ত্রণ পেয়ে। তাদের নীচের তলার একটা গেস্টরুমে থাকবার ব্যবস্থা করা হল।

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলকেই দেখা গেল।

কেবল অনুপস্থিত সঞ্চারিণীদেবী—অনুপমের সেটা নজর এড়ায়নি। সে এক সময় নির্মলকান্তিকেই শুধায়, নির্মল, তোমার স্ত্রীকে দেখছি না—

সে ওঠেনি এখনো ঘুম থেকে।

ওঠেনি?

না, অনেক রাতে ঘুমিয়েছিল—

অনুপম আর কিছু বলল না। অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা ঠিক মত হচ্ছে কিনা তদারকের জন্য বাগানে গেল।

বাড়ির পশ্চাতেই পার্টি হবে।

সেই ব্যবস্থা মতই বাগানটাকে সাজানো হয়েছিল—টেবিল চেয়ার ও আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দার্জিলিংয়ে বিদ্যুতের ভোল্টেজ খুবই কম, তাছাড়া মধ্যে মধ্যে লোডশেডিং হয়, তাই অনুপম অনেক দিন থেকেই একটা জেনারেটার বসিয়েছিল।

বুফে ডিনারের ব্যবস্থা অনুপম করেছিল স্থানীয় এক হোটেলে। হোটেলে থেকেই নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য মেনু অনুযায়ী সাপ্লাই করার কথা আছে।

টেলিফোনে অনুপম হোটেলে সংবাদ নিল।

সারাটা দিন সঞ্চারিণীকে দেখা গেল না।

জানা গেল তার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে—শুয়ে আছে।

ঠিক সন্ধ্যার পরই আটটা নাগাদ—বাগানের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল।

মিনতির ইচ্ছা ছিল স্থানীয় কিছু ভদ্রলোককে পার্টিতে ডাকে—কিন্তু অনুপম সম্মত হয়নি।

বলেছে এটা আমাদের সম্পূর্ণ ঘরোয়া পার্টি। আমি চাই না বাইরের কেউ এখানে আসে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পরিচিতজনদেরই কেবল আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

ড্রিংকের ব্যবস্থা ছিল পার্টিতে কারণ যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তারা সকলেই যে ড্রিংক করে অনুপম জানত। বাগানের একধারে ড্রিংক কাউণ্টার রাখা হয়েছিল। একজন হোটেলের বেয়ারাকে সেখানে রাখা হয়েছে। সে-ই প্রয়োজন মত ড্রিংক সার্ভ করবে।

রাত তখন সোয়া নয়টা কি সাড়ে নয়টা হবে।

স্থানীয় এক ভদ্রলোক দেবল বর্মা এসে হাজির হল।

দেবল বর্মার জন্ম ঐ দার্জিলিং শহরেই। পরে কলকাতায় পড়াশুনা করেছে। বেশ অবস্থাপন্ন। গোটা পাঁচেক ল্যাণ্ডরোভার আছে ও

গোটা তিনেক ট্যাক্সি। সবগুলিই ভাড়ায় খাটে। বাগডোগরা, শিলিগুড়ি, ভূটান, সিকিম—মধ্যে মধ্যে আবো দূরে দূরে যায়।

দার্জিলিংয়ে এই 'সুমতি ভিলা' কেনার সময় দেবল বর্মা অনুপমকে সাহায্য করেছিল নানা ভাবে। দেবল বর্মাব সঙ্গে আলাপ যদিও অনেক বছবেব কিন্তু লোকটাকে পছন্দ করে না অনুপম। লোকটাকে যেন কেমন একটু রহস্যময় বলেই মনে হয় অনুপমের।

মিনতিও লোকটাকে তেমন পছন্দ কবত না।

মধ্যে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এসে হাজিব হত দেবল বর্মা। আট-দশ পেগ হুইস্কি খেত, তাব পব চলে যেত। দেবল বর্মাকে অনুপম আমন্ত্রণ জানায়নি।

দেবল বর্মা এসেই অনুপমকে সম্ভাষণ জানায়, মেনি মোর হ্যাপি রিটার্নস কর্ণেল বাসু—

সকলেরই নজর পড়ে দেবল বর্মাব দিকে।

এক পাশে সঞ্চারিণীও ছিল। সে দেবল বর্মাকে দেখে একটু যেন আড়াল দিল নিজেকে।

দেবল বর্মা এগিয়ে গেল ড্রিংক কাউন্টারের দিকে। ওয়েটারকে বললে, এক বড়া পেগ—নিট।

দেবল বর্মা বরাবর নিট হুইস্কিই পান করে।

ওয়েটাব হুইস্কি ঢেলে গ্লাসটা এগিয়ে ধরে দেবল বর্মাব দিকে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল হুইস্কিব গ্লাসে দেবল বর্মা। ডেলিসিয়াস!

এদিক ওদিক তাকাতেই সঞ্চারিণীর দিকে নজর পড়ল দেবল বর্মার সোজা সে এগিয়ে গেল তাব কাছে। বললে, গুড ইভনিং ম্যাডাম!

এত আস্তে প্রায় ফিস ফিস করে কথা বললে দেবল বর্মা যে আশেপাশের কেউ শুনতে পেল না।

কিন্তু যাকে বলেছিল দেবল বর্মা, সেই সঞ্চারিণী কিন্তু ঠিকই শুনতে পেল।

পাতলা রঙিন কাচের চশমাব ওধার থেকে সঞ্চারিণী দেবল বর্মার দিকে তাকাল। ভ্রু দুটো তার কুঞ্চিত।

আমাকে বলছেন? সঞ্চারিণী শুধাল।

ঠিক। আপনাকেই—

আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। হু আর ইউ? আপ কৌন্ হ্যায়।

আই এ্যাম সরি!. ভুল হয়ে গিয়েছে আমার, ক্ষমা করবেন আমাকে। দেবল বর্মা গ্লাস হাতে সরে গেল।

ব্যাপারটা সকলেরই নজরে পড়েছিল। বিশেষ করে অনুপমের—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল অনুপম সঞ্চারিণীর দিকে।

দেবল বর্মা ততক্ষণে দূরে সরে গিয়ে হৈহৈ করে একটা ইংরাজী গান ধরেছে গ্লাস হাতে—

Falling in love again

I am not to blamce!

চমৎকার সুরেলা গলা দেবল বর্মার।

সবাই মুগ্ধ হয়ে ওর গান শুনতে থাকে।

এক ফাঁকে অনুপম দেবল বর্মার পাশে গিয়ে ফিস ফিস করে বললে, বড্ড বেশি ড্রিংক করছেন মিঃ বর্মা।

সো হোয়াট?

হঠাৎ ঐ সময় একটা ফায়ারিংয়ের শব্দ হল।

গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ হলঘরের যেন সমস্ত গুঞ্জন থেমে গেল। সকলেই ভীত ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাল।

কিন্তু কেউই বুঝতে পারল না গুলি কে করল।

দেখা গেল কারো হাতেই কোন আর্মস নেই। তবে কে একটু আগে গুলি করল? প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতে থাকে বিস্ময়ে ও আতংকে।

কে? কে গুলি করল? কোথা থেকে গুলির আওয়াজটা এলো। একটা ব্যাপারে তখন সকলেই নিশ্চিন্ত, কেউ আহত হয়নি।

আনন্দমুখর জন্মোৎসবের পার্টিটা মধ্যপথেই যেন থেমে গেল নিরানন্দে।

তিন

রাত্রি প্রভাত হল এক সময়।

বেলা আটটা নাগাদ একে একে সকলেই নীচের হলঘরে ব্রেকফাস্ট টেবিলে জমায়েত হতে থাকে ।

কিন্তু মিনতি কই ?

মিনতির কি এখনও ঘুম ভাঙে নি ?

অনুপমই ওপরে গেল মিনতিকে ডাকতে।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। অনুপম দরজা ঠেলে ভিতরে পা দিল।—মিনতি !

না। মিনতি ঘরের মধ্যে নেই। ঘর খালি।

শয্যার দিকে তাকাল—শয্যার দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল শয্যাটা কেউ গতরাত্রে স্পর্শও করেনি।

মিনু— ?

বাথরুমের দরজা খুলল অনুপম। বাথরুমেও মিনতি নেই। তবে গেল কোথায় মিনতি ?

গতরাত্রে পার্টি ভাঙার পর সবাই একটু-আধটু ড্রিংক করে এবং খেয়ে যে যার ঘরে চলে গিয়েছে—একটা নিরানন্দ ও আতঙ্কের মধ্যে।

শেষে জানা গেল সরোজনলিনীই দেখেছেন, মিনু ওপরে তার ঘরে যাচ্ছিল।

কিন্তু ঘরে যে সে যায়নি আর গেলেও শয্যায় শোয়নি সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে গেল কোথায় মিনতি ?

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বাগানের শেষপ্রান্তে যে ছোট বৌদ্ধমন্দিরটা আছে, তাঁর সিঁড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখা গেল মিনতির মৃতদেহটা—গায়ে তার সেই লাল সোনালী জরির কাজ করা কাশ্মিরী শালটা।

মিনতি যেন শালটা গায়ে জড়িয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। শালটা রক্তে ভেজা খানিকটা জায়গা।

শালটা তুলতেই গায়ের ওপর থেকে একটা ক্ষতস্থান দেখা গেল। বামদিককার ঠিক স্ক্যাপুলা ব্রোনের পাশে, ক্ষতটা দেখে মনে হয় কেউ তাকে গুলি করেছিল সম্ভবত পিছন দিক থেকে—

শীতের শহর দার্জিলিংকে উপভোগ করবে বলে কি খেয়াল হয়েছিল কিরীটীর—সে এসেছিল পাঁচ সাতটা দিন দার্জিলিংয়ে কাটাতে দিন দুই আগে।

কিরীটী আর কৃষ্ণা হোটেলেই উঠেছিল।

স্থানীয় থানা অফিসার মিঃ প্রধান কিরীটীর আসবার সংবাদ পেয়ে হোটেলে কিরীটীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সকালেই।

হোটেলের ঘরে কিরীটীর সঙ্গে গল্প করতে করতে গরম গরম কফি পান করেছিলেন মিঃ প্রধান।

ঘরের ফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটীই গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো—

মিঃ প্রধান আপনার ঘরে আছেন?

হ্যাঁ—

তাকে একটু ফোনটা দিন না।

মিঃ প্রধান, আপনার ফোন: কিরীটী বললে।

আমার ফোন! মিঃ প্রধান অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা হাতে নিলেন, হ্যালো।

সেকেণ্ড অফিসার ঘোষাল কথা বলছি স্যার—

কি ব্যাপার?

আপনাকে এখুনি সুমতি ভিলায় যেতে হবে স্যার—

সুমতি ভিলা—কর্ণেল ঘোষের বাড়িতে—কি হয়েছে?

সেখানে একটা মার্ডার হয়েছে—

মার্ডার! কি বলছ ঘোষাল! কে মার্ডার হল?

কর্ণেল ঘোষের শ্যালিকা—আপনি একবার আসুন স্যার, কর্ণেল ঘোষ থানায় বসে আছেন—

আমি এখুনি আসছি—বলে মিস্টার প্রধান ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

কিরীটী শুধাল, কি ব্যাপার! কে মার্ডার হয়েছে? কোথায় মার্ডার হয়েছে?

সুমতি ভিলায়। ওখানে একজন এক্স আর্মি অফিসার থাকেন—তারই বাড়িতে। চলি এখন, পারি তো সন্ধ্যের পর আসব।

মিঃ প্রধান হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে। কিরীটী কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, আর এক কাপ চা কৃষ্ণা—আর একটা চুরোট দাও তো—

চুরোট তো ছেড়ে দিয়েছ—আবার কেন? কৃষ্ণা বললে।

কি জানো, বাইরে বের হলে ধূমপানটা একটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে—

তা নয়—

তবে কি?

ঐ যে শুনলে কে খুন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করেছ—কে খুন হল? যে খুন হল, সে মেয়ে না পুরুষ? কত বয়স হতে পারে তার—

কিরীটী হেসে ওঠে হো হো করে—বললে, যা বলেছ, আসলে কি জানো! ওর মধ্যে আলাদা ধরণের একটা জোরালো নেশা আছে। ··বলতে পারো অনেকটা মরফিনের নেশার মত—একবার রক্তে ও নেশা ঢুকলে আর তাকে অস্বীকার করা যায় না এবং—

থাক। আর এবংয়ে প্রয়োজন নেই। চল, বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবে?

কোথায় আর—এখানে ম্যাল ছাড়া আর বেড়াবার জায়গা কি আছে—বলতে বলতে উঠে গিয়ে চুরোটের বাক্স থেকে একটা চুরোট বার করে এনে দিল।

কিরীটী চুরোটটা মুখে ঠেকিয়ে কৃষ্ণাকে বলে, লাইটারটা?

ওই যে, সামনেই রয়েছে—ক্রাইমের গন্ধ পেয়েছ কি তোমার হুঁশ পর্যন্ত চলে গেছে—

কি করি বল—এত কালের নেশা—

থানার একটা চেয়ারে বসে কর্ণেল ঘোষ মিঃ প্রধানের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। দুজনার আলাপ পরিচয় আগেই ছিল। কেউ কারোর অপরিচিত নয়।

কি ব্যাপার কর্ণেল ঘোষ? থানায় প্রবেশ করতে করতে মিঃ প্রধান বললেন।

বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে আমার বাড়িতে।

সুমতি ভিলায়?

হ্যাঁ। আপনি আমার শ্যালিকা মিনতিকে দেখেছেন, আলাপও হয়েছিল আপনার সঙ্গে--শী ইজ ডেড! মানে কেউ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। কাল রাত্রে—মানে সন্ধ্যারাত্রে সুমতি ভিলায় একটা পার্টি ছিল—সেই পার্টিতে আমার কিছু পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজনকে আহ্বান করেছিলাম—হঠাৎ পার্টি চলাকালীন সময়ে কে যেন একটা ফায়ার করল।

ফায়ার!

হ্যাঁ। বলে সংক্ষেপে অতঃপর গত রাত্রের ঘটনাটা বলে গেল কর্ণেল ঘোষ।

তারপর?

আজ সকালে মিনতিকে খুঁজতে খুঁজতে তার গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহটা দেখা গেল বাগানের মধ্যে যে ছোট বৌদ্ধমন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটার সামনে পড়ে আছে।

বৌদ্ধমন্দির?

হ্যাঁ, আমার স্ত্রী সখ করে মন্দিরটা—মানে ঐ প্যাগোডাটা তৈরি করিয়েছিলেন—

একটু আগে আপনার বাড়িতে যে সব আমন্ত্রিতদের নাম করলেন তাদের মধ্যে কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

না না, সবাই আমার পরিচিত বন্ধু, ও আত্মীয়—

ঐ দেবল বর্মা?

দেবল বর্মা! না না, সে কেন খুন করতে যাবে মিনতিকে ঐভাবে?

কেন যাবে সেটা একটা বড় কথা নয়, তিনি খুন করতে পারেন না। লোকটা শুনেছি যেমন মদ্যপান করে থাকে—তেমনই প্রচ দুর্ধর্ষ টাইপের মানুষ—

কিন্তু—

ধরুন কোন কারণে মিনতিদেবীর প্রতি তার তো আক্রোশ থাকতে পারে। আর সেই আক্রোশের বশে—

কিন্তু সে তো গোলমালের পরই চলে গিয়েছিল।

তখন হয়তো গিয়েছিল, তারপর রাত্রে কোন এক সময় কি সে আবার ফিরে আসতে পারে না?

তা অবিশ্যি পারে।

সে-ই হয়তো মিনতিদেবীকে রাত্রে কোন এক সময় ঐ প্যাগোডার সামনে দেখা করতে বলেছিল, আর মিনতিদেবী হয়তো গিয়েছিলেন সেখানে—টু মিট হিম।

কি বলতে চান একটু স্পষ্ট করে বলুন মিঃ প্রধান।

আপনাকে তাহলে কথাটা খুলেই বলি—দেবল বর্মার সঙ্গে আমি আপনার শ্যালিকাকে কয়েক দিন বাজারে ও ম্যালে ঘুরতে দেখেছি—

ইউ মীন সাম লাভ অ্যাফেয়ার্স ইন বিটুইন দেম?

খুব কি একটা অসম্ভব কিছু—

কিন্তু তেমন কিছু হলে আমি জানতে পারতাম না কি? তাছাড়া আমি জানি—মিনতি মনে মনে আমাকে ভালবাসত। যদিও মুখে কখনো সেটা সে প্রকাশ করেনি।

ঠিক আছে—চলুন—একবার ডেড বডি ও অকুস্থলটা দেখে আসি; তা ছাড়া ডেড বডিরও তো ব্যবস্থা করতে হবে।

ডেড বডিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন—মিঃ প্রধান।

আগের রাত্রে কোন এক সময় বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। প্যাগোডার আশপাশের জমি কিছুটা ভেজা। তার ওপরে শুকনো গাছের পাতা ছড়িয়ে আছে। আর তারই মধ্যে মধ্যে ভিজে-মাটির ওপর কিছু জুতোর ছাপ মিঃ প্রধানের নজরে পড়ল।

ইতস্তত ছড়ানো দু' রকমের জুতোর ছাপ।

মিঃ প্রধান বুঝতে পারেন, কাল বৃষ্টির পর একাধিক ব্যক্তি এইখানে এসেছিল। যাদের জুতোর ছাপ এখনও মাটির বুকে দেখতে পাওয়া।

মৃতদেহটা তখনো একই ভাবে মাটিতে পড়ে ছিল।

গায়ে লাল রংয়ের সোনালী কাজ করা কাশ্মিরী শালটা—মিঃ প্রধানের মনে হল আততায়ী যখন গুলি করেছিল মিনতিকে, তখন গায়ে তার শালটা ছিল না। পরে কোন এক সময়ে মৃতের শালটা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শালটা সামান্য এলোমেলো।

শালটা গা থেকে তুলতেই ক্ষতস্থানটা চোখে পড়ল।

খুব কাছ থেকে নয়, বেশ একটু তফাৎ থেকেই মনে হয় গুলি করা হয়েছে। গুলি পৃষ্ঠদেশকে বিদ্ধ করেছে। মিঃ প্রধান বাগানটার মধ্যে মৃতদেহর আশপাশ ভাল করে খুঁজতে থাকেন কি যেন।

অনুপম শুধাল, কি খুঁজছেন মিঃ প্রধান?

খুঁজছি—মানের হত্যার আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা দেখছি। কিছু মিলেও যেতে পারে। কথাটা বলে মৃদু হাসলেন মিঃ প্রধান।

একটা এ্যাম্বুলেন্সে করে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে মিস্টার প্রধান চলে গেলেন সুমতি ভিলা থেকে তখনকার মত।

অনুপম ঘরে ফিরে এলো।

একটু পরে নির্মলকান্তি ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

হঠাৎ মিনতিকে কে হত্যা করল, আর কেনই বা করল মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না অনুপম।

আমারও বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না ব্যাপারটা নির্মল।

আমার চোখের সামনে দিয়েই তো মিনতি তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

ক'টা রাত হবে তখন?

পৌনে এগারোটা—একটা কথা ভাবছিলাম—

কি?

কাল রাতে পার্টি চলাকালীন যে ফায়ারিংটা হয়েছিল—হত্যাকারীর সেটাই ফার্স্ট এ্যাটেম্পট ছিল না তো?

ঠিকই বলেছ নির্মল, তা হতেও পারে।

তখন হয়তো মিস করেছিল হত্যাকারী, তারপর দ্বিতীয়বার এ্যাটেম্পট নেয়। এ্যাণ্ড হি ওয়াজ সাকসেসফুল। তা মিঃ প্রধানকে কথাটা বলেছিলে?

বলেছি।

হ্যাঁ, তার সব জানা দরকার। দেখ, আর একটা কথা—আমি মানে আমরা কালই চলে যেতে চাই।

কালই যাবে?

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম দু-তিনটে দিন থাকব তোমার এখানে, কিন্তু আর মন চাইছে না।

বেশ। যেতে চাও যাবে—

চার

সন্ধ্যার দিকে মিঃ প্রধান এলেন হোটেলে কিরীটীর ঘরে।

কিরীটী আর কৃষ্ণা বসে গল্প করছিল তখন মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে।

মিঃ প্রধানকে দেখে কৃষ্ণা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে মৃদু হেসে, ঐ যে এলেন তোমার বিদূষক গোপন বার্তা নিয়ে। মিঃ প্রধান আসুন, বসুন, চা না কফি?

বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে আজ মিসেস রায়। কফিই বলুন। কৃষ্ণা উঠে গিয়ে ফোনে রুম সার্ভিসকে তাদের ১৪ নং ঘরে তিন পট কফি সাপ্লাই করবার জন্য বলে দিল।

কিরীটী কিছু বলার আগেই মিঃ প্রধান বললেন, গুলি করে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে, সকালে যে কেসটার কথা শুনছিলেন, সেই কেস—মনে হল পিছন দিক থেকেই গুলি করা হয়েছে। পিঠে

বাঁদিককার স্ক্যাপুলা ব্রোনের নীচেই ক্ষতস্থানটা—গুলিটা বোধ করি সোজা হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত মৃত্যু।

মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক?

হ্যাঁ, কর্ণেল ঘোষের শ্যালিকা। গত তিন বৎসর ধরে এখানেই আছেন। কর্ণেল ঘোষ মৃতদার।

স্ত্রী নেই?

না। আট বছর আগে তার মৃত্যু ঘটে। অবশ্য তারও মৃত্যুর পশ্চাতে ছিল একটা মিস্ট্রী—

কি রকম?

শোনা যায় টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছিলেন পাহাড়ের একেবারে খুব ধাবে চলে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। তারপর হঠাৎ পা স্লিপ করে নীচের খাদে পড়ে যান। কর্ণেল ঘোষ পুলিশের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে ওটাই মৃত্যুর কারণ বলেছিলেন। তবে মৃতদেহটা কিন্তু পাওয়া যায়নি।

যায়নি মানে।

কোন ট্রেস করা যায়নি মৃতদেহটার, খোঁজাখুঁজি যথেষ্টই করা হয়েছিল তবু ট্রেস করা যায়নি ডেড বডিটা।

যে মারা গিয়েছে কাল রাত্রে, সে ঐ মৃতারই বোন?

হ্যাঁ একমাত্র সহোদরা বোন।

ভদ্রমহিলা কি বিবাহিতা?

না, কুমারী।

উনি এখানে ভগ্নিপতির সঙ্গেই থাকতেন?

হ্যাঁ।

মহিলাটির বয়স কত?

মিনতিদেবীর বয়স তো চল্লিশের কোঠায় হবেই।

আর কর্ণেল ঘোষের বয়স?

তা আঠান্ন-উনষাট হবে?

কিরীটীকে কেমন যেন একটু চিন্তিত কেমন একটু অন্যমনস্ক বলে মনে হল মিঃ প্রধানের।

কি ভাবছেন মিঃ রায় ?

কর্ণেল ঘোষের স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য তো—মানে এ্যাক্সিডেণ্ট নাও তো হতে পারে। ভাল করে অনুসন্ধান নিন—যিনি গত রাত্রে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তার সঙ্গে কর্ণেল সাহেবের কোন পূর্বরাগ বা প্রেমঘটিত এ্যাফেয়ার ছিল কিনা। তা যদি থেকে থাকে তাহলে পথের কাঁটা হিসেবে ওর স্ত্রীর অপসারণ—এমন একটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

না না, কর্ণেল সাহেবকে যত দূর আমি চিনেছি—হি ইজ নট এ ম্যান অফ থ্যাট টাইপ। অত্যন্ত ভদ্র ও রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক।

কিরীটী মৃদু হাসল।

একটা কথা কি জানেন মিঃ প্রধান—

আমার দীর্ঘ সত্যসন্ধানার জীবনে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—প্রধানত তিনটি কারণে নারীঘটিত ক্রাইম ঘটে থাকে—প্রথমত গুপ্ত প্রণয়, দ্বিতীয়ত কোন পুরুষের প্রতিহিংসা এবং তৃতীয়ত বুকের মধ্যে গোপনে দীর্ঘকালের সঞ্চিত একটা বিতৃষ্ণা—জ্বালা। মিনতিদেবীকে যে ওই তিনটি কারণের কোন একটির মধ্যে পড়েই প্রাণ দিতে হল না—বর্তমানে হত্যা রহস্যের তদন্তের ব্যাপারে সেটা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে আপনাকে। এক্ষেত্রে আরো একটা কথা আপনাকে ভাবতে হবে—

কি ?

মিনতিদেবী এতদিন ধরে মৃতদার ভগ্নিপতির গৃহে কেন অবস্থান করছেন। ওদের তুজনার মধ্যে কি কোন প্রেমের সম্পর্ক ছিল ? কারণ এক্ষেত্রে সে রকম হওয়াটা খুব যে একটা অস্বাভাবিক কিছু নয় তা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন।

আপনার নিজের কি মনে হয় কিরীটীবাবু ?

নর-নারীর চরিত্র বড় বিচিত্র মিঃ প্রধান, তাদের গতি প্রকৃতিও অনেক সময় রীতিমত তুর্বোধ্য। যাকগে সে কথা, সকলের জবানবন্দী নিয়েছেন ?

নিয়েছি। তার কপিও এনেছি আপনার জন্য, এই যে—

একটা চার পাতা ফুলস্কেপ কাগজে কি সব লেখা এগিয়ে দিলেন মিঃ প্রধান কিরীটীর দিকে—

কিরীটী হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল।

একটা কথা—

বলুন।

উৎসব তো ভণ্ডুল হয়ে গেল, আমন্ত্রিত যারা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ চলে যেতে চাইছেন।

না, আপাতত কাউকেই যেতে দেবেন না।

কেন?

এমনও তো হতে পারে যে ওদেরই মধ্যে কেউ একজন গত-রাত্রের আততায়ী—সেক্ষেত্রে ঐ ফাঁকে আততায়ী যদি আপনার নাগালের বাইরে চলে যায়, রহস্যের মীমাংসায় পৌঁছতে আপনার কষ্ট হবে। সুতরাং আপাতত কাউকেই সুমতি ভিলার বাইরে যেতে দেবেন না মিঃ প্রধান।

তাই হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কিন্তু আপনার সক্রিয় সাহায্য এক্সপেক্ট করব মিঃ রায়।

বেশ।

নির্মলকান্তি অনুপমকে বলছিলেন চায়ের টেবিলে বসে, এখানে আর এক মুহূর্ত আমার মন টিকছে না অনুপম। যদি তোমার আপত্তি না থাকে কাল বা পরশুই এখান থেকে আমি চলে যেতে চাই।

কিন্তু মিঃ প্রধান বলে পাঠিয়েছেন। মিনতির মৃত্যুর ব্যাপারে যতক্ষণ না তারা একটা মীমাংসায় পৌঁছান, এ বাড়ি থেকে কারো যাওয়া চলবে না।

কেন? তিনি কি আমাদের মধ্যেই কাউকে মিনতির হত্যাকারী বলে সাসপেক্ট করছেন?

করলেও তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না।

মানে! কি বলতে চাও তুমি অনুপম?

আমি কিছুই বলতে চাই না—আমি ওর ইচ্ছার কথাটাই কেবল বলেছি।

দিস ইজ সিম্পলি টরচার। অত্যাচার একটা—একটা অর্থহীন জুলুমবাজী।

হলেও উপায় নেই।

তুমি—তোমারও কি ঐরকম ধারণা অনুপম ?

আমার কথা বাদ দাও—তার আগে আমার দিক থেকে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা কববার আছে।

আলোচনা ?

হ্যাঁ, তুমি যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি।

মনে করব কেন ! বল না কি বলতে চাও।

সকলেই জানে আট বছর আগে একটা এ্যাক্সিডেণ্টে সুমতিব মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস সে সেদিন মরেনি।

মরেনি ?

না, আর আজও সে বেঁচে আছে। সি ইজ স্টিল লিভিং !

হাউ ফ্যাণ্টাস্টিক !

কথাটা যে মিথ্যা নয় তোমার চাইতে কেউ বেশী ভাল জানে না কি—অস্বীকার কবতে পারো কথাটা ?

কোথায়, কোথায় সে তাহলে এখন ?

এই মুহূর্তে আমি যদি বলি—সুমতি এই বাড়িতেই আছে।

এই বাড়িতে আছে !

হ্যাঁ, এই বাড়িতেই—

কে ? কার কথা বলছ ?

বলছি তোমার স্ত্রী সঞ্চারিণীর কথা—সঞ্চারিণীর মধ্যেই সুমতি আজো বেঁচে আছে।

তোমার কি মাথা খারাপ হল অনুপম ? সঞ্চারিণী আমার স্ত্রী, তার সঙ্গে বিলেতে আমার দেখা আর সেখানেই আমাদের বিবাহ হয়—আজ থেকে ছয় বছর আগে আঠাই নভেম্বর—

আঠারই নভেম্বর আর উনিশে নভেম্বর আমার জন্মদিন ছিল,

তোমাদের বিয়ের রাত্রে নিশ্চয়ই কথাটা তোমার একবার মনে পড়েছিল নির্মল, কি! মনে পড়েনি?

নির্মলকান্তি তাকাল তার একান্ত সুহৃদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখের দিকে। একটু দূরে নির্মলের স্ত্রী সঞ্চারিণী অন্য একটা চেয়ারে বসে ছিল—সেও তাকায় অনুপমের দিকে।

অনুপম লক্ষ্য করল সঞ্চারিণীর মুখে যেন একবিন্দু রক্ত নেই। ফ্যাকাশে।

নির্মল, জানি তোমার জবাব দেবার মত কিছুই নেই।

অনুপম—

বল, থামলে কেন? আমার প্রশ্নের জবাবে কিছুই কি তোমার বলবার নেই? তুমি আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এক সময় তোমাকে আমি আমার আত্মার আত্মীয় বলেই জানতাম। সুমতিকে যদি তোমার এতই প্রয়োজন ছিল, আমাকে একবার সে কথাটা জানালে না কেন—আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার হাতে সুমতিকে তুলে দিতাম। আর সুমতি তুমি—আমাকে অপদস্থ লজ্জায় ফেলে তুমিই বা অমন নাটক করলে কেন?

কি বলছেন আপনি অনুপমবাবু? আমি সুমতি নই। আপনার ভুল হচ্ছে।

ভুল হচ্ছে আমার?

'হ্যাঁ, ভুল হচ্ছে। আমি আপনার সুমতি নই, আমি সঞ্চারিণী–

এখনও নাটক করতে চাও সুমতি—

ইট ইজ নট ওনলি ইনসাল্টিং—ড্যামেজিং টু—

আমি যে মিথ্যা বলছি না, তার প্রমাণ চাও?

প্রমাণ?

হ্যাঁ প্রমাণ, একটু অপেক্ষা কর—এখুনি প্রমাণ দেব। বলে অনুপম ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে একটা দামী জাপানী টেপ রেকর্ডার নিয়ে এলো।

হিয়ার ইউ আর। কথাটা বলে বোতাম টিপে টু-ইন-ওয়ানটা চালিয়ে দিল অনুপম—

টেপ রেকর্ডারের মাইকে দুটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নারীকণ্ঠ ও পুরুষকণ্ঠ।

নারী: তুমি বোধ হয় ভাল করলে না নির্মল—

পুরুষ: কেন?

নারী: আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে, অনুপমের চোখের দিকে তাকালে দেখতে পেতে—সে আমাকে চিনে ফেলেছে, তার চোখের দৃষ্টিকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি।

পুরুষ: ডোণ্ট টক বাবিশ। ওটা তোমার ভুল ধারণা—

নারী: না, না, ভুল নয়, অনুপম ঠিকই আমাকে চিনতে পেরেছে --আমাদের এখানে আসা উচিত হয়নি। এখন বুঝতে পারছি, ও ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিল বলেই এখানে আমাদের তার জন্মদিন উৎসবে নিমন্ত্রণ করে এনেছে।

পুরুষ: আট বছর হয়ে গিয়েছে, আট বছর অনেক বছর—তোমার মুখের চেহারা এ্যাক্সিডেণ্টের পর অনেক বদলে গিয়েছে, ভুলে যেও না—

নারী: তবু ও আমাকে চিনতে পেরেছে। চল, কালই সকালে এখান থেকে আমরা চলে যাব।

পুরুষ: তাতে করে সন্দেহটা ওর আরো বেশী হবে—

অনুপম বোতাম টিপে টেপটা থামিয়ে দিয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চিনতে পারছ, নির্মল-সুমতি—তোমাদের নিজের নিজের গলা। টেপ রেকর্ডারটা তোমাদের ঘরে সোফার নীচে বসানো ছিল, তোমাদের মধ্যে সে রাত্রে কি কথা হয় ধরে রাখবার জন্য।

সুমতি অকস্মাৎ ক্ষিপ্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, ইউ স্কাউণ্ড্রেল! তুমি এত নীচ, এত জঘন্য চরিত্র তোমার—

নীচ জঘন্য চরিত্র আমার না তোমার সুমতি—শান্ত গলায় বলল অনুপম।

আমি তোমাকে খুন করব।

তা তুমি যে পারো আমি তা বিশ্বাস করি— যাবার আগে তাই করে গেলে না কেন আট বছর আগে সে রাত্রে সুমতি। তুমি তো জানতে পিস্তলটা ঘরের মধ্যে আমার কোথায় থাকে, কিম্বা বিষ

মিশিয়ে দাওনি কেন আমার ড্রিঙ্কের সঙ্গে, তুমি প্রতি রাত্রে নিজের হাতেই বোতল থেকে আমার গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢেলে দিতে—কেউ জানতে পারত না, কেউ তোমাকে সন্দেহও করতে পারত না। এভাবে আমাকে অপমান আর লজ্জার মধ্যে ফেলে গেল কেন ? আর সেদিন যখন চলেই গিয়েছিলে তখন আবার এত বছর বাদে ফিরে এলে কেন ? কি ! চুপ করে আছ কেন ? আমার কথাগুলোর জবাব দাও।

ইতিমধ্যে সরোজনলিনী ওদের তর্কাতর্কি শুনে পাশের ঘর থেকে কখন ওদের ঘরে এসে প্রবেশ করেছিলেন, ওদের কারোরই নজর পড়েনি।

সরোজনলিনী এবারে বললেন, ছি ছি সুমতি— এত বড় কেলেঙ্কারী করার আগে বিষ খেয়ে মরলি না কেন ?

জানো, জানো তুমি পিসি, বিয়ের পর দুটো বছর প্রতি রাত্রে কি অকথ্য অত্যাচার ওর হাতে আমি সহ্য করেছি—জানো ওর আসল চরিত্রটা ? ওর ঐ ভদ্র বেশের আড়ালে কি জঘন্য একটা হিংস্র জন্তু লুকিয়ে আছে-

সুমতি -

হ্যাঁ পিসি। প্রতি রাত্রে ওই জন্তুটা আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে একটা চামড়ার চাবুক দিয়ে কি ভাবে মারত জানো এখনো— এখনো সে সব দাগ আমার পিঠ থেকে মেলায়নি। এই দেখ, নিজের চোখেই দেখ—বলতে বলতে গায়ের ব্লাউজ ও ব্রেসিয়ারটা খুলে ফেলল সুমতি—

সরোজনলিনী দেখল সুমতির পাকা গমের মত সোনা রঙ পিঠে কালো কালো দাগ।

শিউরে উঠলেন সরোজনলিনী সেই দাগগুলো দেখে।

ওর ঐ অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যই এক রাত্রে আমি ওর ঘুমন্ত অবস্থায় এক কাপড়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।

নির্মলকান্তি এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। এবার বললেন, আমিই সব শুনে ওকে পরামর্শ দিয়েছিলাম পালিয়ে যেতে—

অনুপম একেবারে চুপ। সে যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে।

সুমতি এবারে বললে, সেদিন মিনতিকে যদি আমি ঐসব কথা বলতাম, মিনতি আমার কথা বিশ্বাস করত না।

তাই এসেছিলাম মিনতিকে সব কথা বলব বলে।

তুমি না বললেও আমি মিনতিকে সব কথা গত সন্ধ্যায়ই জানিয়েছিলাম সুমতি। নির্মলকান্তি বললে।

কিরীটী সেই রাত্রে হোটেলে নিজের ঘরে বসে প্রধানের দেওয়া সকালের জবানবন্দীর কাগজগুলো নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা একটির পর একটি প্রশ্ন করে মিঃ প্রধান জবানবন্দী তৈরি করেছেন প্রত্যেকের সরোজনলিনীদেবী, নির্মলকান্তি, নির্মলকান্তির স্ত্রী সঞ্চারিণী, মানবাহাদুর, কাঞ্চা, মানবাহাদুরের স্ত্রী, এবং সর্বশেষে অনুপমবাবু, কর্ণেল ঘোষ—

কর্ণেল ঘোষের জবানবন্দী।

প্রশ্ন : গতরাত্রে পার্টিটা যখন হঠাৎ গোলমাল হয়ে ভেঙে গেল, তখন আপনি কি করলেন?

বড্ড ক্লান্ত বোধ করছিলাম, সোজা চলে যাই শোবার ঘরে।

তারপর?

বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে জল দিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ি

শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েননি?

না, শোওয়ার অনেকক্ষণ পরও জেগেই ছিলাম।

ঐ সময়ের মধ্যে কোন গুলির আওয়াজ পেয়েছিলেন?

না-না।

ঠিক করে মনে করে দেখুন?

ঠিক মনে আছে—

সে রাত্রে শোবার পর আপনার ঘরে কেউ এসেছিল?

না।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার আগে আর ঘর থেকে বের হয়নি

বের হয়েছিলাম একবার—

তখন রাত কত আপনার মনে আছে ?

আছে—সিঁড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজল।

বের হয়েছিলেন কেন ?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে।

ঘর থেকে বের হয়ে কাউকে দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ—

কাকে ?

ঠিক চিনতে পারিনি পিছন থেকে।

সে পুরুষ না নারী ?

নারী—সে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সঞ্চারিণী দেবী কি ?

বলতে পারব না, বললাম তো পিছন থেকে তাকে চিনতে পারিনি সে কে ?

নির্মলকান্তি চৌধুরী।

প্রশ্ন : কর্ণেল ঘোষ আপনার পূর্ব পরিচিত ?

হ্যাঁ। দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু !

আপনি নিশ্চয়ই জানতেন বহু দিন আগে কর্ণেল ঘোষের স্ত্রী একটা এ্যাকসিডেন্টে মারা যান ?

জানি।

কেমন করে জানলেন ?

তখন আমি বিলেতে—ও একটা চিঠিতে সংবাদটা আমাকে জানিয়েছিল।

এই আট বছর পরে বন্ধুকে দেখে আপনার কি মনে হল ?

দেখলাম একটুও বদলায়নি ও।

দীর্ঘ দিন তো আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয়—মানুষটা কেমন বলে আপনার ধারণা ?

পুরোপুরি নর্মাল নয় ও কোন দিনই। এবারে এসে দেখলাম যেন

আগের চাইতেও বেশীও এ্যাকসেনট্রিক। আব একটা কথা বোধ হয় আপনাকে জানানো প্রয়োজন।

কি বলুন—

আমার মনে হয় আমাদের এভাবে এখানে আমন্ত্রণ করে আনার মধ্যে ওর কোন মতলব ছিল।

মতলব ?

হ্যাঁ—মনে হয় হি হ্যাড সাম প্ল্যান ইন হিজ মাইণ্ড।

কি ধরনের প্ল্যান ?

সেটা বলতে পাবব না। তবে যা মনে হয়েছিল সেটা আপনাকে জানালাম।

মিনতি দেবীর সঙ্গে ও রিলেশানটা কি ধরনের বলে আপনার মনে হয় ?

মিনতিকে বোধ করি ও বিয়ে করবে বলেই এখানে আনিয়ে ছিল।

আপনার বন্ধুর প্রতি মিনতি দেবীর মনের ভাবটা কি রকম বলে আপনার মনে হয় ?

মিনতি ববাবরই অত্যন্ত রিজার্ভ টাইপেব মেয়ে—ওকে কোন দিনই চট্ করে বোঝাবার উপায় ছিল না।

চাকরি ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে থেকে এখানে এসে ছিলেন তো তিনি এতদিন অনুপমবাবুর কাছে।

খুব সম্ভব অনুপমের পরে আউট অফ সিমপ্যাথিই তার একমাত্র কারণ।

অন্য কোন কারণ থাকতে পারে বলে আপনার তাহলে মনে হয় না ?

মিনতি অনুপমকে ভাল করেই চিনত—আমার তো মনে হয় না তাদের মধ্যে প্রেম-ট্রেম ছিল।

কাল রাত্রে ঘরে ঢুকবার পর আর বের হয়েছিলেন ?

না।

আপনার স্ত্রী—

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়েছে কিনা জানি না। সে-ই বলতে পারবে।

কাল রাত্রে কোন চিৎকার বা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন ?

না। এ্যাজ সুন এ্যাজ আই গো টু মাই বেড আই অলওয়েজ স্লিপ্ লাইক এ লগ অফ উড। আমার ঘুম চিরদিনই খুব গাঢ়।

আজ কখন জানতে পারলেন, মিনতি দেবী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন ?

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিনতি না আসায় খোঁজ করতে করতে বাগানের মধ্যে প্যাগোডার সামনে সে মরে পড়ে আছে দেখতে পাই।

কাউকে আপনি সন্দেহ করেন ঐ ব্যাপারে ?

কাকে সন্দেহ করব।

সঞ্চারিণী চৌধুরী / নির্মলকান্তির স্ত্রী।

মিনতি দেবী তো আপনার সহোদরা বোন ছিলেন ?

হ্যাঁ।

শুনেছিলাম অনুপমবাবুর প্রথমে মিনতি দেবীর সঙ্গেই আলাপ হয়। তারপর আলাপ আপনার সঙ্গে।

হ্যাঁ।

অবশেষে আপনিই বিবাহ করলেন কর্ণেল ঘোষকে ?

হ্যাঁ!

তাতে করে অনুপমবাবুর প্রতি মিনতি দেবীর মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি ?

না। যত দূর জানি সে সানন্দেই আমার হাতে অনুপমবাবুকে তুলে দিয়েছিল।

আট বছর পূর্বে এ্যাক্সিডেন্টে আপনার মৃত্যুর ব্যাপারটা একটা মিথ্যা রটনা মাত্র।

হ্যাঁ, আমি ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলাম। তাই শেষ পর্যন্ত ঐ রাস্তা আমাকে বেছে নিতে হয়েছিল।

এত বছর বাদে আবার এখানে এলেন কেন ? আপনি কি জানতেন না আপনি ধরা পড়ে যাবেন ?

মিনতিকে সাবধান করতেই এসেছিলাম। কিন্তু দেখুন না, কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

কাউকে আপনি ঐ ব্যাপারে সন্দেহ করেন?

মনে হয়—এ অনুপমেরই কাজ।

কিন্তু কেন? অনুপমবাবু ওকে হত্যা করতে যাবেন কেন? হত্যার তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। এ ক্ষেত্রে কর্ণেল ঘোষের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিনতি দেবীকে হত্যা করবার।

পাছে মিনতি সব কিছু জানবার পর ওকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তাতে তার সত্যকার চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

শুধু মাত্র ঐ কারণে একজন ভদ্রলোক একজনকে হত্যা করবেন। বিশেষ করে এক রমণীকে—

ঐ কর্ণেল ঘোষ যে কি চরিত্রের লোক—মিঃ প্রধান, আপনি জানেন না, জানা থাকলে ঐ কথা বলতেন না।

আজ না হয় কর্ণেল ঘোষ আপনার কেউ নন, কি কিন্তু একদিন তো উনি আপনার স্বামী ছিলেন।

সেটা যে আমার জীবনের কত বড় একটা অভিশাপ আমিই তা জানি।

তাহলে আপনার ধারণা, অনুপমবাবুই গত রাত্রে মিনতি দেবীকে গুলি করে হত্যা করেছেন?

হতে পারে। বিচিত্র নয়।

কাঞ্চা।

প্রশ্ন: এ বাড়িতে তুই কত দিন কাজ করছিল?

কাঞ্চার জবাব: তা প্রায় দেড় বৎসর তো হবেই।

কর্ণেল সাহেব কি রকম লোক?

সাহেবের মত দয়ালু মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি।

এখানে তুই থাকিস কোথায়?

সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে, দুটো ঘর আছে, একটা ঘরে মান বাহাদুর আর তার জেনানা থাকে, অন্যটায় আমি।

বাগানের মধ্যে যে প্যাগোডা আছে তার খুব কাছেই তো সার্ভেন্টস কোয়ার্টার?

হাঁ।

কাল রাত্রে কোন গুলির শব্দ বা মানুষের চিৎকার শুনেছিলি?

না। বহুত দারু পিয়েছিলাম, বহুত ঘুমিয়েছি।

দারু কোথায় পেলি?

ওয়েটার মোহন সিং একটা বোতল আমাকে দিয়েছিল।

সর্ব শেষে মিঃ প্রধানের মন্তব্য।

একটা ব্যাপার আমার বোধগম্য হচ্ছে না। মিনতি দেবীকে বাড়ির মধ্যেই কোথাও হত্যা করে বয়ে এনে প্যাগোডার সামনে ফেলে রাখা হয়েছিল কি না। নাকি মিনতিকে ঐখানে রাত্রে ডেকে এনে গুলি করা হয়েছিল?

দুই: ঐ লাল রঙের কাশ্মিরী শাল, যেটা মৃতদেহের গায়ের উপরে ছিল, সেটা কি গুলিবিদ্ধ হবার আগেই ওর গায়ে ছিল না পরে কোন কারণে এনে মৃতদেহের ওপরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল? আগেই যদি শালটা গায়ে থাকত তাহলে শালে গুলির চিহ্ন থাকত, কিন্তু কোন রকম চিহ্নই শালে দেখতে পাইনি।

তিন: হত্যাকারী স্বয়ং মিনতি দেবীকে ঐ প্যাগোডার সামনে ডেকে এনে তাকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করেছে, অন্যথায় মিনতি দেবী কারুর আহ্বানে রাত্রে ওখানে এসেছিল কারুর সঙ্গে দেখা করতে আর সেই সময় অতর্কিতে পশ্চাৎ থেকে তাকে গুলি করা হয়েছে। অর্থাৎ হত্যাকারী জানত ঐ সময় মিনতি দেবী কারো সঙ্গে ঐখানে রাত্রে দেখা করতে আসবেন এবং হত্যাকারী সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছে।

চার: মিনতিদেবী কি পূর্বাহ্নে বুঝতে পেরেছিল তাকে কেউ হত্যা করতে পারে—তাই যদি হয় তো তিনি আগে থাকতেই সাবধান হলেন না কেন?

পাঁচ: ঐ নৃশংস হত্যার কি কারণ থাকতে পারে—প্রণয়, প্রতিহিংসা, কোন সঞ্চিত আক্রোশ?

জবানবন্দী ঐখানেই শেষ। পড়া শেষ হয়ে গেলে পাতাগুলো গুছিয়ে ভাঁজ করে রাখল কিরীটী।

নিঃসন্দেহে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ জটিল। মিনতি দেবীকে হত্যাই করা হয়েছে তার মনে হয়। এবং হত্যাকারী আটঘাট বেঁধেই হত্যা করেছে, সমস্ত সন্দেহ থেকে নিজেকে সযত্নে আড়াল করে।

পাঁচ

পরের দিন প্রত্যুষেই কিরীটীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন হোটেলে মিঃ প্রধান।

আসুন মিঃ প্রধান-

পড়লেন জবানবন্দী?

হ্যাঁ। কাল রাত্রেই পড়েছি।

কিছু ভেবেছেন?

সব পড়ে দুটো অসংগতির কথা আমার মনে হচ্ছে—

কি বলুন তো?

ঐ কাশ্মিরী শালটা মৃত মিনতি দেবীর গায়ে কি করে এলো? হত্যাকারী সে রাত্রে মিনতি দেবীকেই হত্যা করতে চেয়েছিল না কি ভুল করে শেষ পর্যন্ত মিনতি দেবীকেই গুলি করে ফেলেছে!

কি বলতে চান আপনি?

গোড়া থেকেই মিনতি দেবীই হয়তো হত্যাকারীর লক্ষ না-ও থাকতে পারে।

কেন—ঐ কথাটা আপনার মনে হচ্ছে কেন?

একটি মাত্র কারণে?

কি কারণ?

মিনতি দেবী তো অনেক দিন ধরেই সুমতি ভিলায় ছিলেন। কেউ

বিশেষ করে তাকেই হত্যা করতে চাইলে তো এই সময়ের মধ্যেই করতে পারত, তার জন্য ঐ বিশেষ রাত ও অত লোকের সমাগম বেছে নেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? অবশ্য এমনও হতে পারে—বিশেষ ঐ রাতটি হত্যাকারী বেছে নিয়েছিল, অন্য কারো ঘাড়ে দোষটা চাপাতে পারবে বলে—

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু তাহলেও এক্ষেত্রে একটা কথা আপনার ভুললে চলবে না মিঃ প্রধান, তার জন্য এই ঘটা করার কোনই প্রয়োজন ছিল না প্রথমত, এবং দ্বিতীয়ত সব পরিচিত জনেদের ডেকে আনারও প্রয়োজন ছিল না। পরিচিত জনদেব কাছে ধরা পড়ারই তো বেশী সম্ভাবনা।

আর দ্বিতীয় অসঙ্গতির কথা কি বলছিলেন? মিঃ প্রধান শুধালেন।

সবাই জানে কর্ণেল ঘোষের প্রথমা স্ত্রী বহু পূর্বে মারা গিয়েছেন—হঠাৎই প্রমাণিত হল ব্যাপারটা তা নয়—তিনি আজও বেঁচে আছেন—কথাটা কি মিনতিদেবীও এতদিন জানতেন না বা তার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি কখনো? আর হঠাৎ সত্য ব্যাপারটা জানতে পারাটাই তার মৃত্যুকে ঐভাবে তরান্বিত কবেনি তো শেষ পর্যন্ত।....মিঃ প্রধান, আপনাকে বর্তমান হত্যা রহস্যের মীমাংসায় পৌঁছতে হলে, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড যে জটটা আছে সেটা আগে খুলতে হবে

জট কোথায়?

সঞ্চারিণী দেবীকে অনুপমবাবু এত বছর পরে দেখেও চিনতে পেরেছিলেন যেমন ঠিক, তেমনি আমার নিশ্চিত ধারণা মিনতিদেবীও তার বোনকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। এমন কথা হচ্ছে দুই বোনেব মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়েছিল কিনা ঐ সম্পর্কে—এবং স্বামী মধ্যে কোন কথা হয়েছিল কিনা?

হওয়াটাই কি সম্ভব নয়?

'সম্ভব' নিয়ে তো কোন কাজ চলতে পারে না মিঃ প্রধান। একটা 'যদি'র ওপরে কোন স্থির সিদ্ধান্তকে গড়ে তোলা যায় না। কনক্লুসানে

পৌঁছাতে হলে একটা ডেফিনিট প্রুফ-এ আপনাদের পৌঁছাতে হবে সর্বাগ্রে।

আপনি ওদের সকলের সঙ্গে একবার কথা বলবেন।

তাহলে তো খুব ভাল হয়, কিন্তু—আমি সেখানে অবাঞ্ছিতও তো হতে পারি, তারা বলতে পারেন কে আপনি? আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে আপনি মাথা গলাতে এসেছেন কেন?

তা কেন? আপনি আমার সঙ্গে যাবেন—পুলিশেরই পরিচয়ে—

যদি কেউ আমাকে চিনে ফেলে।

তা চিনলই বা। ক্ষতি কি—

ক্ষতি আর কিছু নয় মিঃ প্রধান, সুমতি ভিলায় আমার উপস্থিতিটাই ওদের মনে একটা আতঙ্ক জাগাতে পারে।

তা হোক, চলুন আপনি, আজ যাব সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যার পর কিরীটী আর মিঃ প্রধান যখন গিয়ে সুমতি ভিলার সামনে দাঁড়াল, তখন সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার। কেবল পোর্টিকোর কম পাওয়ারের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে। সমস্ত বাড়িটা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন একটা পরিত্যক্ত হানাবাড়ি বলে মনে হয় ওদের।

কলিং বেল বাজাতেই মানবাহাদুর এসে হাজির হল।

কর্ণেল সাহেব আছেন? মিঃ প্রধান জিজ্ঞাসা করেন।

হাঁ, সাব, কর্ণেল সাব আপনা কামরা মে হ্যায়—

আর সকলে?

সব কোই হায় আপনা আপনা কামরা মে—

মানবাহাদুরই মিঃ প্রধান ও কিরীটীকে কর্ণেল ঘোষের সামনে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ওরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

একটা চেয়ারে বসে কর্ণেল ঘোষ একা ড্রিঙ্ক করছিলেন।

সামনে ত্রিপয়ের ওপর হুইস্কির বোতল ও গোটাচারেক সোডার বোতল।. অদূরে দাঁড়িয়ে মানবাহাদুরের যুবতী স্ত্রী এটা ওটা নাড়াচাড়া করছিল।

ওদের পদশব্দে কর্ণেল ঘোষ ফিরে তাকালেন, কে?

আমরা—

মিঃ প্রধান, আসুন। উনি? ওকে তো চিনতে পারলাম না।

উনি মিঃ রায়, কেসের ব্যাপারে কলকাতা থেকে এসেছেন।

আসুন, বসুন। ইঙ্গিতে দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিলেন কর্ণেল ঘোষ ওরা দুজনে বসলেন।

কিরীটী দেখছিল মানবাহাদুরের স্ত্রীকে। যুবতীটির দেহে যৌবন যেন উপচে পড়ছে কানায় কানায়।

চা দিতে বলি? কর্ণেল ঘোষ বললেন।

না, না ব্যস্ত হবেন না—মিঃ প্রধান বললেন।

এই মেয়েটি কে? কিরীটী প্রশ্ন করে কর্ণেল ঘোষকে।

মানবাহাদুরের স্ত্রী।

ও এখানেই থাকে?

হ্যাঁ, বাগানে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে থাকে ওরা।

কত দিন আছে ওরা এখানে?

তা বছর দুইয়ের বেশীই হবে। শ্রীমতী ওদের চা এনে দে—

শ্রীমতী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিঃ প্রধান, নির্মল আর তার স্ত্রী এখানে থাকতে চাইছে না। এখান থেকে যাবার জন্য ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বেশ তো, যাবেন—মিঃ প্রধান জবাব দিলেন।

কাল ওরা যেতে পারেন।

কাল নয় পরশু—বললে কিরীটী।

ঐ সময় নির্মল চৌধুরী ও সঞ্চারিণী ঘরে প্রবেশ করল।

এই যে মিঃ প্রধান, এভাবে এখানে আমাদের আটকে রেখেছেন কেন? মনে হচ্ছে একটা অসহ্য টরচার।

কর্ণেল ঘোষ, আপনাকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করার ছিল। কিরীটীই বললে।

প্রশ্ন! তাকালেন কর্ণেল ঘোষ কিরীটীর মুখের দিকে।

আজ সকালে বাগানে প্যাগোডার সামনে দেবদারু গাছটার নীচে যে পিস্তলটা পাওয়া গিয়েছে—

জানি। শুনেছি। পিস্তলটা আমারই।

কোথায় থাকত আপনার পিস্তলটা?

এই ঘরে ঐ ড্রয়ারের মধ্যে।

আপনার স্ত্রী জানতেন সেটা?

জানত।

শুনলাম আপনার স্ত্রী একবার কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে একজোড়া লাল সোনালী জরির কাজ-করা দামী কাশ্মিরী শাল এনেছিলেন?

হ্যাঁ। একটা সে নিজে রেখেছিল আর অন্যটা মিনতিকে দিয়েছিল।

মিনতি দেবী শালটা নিশ্চয়ই ব্যবহার করতেন?

করত। তবে—বাঙ্গালোর থেকে এখানে আসার পর শালটা ওকে ব্যবহার করতে দেখিনি।

একদিনও না?

দুর্ঘটনা ঘটবার আগের দিন, সন্ধ্যায় দেখেছিলাম শালটা গায়ে দিতে।

পার্টির দিন কি গায়ে দিয়েছিলেন শালটা?

না, দেখিনি। তবে একটা কথা—

বলুন। কিরীটী তাকাল কর্ণেল ঘোষের মুখের দিকে।

সে রাত্রে সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ শুনে আমি ঘর থেকে বের হয়ে নীচে গিয়েছিলাম—শব্দটা কিসের জানবার জন্য—সে সময় নীচের হলঘরে স্ট্যাণ্ডের ওপরে শালটা রয়েছে দেখেছিলাম—

নীচে কাউকে দেখেছিলেন?

না, কিন্তু যখন ওপরে আসছি— একজনকে দেখলাম, নির্মল যে ঘরে ছিল সেই ঘরে দ্রুত চলে গেল।

চিনতে পারেননি মানুষটাকে?

না, ঠিক চিনতে পারিনি। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম —মিঃ প্রধানকে সে-কথা আমি বলেও ছিলাম, তার গায়ে লাল রঙের

শাল ছিল, ঠিক যেমনটি আমার স্ত্রী কাশ্মীর থেকে এনেছিলেন।

তিনি সঞ্চারিণীদেবী নন তো—কারণ তার কাছেই তো অন্য শালটা ছিল—

হতে পারে। তবে মানুষটাকে পিছন থেকে আমি ঠিক চিনে উঠতে পারিনি।

সে পুরুষ না নারী?

তাও বলতে পারব না।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সরোজনলিনীদেবী এসে ঐ ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমার মনে হয় অনুপম, সে সুমতিই—

পিসিমা—

সন্ধ্যায় আমি তাকে শালটা গায়ে দিতে দেখেছি। লক্ষ্য করছি হয়তো তোমরা কেউ, পার্টিতে সুমতির গায়ে শালটা ছিল।

মিঃ চৌধুরী, আপনার স্ত্রীর গায়ে শালটা ছিল কি না আপনি দেখেননি?

না—

আশ্চর্য, লক্ষ্য করেননি! আচ্ছা সঞ্চারিণীদেবী—?

বলুন।

সরোজনলিনীদেবী যা বলছেন তা কি সত্যি?

পিসিমা ঠিকই বলেছেন, কাশ্মীরী শালটা সেদিন আমার গায়ে ছিল। তবে সেটা আমারটা নয়, ওটা মীনুর—সে-ই দিয়েছিল বিকেলের দিকে আমায়—

মিনতি দেবী দিয়েছিল?

হ্যাঁ— শালটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল মীনু।

কেন?

জানি না! বলতে পারব না। সুমতি বলল।

শুনেছি মিনতি দেবী আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ, পেরেছিল।

আপনাকে বলেছিলেন সে কথা তিনি?

হ্যাঁ, বলেছিল।

কি বলেছিলেন ?

দিদি, তাহলে তুই মরিসনি !

কে বললে মরিনি। এ আমার নতুন জন্ম। নতুন করে আমার জন্ম এটা। যে সুমতিকে তোরা জানতিস সে তো কবেই মরে গিয়েছে।

কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল ?

ছিল। তাই মরে আবার নতুন করে জন্মাতে হয়েছে আমাকে। একটা কথা তোর জানা দরকার মিনু- বিয়েব আগে তোকে যখন বলেছিলাম অনুপমকে আমি বিয়ে করছি, তখন যদি একবারও তুই বলতিস ঐ মানুষটার চরিত্র কি ? মানুষটা স্যাডিজ্ম্-এ ভুগছে—এ ধরণের কুৎসিত মানসিক রোগ ওর আছে—

আমি সে কথা কি করে জানব ?

মিথ্যা কথা, তুই জানতিস—আর জেনেও বলিসনি আমাকে সেদিন।

ঐ সময় অনুপম বাধা দিল, তুমি মিথ্যা বলছ সুমতি

মিথ্যা !

হ্যাঁ, এত বড় মিথ্যা আর হতে পারে না—অনুপম দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

মিথ্যা যে আমি বলছি না অনুপমবাবু, তোমার চাইতে আর কে বেশী জানে।

থাক। ও সব কথা মিসেস চৌধুরী, আপনি আমার অন্য একটা কথার জবাব দিন। দুর্ঘটনার রাত্রে পার্টি ভেঙে যাবার পর আপনারা যে যার ঘরে চলে এসেছিলেন। সে রাত্রে আর মিনতি দেবীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি ?

না।

আমি যদি বলি হয়েছিল-

কেন, ও কথা বলছেন—কিসের ওপর ভিত্তি করে ? কোন প্রমাণ আছে কি তার ?

আছে—দেখুন এই রুমালটা—পকেট থেকে কিরীটীরই ইঙ্গিতে একটা সিল্কের রুমাল বের করে—দেখুন রুমালের কোণে আপনার

নামের আদ্যাক্ষর লেখা আছে 'স'—যার অর্থ দুই হতে পারে—সুমতি ও সঞ্চারিণী।

ওটা আমার রুমাল নয়।

তবে এটা কার রুমাল? এই রুমালের গন্ধ আর আপনি সে সেন্ট ব্যবহার করেন--দুটোই এক—শুঁকে দেখুন।

সঞ্চারিণী রুমালটা নাকের কাছে ধরে শুঁকে ফেরৎ দিতে দিতে বলল, এটা থেকেই কি প্রমাণ হয়ে গেল, এ রুমালটা আমার, আর সে রাত্রে আমি বাগানে গিয়েছিলাম—

আরো আছে—

কি?

আপনার ঘরের মধ্যে আপনার ব্যবহৃত যে চপ্পল জোড়া পুলিশ আপনার ঘরটা সার্চ করার সময় গতকাল পেয়েছে সেটা এখন থানায় জমা আছে অন্যতম একজিবিট হিসাবে—তার নীচে কাদা মাটি শুকিয়ে ছিল। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, সে রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, বাগানের মাটি নির্ভুল ভাবে আদালতে প্রমাণ দেবে যে ঐ চপ্পলের অধিকারিণী সে রাত্রে কোন এক সময় বাগানে গিয়েছিলেন—

অল ননসেন্স!

নন্‌সেন্স নয়—ইট্‌স্ আ ফ্যাক্ট! কঠিন রূঢ় প্রমাণসহ সত্য। সে রাত্রে মানবাহাদুরের স্ত্রীও আপনাকে বাগানে দেখেছিল।

হোয়াট!

হ্যাঁ, মানবাহাদুরের স্ত্রী পুলিশকে সে কথা বলেছে।

ওটা তো একটা ক্যারেক্টারলেস—এখানে অনুপমের কেপ্ট হয়ে ছিল।

আপনি কথাটা জানলেন কি করে?

মিত্রই আমাকে বলেছে।

আপনি অনুপমবাবুর চরিত্র সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলেছেন, আপনি বোধ হয় জানেন না, অনুপমবাবুও আপনার চরিত্র সম্পর্কে পুলিশের কাছে কিছু বলেছেন।

কি বলেছে অনুপম?

কথাগুলো শুনতে আপনার ভাল লাগবে না বলেই আমাদের মনে হয়।

শুনি কি সে আমার সম্পর্কে বলেছে—

আপনাকে একটা চামড়ার চাবুক দিয়ে না পেটালে আপনার মধ্যে নাকি সেক্স জাগত না।

তাই বুঝি প্রতি রাত্রে আমাকে চাবুক দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করত অনুপম?

আপনাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কে স্যাডিজমের শিকারী—

সেটা কোন সাইকো এ্যানালিস্ট ছাড়া তো প্রমাণ হবে না। কোন বিশেষজ্ঞই সেটা প্রমাণ করতে পারবেন।

হাউ হরিবল! কি সাংঘাতিক চরিত্রের মানুষটা—

আপনি হয়তো বলবেন ঐ কারণেই আপনি অনুপমবাবুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তার বন্ধুর কাছে—

নিশ্চই—এবারে বললেন নির্মলকান্তি। ওর মুক্তির কোন উপায় না দেখে আমিই ওকে পালাবার পরামর্শ দিয়ে ছিলাম সেদিন—

নির্মলবাবু ভুলে যাবেন না—সেটাও প্রমাণসাপেক্ষ।

প্রমাণ আবার কি? আমিই তো তার সাক্ষী। আদালতে প্রয়োজন হলে আমিই সে কথা বলব নির্মলকান্তি বললেন।

সে তো পরের কথা। আগে আমরা জানতে চাই সে রাত্রে সুমতিদেবী কেন বাগানে গিয়েছিলেন?

মিনতিকে সব কথা বলব বলে।

তাহলে আপনিই মিনতি দেবীকে সে রাত্রে বাগানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, আমরা ধরে নিতে পারি—। কিরীটী শান্ত গলায় বলল।

হ্যাঁ, আমিই মিনতিকে বলেছিলাম রাত্রে বাগানে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

যাক, সে রাত্রে বাগানে যাবার কারণটা জানা গেল। এবার বলুন দেবল বর্মার সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ সুমতি দেবী।

অনেক দিনের। এখানে আসার পরই তার সঙ্গে অনুপম আমার আলাপ করিয়ে দেয়।

কিরীটী মিঃ প্রধানের দিকে তাকিয়ে বললে, দেবল বর্মা পাশের ঘরেই আছেন। তাকে এ ঘরে ডেকে আনুন।

মিঃ প্রধান দেবল বর্মাকে ডেকে আনলেন।

এই যে আসুন মিঃ বর্মা, সুমতি দেবীকে আপনি কত দিন চেনেন?

অনেক দিন। দেবল বর্মা বললেন।

আপনি মিঃ প্রধানকে বলেছেন, সুমতিদেবী মাঝে মধ্যে আপনার কার্ট হিল রোডের বাড়িতে যেতেন।

হ্যাঁ। অনেক দিন সন্ধ্যায় গিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত কাটিয়ে আসত আমার বাড়িতে সুমতি।

ইউ ড্যাম লায়ার! চিৎকার করে ওঠে সুমতি।

ভুলে যেও না সুমতি, সে রাত্রে আমিই তোমাকে আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম এবং পরের দিন নুন ফ্লাইটে তোমাকে প্লেনে তুলে দিই বাগডোগরা থেকে। আর তার সাক্ষী আমার ড্রাইভার। আমার কথার মধ্যে যে এতটুকুও মিথ্যা নেই সেটা প্রমাণ করতে আমার কোনই অসুবিধা হবে না মিসেস চৌধুরী।

কিরীটী লক্ষ্য করল সঞ্চারিণীর মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা হতাশার ভাব স্পষ্ট।

মিঃ রায়—সঞ্চারিণী তাকাল এবারে কিরীটীর মুখের দিকে।—আপনাদের কি তাহলে ধারণা, আমিই সে রাত্রে আমার নিজের মায়ের পেটের বোনকে হত্যা করেছি?

না। আমাদের ধারণা, সে রাত্রে মিনতিদেবীর হত্যাকারীকে দূর থেকে দেখলেও আপনি চিনতে পেরেছিলেন।

না। আমি কাউকে মিনতিকে হত্যা করতে দেখিনি আর দেখে চিনতে পারলে নিশ্চয়ই নামটা বলে দিতাম।

এবারে বলুন, সে রাত্রে মিনতিদেবীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে কি কথা হয়েছিল?

সবে কথা বলতে শুরু করেছিলাম, ঠিক সেই সময় সে একটা অস্ফুট চিৎকার করে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল গুলিবিদ্ধ হয়ে।

গুলির শব্দটা তাহলে আপনি শুনেছিলেন?

শুনেছিলাম।

আর একটা কথা, তাকে যাতে রাতের অন্ধকারেও চিনতে পারেন, তাই কি তাকে লাল শালটা গায়ে জড়িয়ে যেতে বলেছিলেন আপনি?

না। সে রকম কিছুই আমি তাকে বলিনি। তাকে দেখলেই আমি চিনতে পারব, তা সে যত অন্ধকারই থাকুক না কেন।

শুনেছি ঠিক একই ধবনের আর একটি শাল আপনার ছিল, কারণ আপনি কাশ্মীর থেকে একই ধরনের একই রঙের দুটো শাল এনেছিলেন। এবং একটা নিজে রেখে অন্যটা মিনতিকে দিয়েছিলেন।

কথাটা আপনি ঠিকই শুনেছেন মিঃ রায়। কিন্তু আমারটা অনেক দিন আগেই চুরি হয়ে গিয়েছিল, অনুপম সে কথা জানে। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

কিন্তু আমরা একই ডিজাইনের দেখতে অবিকল একই রকমের দুটো শাল পেয়েছি।

কোথায় পেলেন?

একটা মিনতিদেবার ডেডবডির ওপরে চাপা দেওয়া ছিল আর ঠিক একই ধরণের একটি শাল বাগানে প্যাগোডার পিছনে ইউক্যালিপ-টাস গাছটার গোড়ায় পড়ে ছিল। মিঃ প্রধান, আপনার প্যাকেটটা খুলে শালটা ওকে দেখান তো, দেখুন ওটাই ওর চুরি যাওয়া শাল কিনা?

মিঃ প্রধানের হাতে একটা কাগজের প্যাকেট ছিল, সেটা খুলে একটা লাল সোনালি জরির কাজ করা কাশ্মীরি শাল বের করলেন।

দেখুন মিসেস চৌধুরী, ওটা আপনারই সেই চুরি যাওয়া শালটা কিনা। শালটার এক কোণে ইংরেজীতে 'এস' লেখা আছে, দেখুন, হ্যাভ এ লুক—

সুমতি যেন কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই শালটা হাতে নিল। নেড়ে-চেড়ে বললে, হ্যাঁ, এটা আমারই সেই চুরি যাওয়া শালটা মনে হচ্ছে—

মনে হচ্ছে নয়, সেটাই। তাহলে সত্যি সত্যিই আপনার শালটা চুরি যায়নি?

আমি জানি চুরি গিয়েছিল।

অনুপমবাবু, উনি যা বলছেন তা কি সত্যি?

অনুপম এতক্ষণ নির্বাক হয়ে সুমতি ও কিরীটীর প্রশ্নোত্তর শুনছিল।

এবারে বললে, হ্যাঁ—

আমাদের ধারণা কিন্তু একমাত্র আপনিই সে কথাটা বলতেপারেন। শালটা যে চুরি যায়নি এবং কোথায় ছিল সেটা আপনি জানতেন, ইফ আই এ্যাম নট রং।

কি বলতে চান মিঃ রায়?

আপনি জানতেন সুমতিদেবা মিনতিদেবাকে সে রাত্রে কেন এক সময়ে বিশেষ কারণে বাগানে প্যাগোডার সামনে শালটা গায়ে দিয়ে যেতে বলেছিলেন।

আমি সে কথা কেমন করে জানব?

হয় আপনি ওদের কথা ওভারহিয়ার করেছিলেন না হয় মিনতিদেবাই কথাটা আপনাকে বলেছিলেন কোন এক সময়। বলুন, কোন্‌টা সত্য?

কোনটাই সত্য নয়। আপনাদের ধারণাটাই ভুল।

ভুল নয়। সে রাত্রে বাগানে প্যাগোডাব সামনে আরো কি ঘটেছিল, তাও আপনি জানেন। এবং সে সব কথা এখনো গোপন করে রেখেছেন।

আমি যা জানি সব বলেছি, কিছু গোপন করিনি।

না। বলেননি, প্রথমত সে রাত্রে আপনিও বাগানে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে ছিল আপনার পিস্তলটা—এবং আপনি একটা ফায়ারও করেছিলেন পিস্তল থেকে—দূরে গীর্জার ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজছিল। হত্যাকারী বা আততায়ী, এবং আপনি—দুজনেই সম্ভবত একই সময় ফায়ার করেন, বলুন, কথাটা—মানে অনুমানটা কি আমার মিথ্যা?

অনুপম একেবারে নির্বাক। নিস্পন্দ। যেন পাথর।

অনুপমবাবু, দুর্ভাগ্যই আপনার বলব, নচেৎ ঠিক এ সময় আমি কিরীটী রায়, বিশেষ করে এই ডিসেম্বরের শীতে এখানে আসব কেন! আপনাদের সেদিনকার সকলের জবানবন্দী পড়ে, তারপর আমারই পরামর্শে মিঃ প্রধান পরের দিন আপনাদেব সকলের সঙ্গে পৃথক ভাবে দেখা করে যেটুকু সংগ্রহ কবেছিলেন সে-সব শুনেই আমি আজকের প্ল্যান কবি। আমি জানি সে রাত্রে মিনতিদেবীকে কে গুলি করে হত্যা কবেছে।

নির্মল চৌধুরী বললেন, আপনি জানেন মিঃ রায়—কে সে রাত্রে মিনতিকে গুলি কবে হত্যা করেছে?

জানি। বললাম তো একটু আগে।

কে—? প্রায় একই সঙ্গে অনুপম, নির্মলকান্তি এবং সরোজনলিনী-দেবী প্রশ্ন করে উঠলেন।

আগামীকাল ঠিক রাত বারোটায় হত্যাকারী কে জানতে পারবেন আপনারা। অবিশ্যি এখানে এই মুহূর্তে যাবা উপস্থিত আছেন তাদেব মধ্যেই একজন—এটুকুই বলে গেলাম। আজ রাত অনেক হয়েছে, এবারে আমি হোটেলে ফিবে যাব। গুড নাইট এভরিবডি। চলুন মিঃ প্রধান, লেটস্ গো।

কিরীটী আর মিঃ প্রধান ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

·

অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ কবে পিসিমা মানবাহাদুরকে ডেকে সকলের ডিনাব দিতে বলল।

মানবাহাদুর টেবিল সাজাবার পব একে একে সকলে এসে ডিনার টেবিলের চারপাশে বসল। ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটা ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজতে শুরু করল। সবাই যেন শেষ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কেমন চমকে ওঠে।

সকলেরই মনে পড়ে যায়, কিছুক্ষণ পূর্বে কিরীটী যে কথাটা বলে গেল— আগামীকাল ঠিক রাত বারোটায় আসামী কে জানতে পারবেন আপনারা।

অর্থাৎ আর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে।

উঃ, কি মর্মান্তিক দুঃসহ এক পীড়ন। আরো চব্বিশ ঘণ্টা প্রত্যেককে এই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে সরোজনলিনীদেবী বললেন, না না, এ অসহ্য। অসহ্য এ যন্ত্রণা। অনুপম আমরা জানতে চাই, এখুনি এই মুহূর্তে—কে আমাদের মধ্যে—কে সে রাত্রে মিনতিকে হত্যা করেছি? বল, বল, চুপ করে থেকো না—যে-ই মীনুকে হত্যা করে থাক, স্বীকার কর, কনফেস। চেয়ে দেখ ঐ ফটোটার দিকে—চেয়ে দেখ, দেওয়ালে টাঙানো ঐ যে মিনতির এনলার্জ ফটোটা, ওর চোখের দিকে—ও জানতে চাইছে কে—আমাদের মধ্যে কে সে রাত্রে ওকে গুলি করেছিলাম?

জানি না, জানি না পিসিমা। বিশ্বাস কর পিসিমা, আমি, আমি মিনতিকে গুলি করিনি—চাপা যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ করে উঠল হঠাৎ সঞ্চারিণী।

সঞ্চারিণীর পরেই নির্মলকান্তি শান্ত ধীর গলায় বলে উঠল, আমিও না। পিসিমা, আমিও মীনুকে হত্যা করিনি।

তবে কে? কে হত্যা করল তাকে? সরোজনলিনী আবার বলে ওঠেন, মিনতি-মীনু, তুই তো জানিস মা, কে তোকে হত্যা করেছে। তুই-ই বলে দে মা, কে আমাদের মধ্যে গুলি করেছিল সে রাত্রে তোকে।

ছবি তো কথা বলতে পারে না। ফটোর মিনতির দুটি চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কেবল একভাবে।

বাইরে বোধ হয় আবারও আজ রাত্রে বৃষ্টি নামল।

সেই সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটা এসে ডাইনিং রুমের দরজার কপাট দুটো সশব্দে খুলে দিয়ে গেল।

ঘরের কোণে ফায়ার প্লেসের আগুন জ্বলছিল ধিকি ধিকি, সেই উষ্ণ আবহাওয়াতেও সকলেই যেন কেঁপে উঠল।

অকস্মাৎ একটা ঝনঝন কাচ ভাঙার শব্দে সকলে চমকে ওঠে। মিনতির ফটোটা দড়ি ছিঁড়ে—ফটোর কাচটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে কার্পেটে ছড়িয়ে পড়ল।

আপাদমস্তক কালো সিল্কের বোরখায় আবৃত এক নারী ঐ কক্ষে

এসে প্রবেশ করল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। সকলেই আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে, কে! কে!

একটা চাপা নারী কণ্ঠ শোনা গেল, আমি মিনতি।

সঞ্চারিণী চেঁচিয়ে ওঠে, মীনু—মিনতি—তুই—

সরোজনলিনী দেবী বললেন, মীনু, তাহলে তুই মরিসনি!

আগাগোড়া ঐ মুহূর্তের সমস্ত ব্যাপারটা সত্য হতে পারে কিনা কারো একটিবারও সন্দেহ হয় না! চোখের সামনে যা দেখছে সেটাই মনে হয় সত্যি।

বোরখায় আবৃতা নারী এবারে বলে, পূর্বের মত চাপা অস্পষ্ট কণ্ঠে, নির্মল, কি দেখছ আমার দিকে চেয়ে অমন করে—মনে পড়ছে নিশ্চয়ই —তোমারই পরামর্শে সুমতি মিনতিকে অনুরোধ করেছিল সে রাত্রে লাল শালটা গায়ে প্যাগোডার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে।

নির্মলকান্তি চিৎকার করে উঠল যেন পাগলের মতই, হু! হু আর ইউ! কে—কে তুমি?

আমি মিনতি—।

নির্মল চকিতে পকেট থেকে পিস্তল বের করে চিৎকার করে ওঠে, না, না, তুমি মিনতি নও, সা ইজ ডেড।

ঠিক সেই মুহূর্তে কিরীটী আর মিঃ প্রধান এসে ঐ ঘরে ঢুকলেন।

পিস্তলটা নামান মিঃ চৌধুরা। আপনি ঠিকই বলেছেন। মিনতি মারা গিয়েছে। ও মিনতি নয়, মানবাহাদুরের স্ত্রী, আমাদেরই পরামর্শ মত ও এখানে ঢুকেছে।

সরোজনলিনী বললেন, মিঃ রায় আপনি!

হ্যাঁ, পিসিমা, সব কিছু প্ল্যান করে আমি আর মিঃ প্রধান বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম, কেননা আমি জানতাম—আমি চলে যাবার পর আপনারা প্রত্যেকেই আজ রাত্রেই জানবার চেষ্টা করবেন, কে মিনতি দেবীর হত্যাকারী, আমার অনুমান যে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা হয়নি, সেটাই প্রমাণিত হল। ঐ নির্মল বাবুই সে রাত্রে সুমতিকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কেন! অনুপম শুধাল।

সুমতিকে আশ্রয় দিয়ে ঠিক আপনার মতই আপনার বন্ধুও সুমতি দেবীর বিকৃত সেক্সের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হি ওয়াজ ডিটারমাইণ্ড টু গেট রিড অফ হার অ্যাট এনি কস্ট। এবং উনি প্ল্যান করেছিলেন এখানেই কাজটা শেষ করবেন, আর তাই আপনার চিঠি ও কেব্‌ল পেয়ে কোন দ্বিধা না, করেই এখানে চলে এসেছিলেন সুমতি দেবীকে সঙ্গে নিয়ে--কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর—সুমতি দেবী ব্যাপারটা জানতে না পারলেও অনুপমবাবু একটা কিছু ঘটতে পারে বলে অনুমান করেছিলেন।

কিন্তু—কিরীটী বলতে লাগল, সুমতির প্রতি অনুপমবাবুর ভালবাসার মধ্যে এতটুকু খাদ ছিল না, সত্যিই অনুপমবাবু সুমতি দেবীকে ভালবাসেন। দুর্ভাগ্য সুমতি দেবীর সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। সুমতি দেবী হয়তো কিছু বলছিলেন অনুপমবাবুকে, হয়তো, তিনিও নির্মলবাবুর মনের ভাবটা কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন।

হ্যাঁ, করেছিলাম—অনুপম বললে, সুমতি আমার কাছে, কাঁদতে কাঁদতে সব কিছু বলেছিল। আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল। বলেছিল আর সে ফিরে যাবে না, এখানেই থাকবে। তাকে যেন আমি বাঁচাই।

আপনি তখন সেই চেষ্টাই করেছিলেন কর্ণেল ঘোষ, তাই না? কিরীটী বলে।

হ্যাঁ, সুমতি সব কথা আমাকে বলায় আমি মান বাহাদুরের স্ত্রীর গায়ে লাল কাশ্মীরী শালটা জড়িয়ে রাত সাড়ে এগারোটায় বাগানে প্যাগোডার সামনে যেতে বলি।

আপনিও তাহলে ঐ সময় বাগানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণেল ঘোষ—কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, আমি স্থির করেছিলাম নির্মল যে মুহূর্তে গুলি চালাবে আমিও নির্মলকে লক্ষ্য করে গুলি করব। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল—অনুপম বললে, মিনতি যে শেষ পর্যন্ত ঐ রাত্রে শাল গায়ে বাগানে যাবে বুঝতে পারিনি। নির্মল মিনতিকে গুলি করল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। নির্মলের গুলি মিস করল আর আমার

গুলিটাই মিনতির পৃষ্ঠদেশকে বিদ্ধ করল—কারণ মিনতি তখন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। মিঃ রায়, আই ডিড—আমিই হত্যা করেছি মিনতিকে। আমি ধরা দিচ্ছি, আমাকে গ্রেপ্তার করুন মিঃ প্রধান—

কিরীটী বললে, সত্যিই ট্র্যাজেডি অফ এররস্। সামান্য একটু ভুলের কি মর্মান্তিক পরিণতি।

ঘরের সকলে স্তব্ধ—অনড়। কারো মুখে কথা নেই।

বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি ঝরে। বিদ্যুৎ চমকাল একবার আকাশে —তার চোখ ঝলসানো আলোয় ঘরটা মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল—দেখা গেল সেই আলোয় অনুপম দাঁড়িয়ে আছে তখনও অবনত মুখে।

চলুন মিঃ প্রধান—কিরীটী বলল।

কিন্তু কর্ণেল ঘোষ—

উনি এখানেই থাকুন। চেয়ে দেখুন ওর মুখের দিকে—যার চোখকে কেউ কোন দিন ফাঁকি দিতে পারে না তারই দেওয়া চরম শাস্তি উনি পেয়েছেন।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন কর্ণেল ঘোষ। উন্মাদের মত। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

চাঁপার গন্ধ

রাত তখনও শেষ হতে বাকী আছে। বাইরে আবছা আবছা একটা অন্ধকার।

টেলিফোনের শব্দে কিরীটীর ঘুমটা ভেঙে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই বাজছিল ফোনটা। অলস শিথিল হাতটা বাড়িয়ে রিসিভারটা কোনমতে তুলে নিল।

হ্যালো।

কিরীটীবাবু আছেন।

কে কথা বলছেন?

আমি সন্দীপ রায়—ম্যানডিভিলা গার্ডেন থেকে বলছি·· নম্বর বাড়ি।

কে সন্দীপ রায়?

আপনি আমাকে চিনবেন না মিঃ রায়—কারণ আপনার সঙ্গে আমার কোন পূর্ব পরিচয় নেই, আপনি কি মিঃ রায়—মানে কিরীটী রায়।

হ্যাঁ, বলুন।

আমার ব্যক্তিগত একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে—আপনার পরামর্শ ও উপদেশ আমার প্রয়োজন। ফিসের জন্য ভাববেন না।

কি হয়েছে?

ফোনে বলতে পারছি না—সম্ভব নয়—যদি দয়া করে একবার আসেন এখুনি।

থানায় ফোন করুন।

করেছি—এখনও তারা আসেনি—আর আসলেও তারা ব্যাপারটার কোন সুরাহা করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না—আপনি যদি দয়া করে একবার আসেন, আমি বড় বিপদে পড়েছি মিঃ রায়।

টেবিলের উপর রক্ষিত ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল কিরীটী। গ্রীষ্মের রাত্রি শেষ, এখনও আলো ফোটেনি ভাল করে। সাড়ে পাঁচটা।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে, কে গো, এত সকালে কার সঙ্গে কথা বলছ?

কে এক সন্দীপ রায়।

কি হয়েছে?

ভদ্রলোকের বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে, যার জন্য আমার পরামর্শ চান।

এখনি যাবে নাকি?

না—চা খেয়ে যাব—কিরীটী বললে।

কৃষ্ণা উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে ইলেকট্রিক স্টোভে জল চাপিয়ে দিল।

বেরুতে বেরুতে প্রায় সোয়া ছটা হয়ে গেল।

গড়িয়াহাট থেকে ম্যানডিভিলা গার্ডেন বেশি দূর নয়।

ম্যানডিভিলা গার্ডেনের—নম্বর বাড়িটা খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

গেটের পাশেই বাড়ির নম্বর ও বাড়ির মালিকের নাম—সন্দীপ রায় ই বাজী হরফে লেখা।

লোহার গেট পার হয়ে সে দোতলা বাড়িটা দেখলেই বোঝা যাবে যার বাড়ি—অর্থাৎ সন্দীপ রায়—লোকটি কেবল ধনীই নয়, লোকটার রুচি আছে।

পোর্টিকোর নীচে একটি ঝকঝকে সাদা রংয়ের ফিয়াট দেখা যাচ্ছে।

কিরীটীর ড্রাইভার হর্ন দিতেই একজন নেপালী দারোয়ান এসে গেটটা খুলে দিল। কিরীটীর গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করল।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটী—পুলিশ—পুলিশ অফিসার বা পুলিসের জীপ দেখতে পেল না।

থানা থেকে তাহলে কেউ এখনও আসেনি। কিরীটী গাড়ি থেকে নামবার আগেই পোর্টিকোতে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। পরনে রাতের পোষাক তখনও—

পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন—মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশান, রুক্ষ এলোমেলো।

চোখে সৌখীন সোনার ফ্রেমে চশমা।

মিঃ রায়—ভদ্রলোক কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলল।

হ্যাঁ।

আমি সন্দীপ রায় আসুন।

পুলিস এখনও আসেনি।

না।

দুজনে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল কাচের দরজা ঠেলে। দরজায় ডোর ক্লোজার লাগান।

ড্রয়িং রুমটি বেশ বড় আকারের—সোফা সেটে সাজান।

কিরীটী সন্দীপ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হয়েছে মিঃ রায়।

মনে হচ্ছে ভদ্রলোক ইতঃস্তত করেন, কেমন যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত।

আপনি উপরে চলুন দয়া করে একবার মিঃ রায়।

উপরে।

হ্যাঁ—প্লিজ চলুন।

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

কাল রাত্রে আমাদের ম্যারেজ এ্যানিভারসারি ছিল। প্রতি বছরই ম্যারেজ এ্যানিভারসারি করি আমরা। কাল সেই বিবাহ বার্ষিকী ছিল আমাদের, রাত্রে দু'চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে খেতে বলেছিলাম।

তারপর।

রাত এগারটায় পার্টি শেষ হবার পর একে একে বন্ধুরা ও তাদের স্ত্রীরা বিদায় নিলেন। আমার স্ত্রী ললিতা ওপরে চলে গেল। আমার অফিসের কয়েকটা জরুরী কাজ ছিল। নিচের পাশের ঘরটাই আমার অফিস রুম। ওই ঘরে গিয়ে ঢুকি, ঘণ্টাখানেক পরে ওপরে গেলাম। রাত তখন সাড়ে বারটা ভদ্রলোক থামলেন।

বলুন।

উপরে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি—

কি !

আমার স্ত্রী ললিতা কাল রাত্রের সেই দামী বেনারসী পরনে—একটা ডিভানের উপরে বসে আছে ! তার মাথাটা বুকের পরে ঝুলে পড়েছে কাছে গিয়ে ডাকতেই বুঝলাম—শী ইজ নো মোর - ললিতা বেঁচে নেই। মারা গেছেন।

হ্যাঁ, শিওর ডেড।

সন্দীপবাবু, আপনি কাল রাত্রে শেষ জীবিত আপনার স্ত্রীকে কখন দেখেছিলেন ?

আমাব স্ত্রী ললিতার কাল শরীরটা একটু খারাপই ছিল। তা সত্ত্বেও অতিথিদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করেছিলেন, রাত সাড়ে দশটার পবে কি পৌনে এগারটা নাগাদ আব যখন মাত্র আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমিতাভ ও তার স্ত্রী ছিল, ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপরে চলে যায়—ঐ শেষ ললিতাকে আমি জীবিত দেখি। তারপর রাত বারোটা নাগাদ উপরে এসে—দেখছেন তো এই অবস্থায় দেখি—

সন্দীপ বায়ের কথা শেষ হল, একজন ভৃত্য এসে ঘরেব বাইরে দাঁড়িয়ে বললে, থানা থেকে দাবোগাবাবু এসেছেন।

উপরে এই ঘরে পাঠিয়ে দে।

ভৃত্য চলে গেল।

সন্দীপবাবু আপনাব বাড়িতে আপনাবা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কজন লোক আছে ?

আমাদেব কোন ইশু নেই, তাই বছর পাঁচেক হল আমার দিদির এক ছেলে বাদলকে এখানে এনে রেখেছি। সে এখানেই থাকে। বি. এস. সি পড়ে, প্রেসিডেনসিতে।

আছে সে ?

না। দিন পাঁচেক হল আমার দিদির অসুখের সংবাদ পেয়ে তার মাকে দেখতে বালুরঘাট গিয়েছে।

আর চাকর-বাকর।

দুজন চাকর—নিতাই, নিরঞ্জন। ঝি বসুধা, ঠাকুর মিছিরলাল, ড্রাইভার ভবেশ মহাপাত্র।

বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

থানার ও-সি নির্মল লাহিড়ী ও তুজন কনেস্টবল এসে ঘরে ঢুকল।

আমি যাদবপুর থানা থেকে আসছি—নির্মল লাহিড়ী, মিঃ রায় আপনি।

নির্মল লাহিড়ীর সঙ্গে কিরীটীর পূর্ব পরিচয় ছিল। কিরীটীকে চিনতে পেরেই সে সম্বোধন করল।

কিরীটী মৃতু হেসে বললে, সন্দীপবাবু আমাকে ভোরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ফোনে।

ব্যাপারটা কি?

সন্দীপবাবুর স্ত্রী—ঐযে ওকে কাল রাত বারটায় ঐভাবে মৃত অবস্থায় কাল—

রাত বারটায় জানা গেছে উনি মৃত!

হ্যাঁ।

কোনও ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল?

না। সন্দীপবাবু বললেন, ললিতা যে মারা গিয়েছে বুঝতেই পেরেছিলাম ওকে দেখেই, তাই আর ডাক্তার ডাকিনি।

আপনি দেখেই বুঝেছিলেন উনি মারা গেছেন?

হ্যাঁ, ভেবেছি—

কি। থামলেন কেন বলুন।

আগেও ললিতার তুটো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভেবেছিলাম শী ডায়েড অফ অ্যানাদার শক্। তাছাড়া ওর মুখ ও হাত একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তবু, শেষপর্যন্ত আমি থানায় আপনাদের ফোন করি।

কেন ফোন করেছিলেন থানায়? নির্মল লাহিড়ী শুধান।

বুঝতেই পারছেন আমার স্ত্রী, ওর মৃত্যুটা কেমন একটু অস্বাভাবিকই লেগেছিল আমার কাছে, হঠাৎ ঐভাবে কেন মারা গেল ললিতা।

কিরীটী সন্দীপ রায়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শুনছিল। গলার স্বর কোনরকম কম্পন বা উত্তেজনা নেই।

বেশ শান্ত, ধীর কথা বলার ভঙ্গি। ঠিক এমনি কণ্ঠস্বরই শুনেছিল আজ ফোনে শেষ রাত্রে।

তাহলে সন্দীপবাবু, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুটা স্বাভাবিক একটা আকস্মিক স্ট্রোক বলেই মনে হয়।

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি হতে পারে।—আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না অফিসার।

তাই যদি হয়ে থাকে তো, ময়না তদন্তেই সেটা জানা যাবে। কিরীটী বললে।

সন্দীপ রায় কোন জবাব দিলেন না কিরীটীর কথার।

আবার কিছুক্ষণ পরে অফিসার বললেন, সন্দীপবাবু, আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কি জানতে চান বলুন।

ধরুন যদি আপনার স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু না হয়ে, কোনরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুই হয়ে থাকে—

অস্বাভাবিক মৃত্যু—

হ্যাঁ, সেদিকটাও ভাবতে হবে বৈকি। কেউ গত রাত্রে আপনি যখন নীচে ছিলেন আপনার স্ত্রী একা এই ঘরের মধ্যে ছিলেন, তাকে হত্যাও তো করে থাকতে পারে।

হত্যা! কি বলছেন আপনি অফিসার! কেউ ললিতাকে হত্যা করতে যাবে কেন?

করতেও তো পারে।

না না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

ধরুন যদি তাই হয়ে থাকে, কাউকে আপনি সন্দেহ করেন কি?

আমি ভাবতেই পারছি না কথাটা—তা সন্দেহ কি করব।

কারও কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তো হত্যা করতে পারে।

না না—অ্যাবসার্ড! অসম্ভব। সন্দীপ রায় বললেন।

কিরীটী এবার বললে, আপনি তা[illegible]কে সন্দেহ করেন না?

না।

ঠিক আছে নির্মলবাবু, আপাততঃ তাহলে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠান।

কিরীটী অতঃপর বিদায় নিল।

॥ দুই ॥

ঐ দিনই রাত্রে কিরীটী থানা অফিসার নির্মল লাহিড়ীকে ফোন করল।

নির্মলবাবু, আজকের ব্যাপারটা আমার কিন্তু গোলমেলে মনে হচ্ছে।

আমারও তাই ।নে হয় মিঃ রায়। দেখা

রিপোর্ট কি আ

একটা কাজ করতে পারবেন নির্মলবা‌টনার দিন ইঞ্জেকশন নিতে

কি বলুন? মধ্যে থাকায়।

গতরাত্রে সন্দীপবা নি?

যারা আমন্ত্রিত হয়ে

পারবেন সন্দীপ আরও আপনাকে জানতে হবে মিঃ লাহিড়ী।

জানতে হবে।

কেন স্বামী-স্ত্রী সন্দীপবাবু ও ললিতাদেবীর মধ্যে সম্পর্ক কি সন্দেহ ক

টি।

সংবাদ আমি নিয়েছি মিঃ রায়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে খুব ভার ভালবাসা ছিল। সন্তান না হওয়ার জন্য সন্দীপবাবুর মনে কোন দুঃখ না থাকলেও ললিতাদেবীর মনের মধ্যে একটা গভীর দুঃখ ছিল। যে কারণে ললিতাদেবী নাকি মধ্যে মধ্যে বলতেন আমি মরে গেলে তুমি আবার বিবাহ কর। আরও একটা কথা নাকি ইদানীং প্রায়ই ললিতা-দেবী তার স্বামীকে বলতেন, আমি আর বেশিদিন নেই—মানে তিনি শিগ্‌গিরী মারা যাবেন এমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার মনে।

নাম ঠিকানাগুলো। বেশ গুছিয়ে শেষোক্ত রিপোর্টটা দিয়েছেন নির্মল লাহিড়ী।

চারজোড়া স্বামী-স্ত্রী।

একজন অকৃতদার।

(ক) বিজয় সামন্ত ও তার স্ত্রী মণিমালা। ঐ স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সন্দীপ রায়ের আলাপ দীর্ঘ দিনের। বিজয় সামন্ত একসময় সন্দীপ রায়ের কলেজের সহপাঠী ছিলেন। বিজয় সামন্তর মস্ত বড় অডিট ফার্ম আছে।

(খ), প্রফুল্ল রায় ও তার স্ত্রী নীলা রায়। প্রফুল্ল রায় ও তার স্ত্রী দুজনাই অধ্যাপনা করেন। এক সময় শ্যামবাজারে পাশাপাশি বাস করার জন্য ওদের মধ্যে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তাও বছর

কি জানতে চান সন্দীপ রায় ম্যানডিভিলা গার্ডেনে বাড়ি করে চলে

ধরুন যদি আপনার স্ত্রী

অস্বাভাবিক মৃত্যুই হয়ে থাকে-র স্ত্রী সুধা। রমেন মল্লিক ব্যবসায়ী—

অস্বাভাবিক মৃত্যু— রীতিমত একজন ধনী ব্যবসায়ী।

হ্যাঁ, সেদিকটাও ভাবতে হবে বৈকি। কে

যখন নীচে ছিলেন আপনার স্ত্রী একা এই ঘরের ইত্যিক। আর স্ত্রী হত্যাও তো করে থাকতে পারে।

হত্যা! কি বলছেন আপনি অফিসার। কেউ কন্ট্রাক্টর। করতে যাবে কেন? লোক,

করতেও তো পারে। বাড়ি,

না না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

ধরুন যদি তাই হয়ে থাকে, কাউকে আপনি সন্দেহ করেন কি?

আমি ভাবতেই পারছি না কথাটা—তা সন্দেহ কি করব।

কারও কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তো হত্যা করতে পারে।

না না—অ্যাবসার্ড! অসম্ভব। সন্দীপ রায় বললেন।

কিরীটী এবার বললে, আপনি তা কে সন্দেহ করেন না।

না।

ঐ ব্যাপার নিয়েই পরের দিন কিরীটীর সঙ্গে থানা অফিসার নির্মল লাহিড়ীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

ব্যাপারটা তাহলে দেখা যাচ্ছে হার্ট এ্যাটাক নয়—কিরীটী বললে।

না, মনে হচ্ছে খুন। ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

সন্দীপবাবুকে ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা জানিয়েছেন মিঃ লাহিড়ী।

না, তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা পাবার পর আমি সন্দীপ লাহিড়ীকে কিছু প্রশ্ন করবার জন্য দেখা করে ছিলাম।

কিছু নতুন কোন তথ্য পেলেন?

পেয়েছি।

কি?

ভদ্রমহিলার হাইপার টেনশন ছিল এবং সঙ্গে ডায়াবিটিস-ব্লাড সুগার এক সময় উঠেছিল '৮০-তে, সেই থেকে নিয়মিত প্রত্যহ ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতেন।

ডাক্তার এসে দিত ইনসুলিন?

না, নিজে নিজেই নিতেন—তবে ঐ দুর্ঘটনার দিন ইঞ্জেকশন নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকায়।

আর কোন প্রশ্ন করেননি?

না।

কয়েকটা সংবাদ আরও আপনাকে জানতে হবে মিঃ লাহিড়ী।

বলুন, কি জানতে হবে।

ওদের, স্বামী-স্ত্রী সন্দীপবাবু ও ললিতাদেবীর মধ্যে সম্পর্ক কি রকম ছিল।

সে সংবাদ আমি নিয়েছি মিঃ রায়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে খুব গভীর ভালবাসা ছিল। সন্তান না হওয়ার জন্য সন্দীপবাবুর মনে কোন দুঃখ না থাকলেও ললিতাদেবীর মনের মধ্যে একটা গভীর দুঃখ ছিল। যে কারণে ললিতাদেবী নাকি মধ্যে মধ্যে বলতেন আমি মরে গেলে তুমি আবার বিবাহ কর। আরও একটা কথা নাকি ইদানীং প্রায়ই ললিতাদেবী তার স্বামীকে বলতেন, আমি আর বেশিদিন নেই—মানে তিনি শিগ্‌গিরী মারা যাবেন এমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার মনে।

তাই নাকি।

হ্যাঁ।

ভাল কথা তার যে ভাগ্নেটি বালুরঘাট গিয়েছিল সে ফিরেছে।

সন্দীপ রায়ের ভাগ্নে বাদলবাবুও সন্দীপ বাবুর কাছ থেকে ট্রাংকল পেয়ে পরের দিনই সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। মানে মৃত্যুর পরের দিন সন্ধ্যায়।

বাদলবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেননি?

না, সে ত ঘটনার সময় স্পটেই ছিল না।

তাহলেও তার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে মিঃ লাহিড়ী—আরও একটা ব্যাপার আমাদের জানতে হবে।

কি বলুন তো।

সে রাত্রে অতিথিরা কখন কে এসেছিলেন, কখন কে চলে যান এবং তাদের উপস্থিতির মধ্যে কিছু সে রাত্রে ঘটেছিল কিনা—সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত।

হ্যাঁ, ভাল কথা মিঃ রায় সন্দীপবাবুর বন্ধুদের প্রত্যেকের ঠিকানা আমি জেনে এসেছি ঐ দিনই সন্দীপবাবুর কাছ থেকে।

ভাল করেছেন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে—ওরা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন ললিতাদেবীর সে রাত্রে মৃত্যুর কথা।

হ্যাঁ ওরা জানেন। সন্দীপবাবুই সকলকে জানিয়েছেন সেই রাত্রেই হঠাৎ হার্টফেল করে ললিতাদেবীর মৃত্যু হয়েছে।

একটা কাজ করুন—ওদের সকলকে একদিন থানায় ডেকে আনুন।

ডেকে আনব।

হ্যাঁ, ওদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা জেনেছেন তা সত্য নয়—সন্দীপ রায়ের স্ত্রী ললিতাদেবীর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, তাকে হত্যা করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে- -

বেশ যা বলছেন তাই করব— তাহলে আপনি জানিয়ে দিতে চান যে ললিতাদেবীকে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যাঁ।

নির্মল লাহিড়ী কিরীটীর কথা মত দুর্ঘটনার রাত্রে সন্দীপ রায়ের বিবাহ-বার্ষিকীর পার্টিতে যারা যারা উপস্থিত ছিলেন সকলকেই এক এক করে জানিয়ে দিলেন ললিতাদেবী সে রাত্রে খুন হয়েছেন এবং এও ঐ সঙ্গে জানিয়ে দিলেন থানায় প্রত্যেককে রিপোর্ট করবার জন্য—সেখানে তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ললিতাদেবী সম্পর্কে।

॥ তিন ॥

প্রথমে এলেন প্রফুল্ল রায়—তার স্ত্রী নীলা রায় অসুস্থ বলে আসতে পারেননি। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে ললিতাদেবীর ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়েছিল। এবং তার মৃত্যুব ব্যাপারটা বড় রহস্যজনক এবং পুলিস মনে করছে মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়—তাকে হত্যা করা হয়েছে।

বেলা তখন দশটা হবে। থানায় বড়বাবুর ঘবে মিঃ লাহিড়ী ও কিরীটী পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে ছিল। প্রফুল্ল রায় একটা চেয়ারে মুখোমুখি বসেছিল।

মিঃ লাহিড়ী সংবাদপত্রে দেখলাম ললিতাদেবীর ব্যাপারটা ছাপা হয়েছে।

লাহিড়ী বললেন, হ্যাঁ, পুলিসই ঐ সংবাদটা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিয়েছে।

হৃ্যটা অস্বাভাবিক বলছেন কেন, আমি জানি ওর আগেও দুটো অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল।

হত্যাকারী, আমাদের ধারণা ঐটাই কাজে লাগিয়েছে, মিঃ লাহিড়ী বললেন।

আপনাদের তাহলে ধারণা মিসেস রায়কে সত্যি সত্যিই হত্যা করা হয়েছে?

হ্যাঁ প্রফুল্লবাবু, এবারে কথা বললে কিরীটী, হত্যাই নয় কেবল—সুপরিকল্পিত ভাবেই তাকে সে রাত্রে হত্যা করা হয়েছে এবং সেটা প্রি-প্ল্যাণ্ড—

কি বলছেন কিরীটীবাবু, ললিতাদেবীকে হত্যা করবে কে? আর কেনই বা হত্যা করবে। আমি ত ভাবতেই পারছি না, প্রফুল্ল রায় বললেন।

কে হত্যা করেছে তাকে সে রাত্রে সেটা প্রকাশ হবেই, অন্ততঃ কিরীটীবাবু যখন এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন।

কিরীটীবাবু—

সন্দীপবাবুই কিরীটীবাবুকে ফোনে ডেকে সাহায্য চেয়েছিলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ আর উনিই বলেন, ললিতাদেবীর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়, ময়নাতদন্তেও সেটা প্রমাণিত হয়েছে—তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষের ক্রিয়াতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

বলেন কি বিষ?

হ্যাঁ, তীব্র বিষ।

কখন, কিভাবে তাকে সে বিষ দেওয়া হল! প্রফুল্ল রায়ের সবিস্ময় প্রশ্ন।

প্রফুল্লবাবু, কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে।

সে রাত্রে কখন আপনারা সন্দীপবাবুর গৃহে গিয়েছিলেন এবং কতক্ষণ ছিলেন?

সন্ধ্যার পরেই, এই সাড়ে ছটা হবে, চলে আসি সাড়ে দশটার কিছু পরে।

সে রাত্রে আপনাদের সেখানে যাওয়া থেকে চলে আসা ও যা ঘটেছিল সব বলুন?

ঘটবে আর কি, একটা ঘরোয়া পার্টি, ললিতাদেবী খুব ভাল গান করেন—তার গান কিছু অল্প-স্বল্প সকলে মিলে—তারপর বুফেডিনারের ব্যবস্থা ছিল। খাওয়া-দাওয়া করা হয়, এবং চলে আসি এবে আমরা।

আপনার যতক্ষণ ছিলেন ললিতাদেবীও নিশ্চয়ই ছিলেন?

ছিলেন, অন্ততঃ আমরা যখন চলে আসি, আমি আর নীলা তিনি ছিলেন।

তার কথাবার্তা বা ব্যবহারে—

একেবারে নর্মাল মনে হয়েছে।

আচ্ছা ওদের সঙ্গে ত আপনাদের অনেক দিনের পরিচয় ?

হঁ্যা।

ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল ?

খুব ভাল।

কোন মনোমালিন্য কখনো হয়নি ?

না, অন্ততঃ হলেও আমার জানা নেই। শুনিওনি কখনো কিছু।

আচ্ছা ওদের কোন ইস্যু ত ছিল না, সে জন্য ওদের স্বামী-স্ত্রীর মনের মধ্যে কোন দুঃখ ছিল না।

না, বরং ও ব্যাপাবে দুজনেই যেন খুশি ছিলেন এবং কতদিন ওদের বলতে শুনেছি বিরাট একটা ঝামেলা দায়িত্ব থেকে দুজনই মুক্তি পেয়েছেন, ভগবানের দয়ায়।

ওদের একটি ভাগ্নে ওদেরই কাছে থাকে না ?

হঁ্যা, ইদানীং তা প্রায় বছব তিনেক হবে একটি সন্তান না থাকায় ওরা দুজনেই যেন অসহায় বোধ করছিলেন, তাই ওদের ভাগ্নে বাদলকে এনে ওদের কাছেই রাখেন। বাদলকে ওরা স্বামী-স্ত্রী খুব ভালবাসতেন, বাদলও ওদের খুব ভালবাসে।

বাদল ছেলেটি কেমন ?

বিনয়ী, নম্র ও কর্তব্যপরায়ণ।

আচ্ছা প্রফুল্লবাবু, ললিতাদেবী হাইপার টেনশনে ভুগছিলেন শুনেছি।

ব্লাডপ্রেসারও বেশি ছিল, ডায়াবিটিসও ছিল, গত দু'তিন বছর থেকেই দুটো মাইলড্ অ্যাটাকও হয়ে গিয়েছিল, ললিতার।

করা আপনি মনে হচ্ছে ওদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ?

হঁ্যা, প্রায় প্রতিদিনই বিশেষ কোন কাজে আটকা না পড়লে সুপর্যায় সন্দীপের বাড়ি যেতাম, দু'তিন ঘণ্টা আড্ডা দিতাম। কোন প্ল্যাগু-ন রাত্রে ডিনার শেষ করে ফিরতাম।

সন্দীপবাবু ড্রিঙ্ক করতেন।

হ্যাঁ, তবে খুব বেশি নয়, শুধু সন্দীপ কেন, ললিতাও মধ্যে মধ্যে ড্রিঙ্ক করতেন।

আপনি?

আমি ড্রিঙ্ক করি।

আপনারা তিনজনেই ড্রিঙ্ক করতেন?

করতাম। একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করবার আলাদা একটা আনন্দ আছে জানেন ত।

ঠিক আছে প্রফুল্লবাবু, আবার প্রয়োজন হলে কিন্তু আপনাকে এখানে ডেকে পাঠাব।

নিশ্চয়ই পাঠাবেন, আসব।

প্রফুল্ল রায় ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর ঘরে এলেন বিজয় সামন্ত ও মণিমালা, স্বামী-স্ত্রী। মণিমালা তার স্বামীকে একা পুলিসের সামনে আসতে দেয়নি।

লাহিড়ী বললেন, বসুন, আপনাদের কষ্ট দেবার জন্য দুঃখিত।

কথা বললেন মণিমালাই, আপনাদের কি করে ধারণা হল যে ললিতাকে হত্যা করা হয়েছে?

আমাদের অনুমান তাই, লাহিড়ী বললেন শান্ত গলায়।

অনুমান, হঠাৎ অমন অনুমান কেন করলেন?

হঠাৎ কেন করব, ময়নাতদন্তের রিপোর্টই বলছে মৃত্যুর কারণ, তিনি নিশ্চয়ই সুইসাইড করেননি।

না, না অমন সুখী দম্পতি আত্মহত্যা করতে যাবে কেন।

তাই যদি না হয়ও, নিশ্চয়ই কেউ তাকে খুন করেছে, বিষ দিয়ে।

কে করবে তাকে খুন?

তার স্বামীও ত করতে পারেন, সন্দীপ রায় আপনার বন্ধু।

কি বলছেন মিঃ লাহিড়ী, সন্দীপ ললিতাকে খুন করেছে—শুধু অ্যাবসার্ড নয়, অসম্ভব!

এ দুনিয়ায় কি না সম্ভব, আর কি না সম্ভব নয়, ভাবতে পারবেন না, মিঃ সামন্ত।

কিন্তু—

যাক সে কথা, কিছু প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই সন্দীপ রায় ও ললিতাদেবী সম্পর্কে।

কি জানতে চান বলুন।

সেদিন কখন আপনারা গিয়েছিলেন, কখন চলে আসেন?

লাহিড়ীর প্রশ্নের জবাব দিল মণিমালা সামন্ত, বিজয় সামন্তর স্ত্রী। আমরা পৌনে আটটায় গিয়েছিলাম রাত এগারোটায় চলে আসি।

আপনাদের সঙ্গে ত ওদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল?

হ্যাঁ, অনেক দিনের আলাপ পরিচয় ত, তাছাড়া আমরাও প্রায়ই ওদের বাড়িতে যেতাম, ওরাও আসতেন প্রায়ই, ফোন আমরা পরস্পর মধ্যে মধ্যে কবতাম।

আচ্ছা সেদিন ললিতাদেবী কতক্ষণ ছিলেন, আপনাদের সঙ্গে?

সর্বক্ষণই।

একবারও ঘরের বাইরে যাননি?

বোধ হয় না, আমার যতদূর মনে আছে ললিতা ঘরের বাইরে একবারও যায়নি।

আগাগোড়াই কথা বলে চলছিল মণিমালা সামন্ত, বিজয় সামন্তর স্ত্রী।

ললিতাদেবীর হাই ব্লাডপ্রেসাব ছিল, ডায়াবিটিস ছিল, জানেন নিশ্চয়ই মিসেস সামন্ত?

জানি বৈকি।

ডায়াবিটিসের জন্য উনি নিয়মিত ইনসুলিন নিতেন জানেন?

জানব না কেন জানি। কতদিনই ত তাকে নিজে নিজেই ইঞ্জেকশান নিতে দেখেছি ইনসুলিন। শরীরেই ও নিজে নিজে ইনসুলিন ইঞ্জেকশান নেয়।

প্রত্যহই নিতেন ইঞ্জেকশান! কিরীটী শুধায়।

হ্যাঁ রোজ ইঞ্জেকশান নিত ললিতা, ওর শোবার ঘরেই ইনসুলিনের ফাইল ও সিরিঞ্জ স্পিরিট ছোট একটা ত্রিপয়ের পরে রাখাই থাকত।

আর একটা কথা মিসেস সামন্ত, সন্দীপবাবু ঘরের বাইরে যান কি?

হ্যাঁ, বারতিনেক গিয়েছিল, আমার যতদূর মনে পড়ছে, জবাব দিল এবারে বিজয় সামন্ত।

আচ্ছা ধন্যবাদ, আপনাদেব হয়তো মধ্যে মধ্যে আমাদেব প্রয়োজন হতে পাবে ঐ হত্যাব অনুসন্ধানের ব্যাপাবে।

নিশ্চয়ই যখন বলবেন—ইউ আব অলওয়েজ ওয়েলকাম।

বিজয় সামন্ত ও মণিমালা সামন্ত অতঃপব বিদায় নিল।

এবাবে তৃতীয় ব্যক্তি এলেন, সব্যসাচী চৌধুবী, বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার, বর্তমানে বিবাট একটা কনসট্রাকশন কোম্পানিব ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

বয়স ভদ্রলোকেব খুব বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ থেমে চল্লিশেব মধ্যেই হবে। যাকে বলে বীতিমত সুশ্রী চেহাবা—দেহেব গঠনটাও সুন্দর, পরনে দামী এ্যাসকালাবের স্যুট, মুখেব 'পরে সরু গোঁফেব বেখা, ব্যাকব্রাশ কবা মাথাব চুল, চোখে সোনাব দামী ফ্রেমে চশমা। মুখে দামী পাইপ, নিজেই একটা চেয়াব টেনে বসলেন।

ইয়েস! হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইয়ু জেণ্টেলম্যান।

॥ চার ॥

কিরীটী সব্যসাচী চৌধুবীর ঘরে ঢোকাব সঙ্গে সঙ্গেই তার দিকে তাকিয়েছিল এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল আগন্তুককে।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরটি বেশ ভরাট।

আপনার নাম সব্যসাচী চৌধুরী—কিরীটীই প্রথমে কথা বললে।

ইয়েস।

আপনার কনসট্রাকশন বিজনেস আছে।

ইয়েস চৌধুরী এণ্ড চ্যাটার্জী প্রাঃ লিঃ, পার্ক স্ট্রীটে

আপনার অফিস ঐ খানেই।

হ্যাঁ, অবিশ্যি বাড়িতে একটা চেম্বার আছে, এই ম্যানডিভিলা

গার্ডেনে—সন্দীপ রায়ের বাড়ির খুব কাছাকাছি তিনখানা বাড়ির পরই। পাঁচতলা ফ্ল্যাট সিসটেমের ম্যানসন।

আপনার ম্যানসনের কোন নাম নেই।

আছে—'ললিত-লবঙ্গলতা' আমার ম্যানসনের নাম। আমি ঐ ম্যানসনের সম্পূর্ণ দোতলাটা নিয়ে থাকি। বাকী একতলা-তিনতলা-চারতলা-পাঁচতলা ফ্ল্যাট সিসটেমে ভাড়া দেওয়া আছে। মোট বারটা ফ্ল্যাট।

কথাগুলো কোন প্রশ্ন করবার আগেই গড় গড় করে বলে গেলেন সব্যসাচী চৌধুরী, কণ্ঠস্বরেব মধ্যে বেশ একটা ভ্যানিটিব সুব।

আপনি তাহলে একজন বিরাট ব্যক্তি দেখছি।

না না; যৎ সামান্য, ঐ যা বললাম আমি একজন সেলফ মেড ম্যান। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে রুড়কী থেকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা শুরু করি। আই ওয়াজ ওনলি ২৯ এ্যাট দ্যাট টাইম নাউ আই এ্যাম ফোরটি দেয়ার।

যথেষ্ট করেছেন, এ সাকসেসফুল পারসন মশাই আপনি।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—কিরীটী প্রশ্নটা করল।

নিশ্চয়ই কি জানতে চান বলুন।

সে রাত্রে মানে সন্দীপবাবুর বিবাহ বার্ষিকীর উৎসবে আপনি বিজয় সামন্ত ও তাঁর স্ত্রী মণিমালা, রাঘব মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী সুধা দেবী, প্রফুল্ল রায় ও তাঁর স্ত্রী লীলা বায়, প্রতুল সাহা ও তাঁর স্ত্রী সঞ্চিতা সাহা, ছাড়া আর কেউ ছিলেন।

নাত।

অমিতাভবাবু ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন না।

সব্যসাচী চৌধুরী এবারে হেসে ফেললেন।

হাসছেন যে।

ঐ নামটা কোথায় কার কাছে শুনলেন।

সন্দীপবাবুর মুখেই শুনেছি।

হ্যাঁ ছিলেন।

ছিলেন।

হ্যাঁ, আমাদের বন্ধু প্রতুল সাহারই পেন নেম অমিতাভ।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, ঐ নামই প্রতুল সাহা লেখেন কাগজে। অমিতাভ নামটা তাই হয়তো শুনেছেন সন্দীপের কাছে—সন্দীপ বরাবরই প্রতুলকে অমিতাভ নামে ডাকে, তাই হয়তো ঐ নামটা আপনাকে সে বলেছিল। আসলে কি জানেন মিঃ রায়, সন্দীপের স্ত্রী ললিতা কখনও ঐ প্রতুল নামটা পছন্দ করত না। তাছাড়া ললিতা ছিল অমিতাভর প্রচণ্ড ফ্যান।

ফ্যান।

হ্যাঁ, আরও একটা কথা আপনাকে বলি, প্রতুলেব সঙ্গে কলেজ লাইফেই সন্দীপের সঙ্গে আলাপ। সেই সূত্রে সন্দীপ প্রায়ই প্রতুলের বাড়িতে যেত। একসময় সন্দীপেব স্ত্রী ললিতাব সঙ্গে প্রতুলের শুনেছি নাকি খুব ঘনিষ্ঠতাও ছিল। ওরা নাকি পরস্পবকে ভালও বাসত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত!

কি বলুন!

ললিতার সঙ্গে সন্দীপেব বিবাহ হল।

এ কথা আপনি জানলেন কি করে।

প্রতুলের মুখেই শুনেছি।

সন্দীপবাবু তাদের মানে প্রতুল ও ললিতা দেবীর পূর্ব ঘনিষ্ঠতার কথা আপনাকে কখনও বলেননি।

না। আমার কি মনে হয় জানেন কিরীটীবাবু।

কি।

ললিতা পবেও মানে বিবাহের পরও প্রতুলকে ভুলতে পারেনি।

কি করে বুঝলেন।

তা কি আর বোঝা যায় না। কথাবার্তা থেকেই অনেক সময় সে ধরনের ভালবাসার ব্যাপারটা ধরা পড়ে।

আপনার সঙ্গেও বোধহয় প্রতুল ও সন্দীপবাবুব খুব ভাব ছিল।

আমিও তো ওদের খুব পবিচিত ছিলাম একসময়। পরবর্তীকালে সে ঘনিষ্ঠতা আবও বৃদ্ধি পেয়েছিল অবিশ্যি।

তাহলে সেই স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকেই আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল।

না আরও ছিল।

স্কটিশে যখন আই. এস. সি পড়ি—তখন বাদুড় বাগানে একটা সাহিত্যিক আসর ছিল, নাম তার 'সন্ধ্যা বাসর' ওখানে আমাদের মানে আমার সন্দীপ প্রতুল ও ললিতার নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হত। প্রতি শনিবারে শনিবারে আসর বসত। প্রতুলই অবিশ্যি ছিল প্রধান উদ্যোক্তা এবং সব চাইতে বেশি উৎসাহী সভ্য।

তাহলে দীর্ঘ দিনের আলাপ আপনাদের পরস্পরের মধ্যে।

তা বলতে পারেন—অবিশ্যি পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য রুড়কীতে চলে যাবার পর কয়েক বছর বড় একটা আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হত না। কিছু দিন ছেদ পড়েছিল বলতে পারেন। তারপর কলকাতায় ফিরে আসার পর যখন বিজনেস স্টার্ট করি সন্দীপ ও ললিতার তখন বিবাহ হয়ে গিয়েছে—নতুন করে আবার আমাদের মেলামেশা শুরু হয়।

সন্দীপবাবু কিসের বিজনেস করেন।

কাঠের ব্যবসা আছে ওর।

খুব লাভবান ব্যবসা বোধহয়।

তা সে রীতিমত লাভবান ব্যবসাই বলতে পারেন, বিরাট কারবার —বছরে দেড় দুই কোটি টাকার লেন দেন।

মিঃ চৌধুরী।

বলুন।

আপনি আজ পর্যন্ত বিবাহ করেন নি।

না।

কেন?

হয়ে ওঠেনি আর কি।

এমন নয় ত যে আপনি কাউকে ভালবাসতেন তাকে না পাওয়ায় বিবাহের ব্যাপারটা আপনার জীবনে ঘটে ওঠেনি।

না না—সে রকম কিছু নয় মিঃ রায়।

কিন্তু আপনার কথাবার্তার মধ্যে মনে হচ্ছে যেন একটা না পাওয়ার বেদনা রয়ে গিয়েছে।

না। সেটা আপনাব ভুল।

ভুল।

তাই।

আচ্ছা মিঃ চৌধুবী—

বলুন।

ললিতাদেবীকে দেখলাম অসাধাবণ সুন্দবী ছিলেন।

তা ঠিক বলতে পারেন শি ওয়াজ এ বিউটি কুইন। দু-দুবার বিউটি কনটেস্টে সে প্রথম হয়েছিল।

আপনাব সঙ্গে—মানে যদি কিছু না মনে কবেন এবং অন্য ভাবে না নেন ত একটা প্রশ্ন ছিল আমার।

কি।

মনে মনে আপনি ললিতাকে ভালবাসতেন—তাই না।

না। অকস্মাৎ কিবীটীব মনে হল যেন সব্যসাচী চৌধুরীর গলায় স্বরটা পাল্টে গেল। বললেন, না—বরং বলতে পারেন কিছুটা তাকে আমি ঘৃণাই কবতাম। ঘৃণা করতেন।

হ্যাঁ।

কেন।

এ জীবনে মানে ললিতা একটু—

কি থামলেন কেন, বলুন।

না থাক। শি ইজ ডেড নাউ। মবে গিয়েছে যে তাব কথা আর না বলাই ভাল। ক্ষমা কববেন আমাকে মিঃ রায়।

খুব আঘাত পেয়েছেন তার মৃত্যুতে মনে হচ্ছে আপনি—

না।

আঘাত পান নি তাব মৃত্যুতে। বিশেষ করে ললিতা দেবী নিহত হওয়ায়।

সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায় শি ডিসার্ভড ইট, আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার।

আরও দুটি প্রশ্ন।

বলুন

এমন কেউ কি ছিল আপনার জানিত—

মানে বলতে চাইছেন তার কোন শত্রু।

হ্যাঁ।

না। সে রকম কাউকে আমি জানি না।

কেউ হয়ত কোন প্রতিশোধ স্পৃহায় তাকে ঐ ভাবে বিষপ্রয়োগে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে।

কি জানি বলতে পারব না।

আচ্ছা আর একটা কথা—আপনি ত ওদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই ওদের সঙ্গে আপনার দেখাশোনা হত। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি রকম সম্পর্ক ছিল।

ভালইতো মনে হয়, ললিতা যা চাইত সবই পেয়েছিল, টাকাকড়ি—মান-সম্মান, পোজিশন।

তা ঠিক। তবুও কিছু অতৃপ্তি কোথায়ও থাকতে পারে।

থাকলেও আমি সেটা কোন দিন জানতে পারিনি।

ধন্যবাদ। আপাততঃ আর কিছু আমার জিজ্ঞাস্য নেই। আপনি যেতে পারেন—তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আপনার সাহায্য নিশ্চয়ই পাব।

নিশ্চয়ই পাবেন। নমস্কার।

সব্যসাচী চৌধুরী অতঃপর গাত্রোত্থান করলেন।

॥ পাঁচ ॥

অতঃপর চতুর্থের ঘরে ডাক পড়লো।

প্রতুল সাহা ও তার স্ত্রী সঞ্চিতা সাহা।

প্রতুল সাহার বয়স হয়েছে, তা প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ ত হবেই। অত্যন্ত রূপবান পুরুষ যেমন গাত্রবর্ণ তেমনি চেহারা সৌষ্ঠভ। লম্বা

চওড়া দেহের গঠন। পরিধান ধুতি পাঞ্জাবী, চোখে সোনার ফ্রেমে সৌখীন চশমা।

গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান, সযত্নরক্ষিত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখের মণি কটা। পিঙ্গল চক্ষু। প্রতুল সাহার স্ত্রী ততটা সুন্দরী নয়—তাহলেও কালোর 'পরে দেখতে খুব খারাপ নয়। কিন্তু প্রসাধনের ব্যাপারে মনে হল কিরীটীর অত্যন্ত সজাগ—সচেতন।

নির্মল লাহিড়ীই বললেন, বসুন প্রতুলবাবু, মিসেস আপনিও বসুন।

স্বামী-স্ত্রীকে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসালাম।

কিরীটী তখনো প্রতুল সাহার মুখেব দিকে চেয়ে আছে। চক্ষু দুটি প্রতুল সাহার যেন সতর্ক শিকারী বেড়ালের মত মধ্যে মধ্যে কিরীটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে

কেন আসতে বলেছিলেন আমাকে, প্রতুল সাহাই প্রশ্নটা করেন।

কথা বললে এবারে কিরীটী। অমিতাভবাবু।

কিরীটীর মনে হল ডাকটা শুনেই যেন প্রতুল সাহা ওর দিকে তাকালেন।

আপনার পেশাটা আমার শোনা—আজই অবিশ্যি—কিরীটী বললে।

আমার বই আপনি পড়েছেন।

পড়েছি, মনে হচ্ছে কয়েকদিন আগেই আপনার লেখা বুভুক্ষা বইটা পড়েছি।

কেমন লাগল।

একটু বেশি যৌনাত্মক।

প্রতুল সাহা হাসলেন। তারপর বললেন, সেক্স বাদ দিয়ে কি নর-নারীর চরিত্র আঁকা যায়। মানুষের জীবনে ওটাও তো প্রেম ভাবে জড়িয়ে থাকে।

তা থাকে—তবে সাহিত্যে তার আবশ্যক প্রকাশ হলে সেটা যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও রুচিবোধকে বেশ কিছুটা পীড়াই দেয়—অবিশ্যি আজকাল কিছু কিছু সাহিত্যিক দেখছি তাদের সাহিত্যে ঐ যৌনতাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

ঐ যে পীড়া দেবার কথা বললেন মিঃ রায়। ওটা সব ক্ষেত্রে হয়তো সত্য। তাই নয় কি?

প্রত্যুত্তরে কিরীটী নিঃশব্দে মৃদু হাসল।

যাক সে কথা, প্রতুল সাহা আবার বললেন, এখানে ডেকে এনেছেন কেন তাই বলুন।

আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, সংবাদপত্রেও পড়েছেন সন্দীপ রায়ের স্ত্রী ললিতাদেবী খুন হয়েছেন।

শুনেছি তবে আপনাদের অনুমান ঠিক নয় বলেই আমার মনে হয়।

কেন?

ললিতা খুন হয়নি—সে আত্মহত্যা করেছে।

আপনার তাই ধারণা।

ধারণাই শুধু নয়—আমার স্থির বিশ্বাস।

কেন স্থির বিশ্বাস বলুন তো।

তার মত সেনটিমেনটাল মেয়ের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। আপনি হয়তো জানেন না কিরীটীবাবু সন্দীপের স্ত্রী ললিতার কিছুটা হিস্টিরিয়া ছিল।

তাই নাকি।

হ্যাঁ, সেনটিমেনটাল মেয়েদের যা স্বভাব হয়ে থাকে। দেখুন নানা বিজ্ঞান বিশেষ করে মেয়ে-পুরুষের ব্যাপারটা আমি খুব ভাল করে স্টাডি করেছি।

সে তো আপনার কথাবার্তা থেকেই কিছুটা বুঝতে পারছি অমিতাভবাবু।

দেখুন মিঃ রায়—সাহিত্যে আমি ঐ নামটা ব্যবহার করলেও ওটা আমি জীবনযাত্রায় ব্যবহার করি না। আপনি আমাকে প্রতুল বলেই সম্বোধন করুন।

কিরীটী আবার মৃদু হাসল।

সন্দীপবাবু ও ললিতাদেবীর সঙ্গে তো আপনার দীর্ঘ দিনের আলাপ।

হ্যাঁ, বলতে পারেন একটা যুগ।

বাদুড় বাগানে সাহিত্যের আড্ডা 'সন্ধ্যায় বাসর'-এ তো আপনাদের এক সময় নিয়মিত আড্ডা বসত—তাই না।

হ্যাঁ। সন্ধ্যা বাসব আমিই প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

সে আসরের মক্ষিরানী ছিলেন নিশ্চয়ই ললিতা।

শি ওয়াজ জাস্ট এ্যান অরডিনারি মেম্বার। সাধারণ এক সভ্যা ছিল মাত্র '

সেদিনেব সেই সম্পর্কই বোধকবি পরবর্তীকালে আপনাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে।

সে সময় কিছুটা গড়ে তুলেছিল ঠিকই—কিন্তু পবে ললিতা যখন সন্দীপকে বিবাহ করল, তারপর বেশ কটা বছব আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎও ছিল না। পত্র বিনিময় পর্যন্ত ছিল না।

নতুন করে আবার ঘনিষ্ঠতা কিভাবে গড়ে উঠল আপনাদের মধ্যে—সেটা কত দিন?

তা ধরুন বছর দুই তো হবেই। ললিতাই এক সময় তাদের ম্যানডিভিলা গার্ডেনের বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। তারপর থেকেই তার ওখানে আবাব যাতায়াত শুরু হয় আমার।

সন্দীপবাবুর সঙ্গে পূর্বে আপনার আলাপ ছিল না?

ছিল। সে তো সন্ধ্যা বাসরে মধ্যে মধ্যে যেত, আমাদেব সন্ধ্যা বাসর সাহিত্য ও সংস্কৃতির আড্ডায়।

'সন্ধ্যা বাসর'-এ সাধারণত কি হত।

স্রেফ আড্ডা ও মধ্যে মধ্যে গান-বাজনা। এবং ললিতাই গান গাইত।

ললিতাদেবী গান গাইতে পারতেন।

চমৎকার গলা ছিল ললিতার তাই তো ওর নাম দিয়েছিলাম অন্নম নাইটিঙ্গেল।

একটা কথায় জবাব দিন মিঃ চৌধুরী—ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল।

দেখুন বন্ধু হলেও সত্য বলব। সন্দীপ চিরদিনই একটু সেলফিশ প্রকৃতির আর সেই কারণেই প্রায়ই ওদের মধ্যে খিটিমিটি বাধত।

তাছাড়া আরও একটা কথা আপনাকে বলি মিঃ রায়। দিন দিন কি জানি ওদের মধ্যে একটা টেনশন চলছিল।

জানেন না তার কারণটা।

না অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির ওরা দুজনেই স্বামী-স্ত্রী। নিজেদের সম্পর্কে কোন কথাই ওরা বড় একটা বলত না।

থ্যাংকস মিঃ চৌধুরী। আর একটা প্রশ্ন।

বলুন।

ধরুন যদি ললিতাকে হত্যা করাই হয়ে থাকে, ঐ ব্যাপারে কাউকে আপনার সন্দেহ হয় না।

না। কাউকে না। এবার কি আমি যেতে পারি।

আসুন, তবে হয়তো ভবিষ্যতে আপনার সাহায্যর প্রয়োজন হতে পারে।

আই এ্যাম অলওয়েজ উইদ ইয়োর সারভিস।

সর্বশেষে প্রতুল সাহা ওরফে অমিতাভ ও তার স্ত্রী বিদায় নেবার পর থানার ও. সি, নির্মল লাহিড়ী কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, যে জন্য ওদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, তার কোন হদিস পেলেন ?

পেয়েছি বৈকি মিঃ লাহিড়ী।

কিন্তু ললিতা দেবীর হত্যার ব্যাপারে ওদের কথাবার্তা থেকে আমিত কিছুই পেলাম না।

ওদের মুখ থেকে যা শুনলেন মনে মনে বিশ্লেষণ করলেই দুটো ব্যাপার কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠবে আপনার কাছে মিঃ লাহিড়ী।

কি বলুন তো ?

প্রথমতঃ ললিতা দেবী আত্মহত্যা করেন নি, শি হ্যাজবিন ব্রুটালি মার্ডারড, তাকে নিষ্ঠুর ভাবেই হত্যা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ সে রাত্রে যারা সন্দীপ রায়ের গৃহে বিবাহবার্ষিকীতে উপস্থিত ছিলেন— তাদের মধ্যেই কেউ ললিতা দেবীকে হত্যা করেছে।

কি বলছেন আপনি !

ঠিকই বলছি—ওদের মধ্যেই কেউ সে রাত্রে ললিতা দেবীকে হত্যা করেছে বিষ প্রয়োগে।

কি ভাবে বিষ প্রয়োগ করালো ?

ইফ আই এ্যাম নট রং—ইনসুলিন ইনজেকশনের মধ্য দিয়েই।

নির্মল লাহিড়ী চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। একটু পরে নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করল কিরীটীই। বললে, দীর্ঘদিনের শোষিত পরাজয়ের গ্লানি হত্যাকারীকে ঐ দিককার সুবর্ণ সুযোগ তার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছিল।

কিসের পরাজয়।

সেটার সন্ধান এখনো পাইনি। তবে আমার কাছে সেটা খুব বেশীদিন ঝাপসা বা অস্পষ্ট থাকবে না। তার আগে আর একটি কাজ আপনাকে করতে হবে।

কি বলুন।

সন্দীপ রায়ের গৃহের দুজন ভৃত্য নিতাই ও নিরঞ্জন। ঝি বসুধা, আর ড্রাইভার ভবেশ সামন্ত এবং ঠাকুর মিহিরলালকে আমি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। কাল পরশু একদিন ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য থানায় এখানে আনতে পারবেন।

কেন পারবো না। খুব পারবো।

তাহলে সেই ব্যবস্থাই করুন, আজ আমি উঠি।

দিন তিনেক বাদে এক দ্বিপ্রহরে নির্মল লাহিড়া—নিতাই, নিরঞ্জন ও বসুধাকে ডাকিয়ে আনালেন থানার গাড়ি পাঠিয়ে একজন কনস্টেবলের সাহায্যে।

প্রথমেই এলো বসুধা।

বসুধার বয়স খুব বেশী নয়। বড়জোড় ত্রিশ বত্রিশ হবে। কালোর ওপরে বেশ আঁটো-সাঁটো দেহের গড়ন। এবং দেখলেই বোঝা যায়, দেহের যৌবনকে সে তার দেহ ভঙ্গিমা ও চোখের চাউনীতে প্রকাশ করে।

কি নাম তোমার মেয়ে। প্রশ্ন করে কিরীটীই।

আজ্ঞে বসুধা দাসী—

কি জাত?

আমরা কায়েত—ভদ্র ঘর—

বাড়ি কোথায়? মানে দেশ।

মেদিনীপুর, ঘাটাল সাবডিভিসন।

তুমি বিবাহিতা?

আজ্ঞে, তবে স্বামী আমার বছর চাবেক হল মারা গেছে।

কতদিন আছো সন্দীপবাবুর বাড়িতে?

এই দুই বৎসর হবে।

কত মাইনে পাও?

দেড়শো টাকা।

অনেক মাইনে পেতে তাহলে।

তা পেতাম। গিন্নীকে সঙ্গ দিতে হত তো। বাবু তো ব্যবসার ব্যাপারে ঘুরে ঘুরে বেড়ান সর্বদা। গিন্নীমা একাই থাকতেন বলতে গেলে।

গিন্নীমা কেমন ছিলেন?

এমনিতে ভাল, তবে ঐ কেমন যেন একটু বোকা বোকা।

বোকা—বোকা মানে?

আজ্ঞে—বোকা ছাড়া আর কি বলব। বাবু অত মদ খান রেস খেলেন, সে ব্যাপারে গিন্নীর কোন নজর ছিল না। একটা ভাল শাড়ি আর দু-একটা গহনা মধ্যে মধ্যে দিলেই গিন্নীমা খুশি থাকতেন।

আর বাবু?

বড্ড সন্দেহবাতিক আছে। তাছাড়া মানুষটা খারাপ নয় এমনিতে।

সন্দেহবাতিক!

হ্যাঁ।

কাকে নিয়ে সন্দেহ?

তার বন্ধুদের নিয়েই গিন্নীমাকে সন্দেহ করতেন।

বিশেষ কোন একজন কি?

তা বলতে পারবোনি গো—

প্রতুলবাবু কি?

কে জানে বাবু—

সব্যসাচীবাবু?

জানিনা। বলতে পারবোনি। অত শত বলতে পারবোনি।

বাবু আর গিন্নীমার মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হত না?

না। তবে মধ্যে মধ্যে কথা কাটাকাটি হত, তার বেশি কিছু নয়।

বসুধা—কিরীটী আবার বসুধাকে সম্বোধন করে।

বলেন আজ্ঞা—

সে রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে? মানে ওদেব বাড়িতে যেদিন খানা-পিনা হচ্ছিল নিচের ঘরে।

সর্বক্ষণ দোবগোড়াতেই ছিলাম, কখন কি প্রয়োজন হয়। বাবুরও তো বসুধাকে না হলে চলে না একদণ্ড।

হুঁ। আচ্ছা, সে রাত্রে তোমাব গিন্নীমা কখন ওপরে যান।

ঠিক মনে নেই বাবু। বোধকবি সাড়ে দশটাব পর, কোন এক সময়।

সে রাত্রে, বেশ ভাল করে মনে করে বল দেখি যারা সে রাত্রে এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ তোমার মা উপরে যাবার পর, তোমার মার ঘরে গিয়েছিলেন কিনা?

না তো।

কেউ যায়নি।

বাবুই একবার বন্ধুবা চলে যাবাব পর উপবে গিয়েছিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার নিচে নেমে এসে অফিসঘরে গিয়ে ঢোকেন।

তোমার গিন্নীমা সে রাত্রে ওপবে যাবার পর একমাত্র তোমার বাবু ছাড়া আর কেউ ওপরে যায়নি? তোমার ঠিক মনে আছে বসুধা?

কেন মনে থাকবেনি, খুব মনে আছে।

আচ্ছা বসুধা তোমার বাবুর ঐ বন্ধুরা, কেউ কখনো, তোমার বাবু যখন বাড়িতে থাকতো না, তোমার গিন্নীমার কাছে আসতো।

তা আসবেনি কেন। আসতো।

কে আসতো ?

কেন ঐ অমিতাভবাবু।

অমিতাভবাবু এখানে আসেন ?

তিনি প্রায়ই আসেন। কতদিন তাকে আসতে দেখেছি। গিন্নীমা বলতেন, অমিতাভ এলে তাকে খবর দিস।

কখন সাধারণত অমিতাভবাবু যেতেন তোমাদের বাড়ি।

বেশীর ভাগই দুপুরবেলা। যখন বাবু বাসায় থাকতনি।

তারপর তুমি খবর দিতে তোমার গিন্নীমাকে অমিতাভবাবু এলে।

হ্যাঁ।

গিন্নীমা কি করতেন ?

অমিতাভবাবু ওপরে গেলে দুজনে বসে বসে গল্প করতেন।

কতক্ষণ ?

তার কি কোন বাঁধাধরা সময় ছিল বাবু, একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা হতোই।

আচ্ছা বসুধা তুমি এবারে যেতে পারো।

ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে কিরীটী আবার এলো থানায়।

নির্মলবাবুই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কি ব্যাপার লাহিড়ী ফোনে তলব কেন ?

ময়নাতদন্তের একটা রিপোর্ট আপনাকে জানানো হয়নি মিঃ রায়।

কি বলুন তো ?

ললিতাদেবী তিন মাস প্রেগন্যাণ্ট ছিলেন।

তাই নাকি ? র‍্যাদার ইণ্টারেস্টিং।

হ্যাঁ।

আমি ত জানতাম ওদের বিবাহ হয়েছে তা প্রায় বারো বছর হবে, ওদের কোন বাচ্চা ছিল না।

ঐ হয়তো প্রথম কনসিভসন—লাহিড়ী বললেন।

একটু খোঁজ নিতে পারবে লাহিড়ী।

কি ?

সন্দীপ রায় ব্যাপারটা জানতেন কিনা।

জানলে কি আর বলতেন না, বোধ হয় জানতেন না।

আমি স্থির নিশ্চিত সন্দীপবাবু ব্যাপারটা জানতেন।

জানতেন বলছেন?

হ্যাঁ।

ওদের কথার মধ্যেই সন্দীপ রায় এসে গেছেন।

সন্দীপবাবু কি খবর। কিরীটীই শুধাল।

আমি কয়েক দিনের জন্য বাইরে যাব, তাই মিঃ লাহিড়ীকে বলতে এলাম উনি ত বলেছিলেন ওকে না জানিয়ে যেন কলকাতার বাইরে যেন না যাই, তাই বলতে এলাম।

কবে যাচ্ছেন—ক'দিনের জন্য যাচ্ছেন?

কাল সন্ধ্যার ফ্লাইট-এ—যাব, দিন কুড়ি পঁচিশের জন্য।

সন্দীপবাবু—কিরীটীই প্রশ্ন করে।

বলুন।

আপনি নিশ্চয় জানতেন আপনার স্ত্রী মৃত্যুর সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন?

জানতাম বৈকি।

জানতেন?

হ্যাঁ।

কথাটা ত সেদিন বলেননি আমাদের।

প্রয়োজন বোধ করিনি তাই বলিনি।

আই সী! আচ্ছা ব্যাপারটা কবে প্রথম জানতে পারেন আপনি?

ওর মৃত্যুর দিন পঁচিশ আগে, আমার এক বিশেষ পরিচিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরই কাছ থেকে।

কি তার নাম?

ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী—তিনি এক সময় বলেছিলেন আমাদের নাকি কোন দিনই সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই, তবুও তিনি আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন, যদি হয় সেই আশায়।

হুঁ। ঠিক আছে আপনি যেতে পারেন।

সন্দীপ রায় চলে গেল।

॥ সাত ॥

পরের দিন সন্ধ্যায় ডাঃ নন্দীর চেম্বার আওয়ার্সের পর কিরীটী ও ডাঃ নন্দী কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম পরীক্ষা করে, সন্দীপ রায়ের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন তিন মাস। বাট আই ওয়াজ র‍্যাদার সারপ্রাইজড!

কেন?

সন্দীপ রায় ইম্পোর্ট্যান্ট ছিলেন। তার সিমেন পরীক্ষা করে ধরা পড়েছিল বেশীরভাগ শুক্রকীটগুলোই ইমোটাইল—তাদের পক্ষে সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব নয়—তাই তাকে ডাঃ ব্যানার্জীর কাছে ট্রিটমেণ্ট নিতে বলেছিলাম, তার চিকিৎসা চলছিল এও শুনেছিলাম, তার মাত্র কিছুদিন পূর্বে চিকিৎসা শুরু হয়েছিল।

সন্দীপ রায় ও তার স্ত্রী মাত্র মাস দুই আগে আমার কাছে এসেছিলেন, ওদের আজ পর্যন্ত কোন ইস্যু হল না বলে। কিন্তু এত সব খোঁজ নিচ্ছেন কেন?

আপনি নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে পড়েছেন, মাত্র কিছুদিন আগে সন্দীপ রায়ের স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

তাই নাকি? আমি যেন শুনেছিলাম ভদ্রমহিলা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

না, শী ওয়াজ ব্রুটালি মার্ডারড—নিষ্ঠুরভাবে বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

বলেন কি?

তাই, এবং ঘটনাচক্রে আমার হাতে কেসটা এসেছে—সেই ইনভেস্টিগেসনের ব্যাপারেই সব খোঁজ-খবর নিচ্ছি।

অতঃপর উঠল কিরীটী।

বাড়ি ফিরে দেখে নির্মল লাহিড়ী তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কি খবর লাহিড়ী।

বাদলবাবু ফিরেছেন।

কে বাদলবাবু?

সন্দীপ রায়ের ভাগ্নে, যিনি তার মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে বালুরঘাটে গিয়েছিলেন, ঐ দুর্ঘটনার মাত্র দুদিন আগে।

তার সঙ্গে কোন কথা হল।

সেই ব্যাপারেই আপনাকে কয়েকটা সংবাদ দিতে এসেছি। বাদলবাবুর মুখে শুনলাম, তার বালুরঘাট যাবার কিছুদিন আগে থাকতেই নাকি ওর মামা-মামীমার সঙ্গে একটা মন কষাকষি চলছিল—প্রায় কথা নেই, বলতে গেলে উভয়ের মধ্যে কথাই বন্ধ ছিল।

কারণটা কিছু বলতে পারল না বাদল?

না।

কিছু অনুমানও করতে পারেনি?

না।

ঠিক আছে, কাল থানায় ডেকে পাঠান বাদলবাবুকে, তার মামা চলে যাবার পর।

বেশ ত।

আর একটা কথা মিঃ লাহিড়ী।

কি বলুন।

অমিতাভবাবুকেও একবার ডেকে পাঠাবেন।

আমিত ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও পর্যন্ত। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন। কে মার্ডার করেছে ললিতা-দেবীকে, আর কখনই বা মার্ডার করল তাকে।

কিছুটা বুঝতে পেরেছি। বহুদিনের লালিত একটা ঘৃণা, হত্যাকারীর মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে ছিল, আমার মনে হয় লাহিড়ী।

ঘৃণা।

হ্যাঁ, সেই পুঞ্জীভূত ঘৃণাই একদিন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

এখনো ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্টই থেকে যাচ্ছে মিঃ রায়।

জানি, কিছু সূত্র হাতে পেয়েছি—যার সাহায্যে এগুতে পেরেছি

মিঃ লাহিড়ী। একটা জায়গায় এসে এমন একটা জট পড়েছে ঐ জটটা না খুললে আর কিছু জানা যাচ্ছে না।

তাহলে।

তাই আবার একবার অমিতাভবাবুকে নেড়েচেড়ে দেখতে চাই, যদি কিছুর হদিশ মেলে। কারণ কাজটা সেখানেই—

ঠিক আছে কাল সন্ধ্যার পর থানায় আসুন, অমিতাভবাবুকে থানায় ডেকে আনাই। লাহিড়ী বললেন।

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু পরে—

রাত প্রায় পৌনে আটটা হবে।

কিরীটী আর নির্মল লাহিড়ী, থানার বড়বাবুর ঘরে বসেছিল, অমিতাভর অপেক্ষায়।

বাইরে নারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ছোড় দিজিয়ে মুঝে বড়বাবু হামকো বোলায়া।

মেহান সিং জেনানা কো অন্দর মে আনেদো, লাহিড়ী বললেন।

প্রতুল সাহার স্ত্রী সঞ্চিতা সাহা এসে ঘরে ঢুকল।

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে একটা চিন্তার ছায়া।

কিরীটী চিনতে পেরেছিল সঞ্চিতা সাহাকে। প্রথমদিন স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা কিন্তু একটা কথাও বলেননি। বরাবর চুপচাপ স্বামীর পাশে বসেছিলেন। মিসেস সাহা, কিরীটী বললে।

হ্যাঁ আমি প্রতুল সাহার স্ত্রী সঞ্চিতা, প্রতুলকে আপনারা ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

বসুন, বসুন।

সঞ্চিতা দেবী একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

আমার স্বামীকে ডেকেছেন কেন আপনারা? সঞ্চিতাই নির্মলকে প্রশ্ন করেন।

তিনি এলেন না যে।

সে কলকাতার বাইরে একটা সাহিত্যসভায় গিয়েছে, বাড়িতে নেই।

কোন আপনিই ধরেছিলেন মিসেস সাহা?

হ্যাঁ।

আপনার স্বামীকে কথাটা বলেননি যে আমি তাকে একটিবার আসতে বলেছি।

না, বলার প্রয়োজন বোধ করিনি, তাছাড়া সে তখন বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই আমিই এলাম।

আপনিই তাই এলেন।

হ্যাঁ, যা জানতে চান আমিই হয়তো বলতে পারব, কি জিজ্ঞাস্য আছে আপনাদের বলুন।

কিরীটী মৃদু হাসল।

মিস্সেস সাহা আপনি এসেছেন একপক্ষে ভালই হয়েছে—কিরীটী বলল, প্রশ্নগুলো আপনাকেই করছি। আপনার স্বামীর সঙ্গে ললিতা-দেবীর দীর্ঘদিনেব পরিচয় ছিল শুনেছি, কথাটা কি ঠিক?

ঠিকই শুনেছেন, আমার সঙ্গে বিবাহের অনেক আগে ললিতার সঙ্গে প্রতুলের আলাপ ছিল।

খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল দুজনের সঙ্গে তাই না?

এক সময় ছিল, আর কিছু জানতে চান।

আপনি বিবাহের কতদিন পরে জানতে পেরেছিলেন ওদের ঘনিষ্ঠতার কথাটা?

বিবাহের আগেই জানতাম, সঞ্চিতা বললেন।

তার মানে আপনাদের বিবাহের আগে থাকতেই প্রতুলবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় ছিল।

ছিল, আমরা পরস্পর পরস্পরকে আগে থাকতেই চিনতাম। সন্ধ্যাবাসরে আমিও যেতাম উনিও আসতেন।

ললিতাদেবীকে সন্দীপবাবু বিবাহের আগে থাকতেই চিনতেন তাহলে বলুন।

কতকটা তাই বলতে পারেন।

আপনি তাহলে জানতেন আপনার স্বামী ললিতাদেবীকে এক সময় ভালবাসতেন।

ললিতা একটা জঘন্য টাইপের মেয়ে ছিল, সকলের সঙ্গে ফ্লার্ট ক· তার স্বভাব ছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তবে এও আমি জানতাম প্রতুল বুঝতে পারত না যে ললিতা প্রতুলের সঙ্গে কেবল ভালবাসাব অভিনয়ই করছে।

অভিনয়?

হ্যাঁ, আসলে কোন দিনই প্রতুলকে সে বিবাহ করত না বিশেষ কটি কারণে, বোকা প্রতুল বুঝতে পারত না সেটা।

কি কারণ?

প্রতুল ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সামান্য প্রফেসারী করত একটা বেসরকারী কলেজে, ললিতা চাইত অনেক টাকা পয়সা. প্রাচুর্য।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, কাজেই প্রতুল সেটা বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতাম, জানতাম ললিতা কোন দিনই প্রতুলকে বিবাহ করবে না, অথচ বললাম ত ঐ সহজ কথাটাই প্রতুল কোন দিনই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু ইদানীং ত শুনেছি প্রতুলবাবুর অবস্থা বেশ ভাল।

সেই জন্যই ত ললিতা আবার ইদানীং কয়েক বছর হল প্রতুলকে তার আসরে ডেকে নিয়েছিল।

ইদানীং লেখা থেকে অনেক টাকা পান প্রতুলবাবু তাই না।

গল্প-উপন্যাস লিখে নয়।

তবে?

ওর লেখা নোটস্ বি. এ-তে খুব চলে, প্রচুর বিক্রী।

আচ্ছা, আচ্ছা—

হাজার হাজার টাকা আসে ঐ নোটস বিক্রীর থেকে আজকাল।

উনিত বাড়ি, মানে একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন কেয়াতলায়, তাই না মিসেস সাহা?

হ্যাঁ।

কিছু মনে করবেন না মিসেস সাহা, আমার মনে হচ্ছে আপনার

স্বামী প্রতুলবাবুর সঙ্গে ললিতাদেবীর ইদানীং ঘনিষ্ঠতাটা আপনার বিশেষ পছন্দ ছিল না তাই নাকি ?

ঠিকই বলেছেন, একটুও না।

একটা কথা বলবেন মিসেস সাহা! যদি মনে না করেন কিছু।

বলুন।

সে রাত্রে সন্দীপবাবুর বাড়ি থেকে বের হবার পর আপনারা কি সোজাই বাড়ি ফিরে যান।

আমি গিয়েছি কিন্তু প্রতুল যায়নি।

যায়নি ?

না, যায়নি।

তিনি তবে কোথায় গিয়েছিলেন।

দুজনে একসঙ্গে ললিতাদের বাড়ি থেকে বের হই। গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে সে ট্যাক্সি থেকে নেমে যায়। আমাকে বলে একটা কাজ আছে। কাজটা সেরে সে যাবে পরে।

কোথায় গিয়েছিলেন আপনার স্বামী অনুমান করতে পারেন কিছু ?

না।

আচ্ছা আপনার কি অনুমান প্রতুলবাবু আবার সন্দীপবাবুর ওখানেই গিয়েছিলেন।

মনেতো হয় না।

কেন ?

দিন পাঁচেক আগে টেলিফোনে প্রতুলের সন্দীপবাবুর সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল।

তা সত্বেও ওদের বিবাহবার্ষিকীতে আপনারা গিয়েছিলেন ?

ললিতা বিশেষ করে ফোনে অনুরোধ করেছিল যাবার জন্য আমাদের, তার বিবাহবার্ষিকীর দুদিন আগে।

ললিতাদেবী আপনাদের বাড়িতে আসতেন ?

প্রায়ইতো আসতো ললিতা।

একা না সন্দীপবাবুর সঙ্গে ?

বেশীরভাগই একা, তবে মধ্যে মধ্যে সন্দীপবাবু সঙ্গেও এসেছে।

তবে বিশ্বাস করুন মিঃ রায় ললিতা যদি সত্যি সত্যি মার্ডার হয়ে থাকে তো জানবেন প্রতুলের তার মধ্যে কোন হাত নেই। প্রতুলের ঐ ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই।

ধন্যবাদ সঞ্চিতাদেবী, আপনি আসতে পারেন।

কি! কিছু বুঝলেন মিঃ রায়। সঞ্চিতা চলে যাবার পর নির্মল কিরীটীকে প্রশ্ন করেন।

এইটুকু বুঝলাম, সন্দীপবাবুর স্ত্রী ললিতাদেবীর সঙ্গে প্রতুলবাবুর বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা বরাবরই ছিল। যে কারণে প্রতুল সাহার স্ত্রী সঞ্চিতা একটু বিরক্ত ছিলেন স্বামীর প্রতি।

আর কি প্রতুলবাবুর সঙ্গে কথা বলার আপনার প্রয়োজন আছে।

আছে।

কেন?

মনে হয় তাতে করে আরো কিছু হয়তো আমরা জানতে পারবো।

আরো কিছু!

হ্যাঁ, আরো কিছু। কারণ যা জানতে চাই সব এখনো জানতে পারিনি। জটটা এখনো খোলেনি।

রাত্রে বাইরের ঘরে বসে কিরীটী ললিতাহত্যা-রহস্যের কথাটাই ভাবছিল নিবিষ্টচিত্তে। রাত্রের আহার ঘণ্টাখানেক হবে প্রায় শেষ হয়েছে। কৃষ্ণা নিত্যকার মত ঘর সংসারের কাজ টুকটাক করছে, তারই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ললিতার মৃত্যু-রহস্য একটা জায়গায় এসে যেন বেশ একটা গিঁট পাকিয়ে দিয়েছে, মনের মধ্যে কয়েকটি কথা বার বার আনাগোনা করছিল।

ডাঃ নন্দীর একটা কথা। সন্দীপ রায়ের শুক্রকীটে সন্তান উৎপাদনের কোন শক্তিই ছিল না। সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় ইমপোটেণ্ট এবং ডাঃ নন্দী বলেছিলেন তাদের সন্তান হবার আশা একপ্রকার সুদূরপরাহত বললেই চলে। এবং সেই কারণেই

ডাঃ ব্যানার্জীর চিকিৎসাধীন ছিল সন্দীপ রায়, অথচ ললিতাদেবীর দেহাভ্যন্তরে সন্তান ধারণের ব্যাপারে কোন ক্রটিই ছিল না।

এবং মাত্র একমাস চিকিৎসা চলাকালীন সময়ের মধ্যেই ললিতা সন্তানসম্ভবিতা হয়। মৃত্যুর সময় সে তিনমাস অন্তঃসত্তা ছিল।

এখানেই হত্যার বীজটা লুকিয়ে ছিলনাত।

সন্দাপ রায় অবিশ্যি জানতো তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তিনমাস।

কথাটা সম্ভবতঃ সত্যি।

কি হল অতো কি ভাবছ, ললিতার মৃত্যুর কথাটাই নাকি? কৃষ্ণা বলল।

আচ্ছা কৃষ্ণা—

কি।

কে বেশী সন্তান চায়—বাপ না মা?

দুজনেই চায়। তবে মা-ই বোধহয় বেশী কামনা করে। কিন্তু কোন নারীর যখন সন্তান সম্ভাবনার ব্যাপারটা যে কোন কারণেই হোক ক্রমশঃ পিছুতে থাকে, মনে মনে ততই সে অধৈর্য হয়ে উঠতে থাকে।

সেই সন্তান কামনার মধ্যে মায়ের মনঃস্তত্বটা ঠিক কি?

একটা এমন সময় আসে নারীর জীবনে, অবশ্যই যদি সে নারী সন্তানের মা না হয়, সে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো মরীয়া হয়ে ওঠে, অহর্নিশি একটা অতৃপ্ত কামনার পীড়নে। কেন, হঠাৎ ঐ কথা কেন?

আমার কি মনে হচ্ছে জান কৃষ্ণা—

কি।

ঐ সন্তান ধারণের মধ্যেই হয়তো ললিতার মৃত্যু বীজটা লুকিয়ে ছিল।

কি বলছো!

তাই তার এখনো সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ঝাপসা অনুমানের 'পরে দাঁড়িয়ে আছে। জাস্ট এ নিউবুলা। নীহারিকা।

নীহারিকার থেকেই তো তারকার জন্ম।

তাই, তবে এখনো কোন তারকা জন্ম নেয়নি, কথাটা বলে কিরীটী মৃদু হাসল। তবে নীহারিকা যখন আছে তারকার জন্ম একটা হবেই

॥ আট ॥

কিরীটী মনে মনে স্থির করেছিল সন্দীপ রায়ের ভাগ্নের সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। সেইমত নির্মল লাহিড়াকেও বলে রাখা ছিল।

নির্মল লাহিড়াকে তার ব্যবস্থা করতে হল না।

বাদল নিজেই এসে কিরীটীর সঙ্গে দেখা করল তার বাড়িতে পরের দিন সকালে।

সত্যি কথা বলতে কি কিরীটী অতটা আশাই করেনি যে বাদল নিজেই এসে কিরীটীর সঙ্গে দেখা করবে। সকালে দ্বিতীয় দফায় চা পানের পর কিরীটী সবে সেই দিনকার সংবাদপত্রটা নিয়ে পাতা উল্টোচ্ছে—জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

বাবুজী—

কিরে।

একজন বাবু এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে—নামটা বলছে না, বলছে তোমার সঙ্গে দেখা করা নাকি খুব প্রয়োজন।

আগে কখনও দেখেছিস বাবুকে?

না।

যা ডেকে নিয়ে আয় এই ঘরে।

জংলী চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই চব্বিশ-পঁচিশবছরের একটি সুশ্রী যুবক এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

আমি কিরীটীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই, যুবকটি বললে।

আমিই কিরীটী কিন্তু আপনাকেত চিনতে পারলাম না।

না, চিনবেন না আমাকে—আগে তো কখনও দেখেননি।

বলুন কি নাম আপনার? কোথা থেকে আসছেন?

আমি সন্দীপ রায়ের ভাগ্নে—আমার নাম বাদল সরকার।

আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন। মুখে কিরীটী কথাটা বললে বটে তবে মনে মনে খুশিই হয়।

আপনিই তো মামীমার মৃত্যুর ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছেন।

হ্যাঁ।

সেই সম্পর্কেই আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। আপনাদের অনুমান বোধহয় ঠিক—সম্ভবত মামীমাকে হত্যাই করা হয়েছে। নরম্যালি মামীমার মৃত্যু হয়নি।

কেন, এ কথা আপনার মনে হল কেন?

আমি বালুরঘাট থেকে দুদিন হল ফিরেছি—ফিরেই সব শুনলাম।

কার মুখ থেকে শুনলেন।

প্রথমে মামার মুখ থেকে জানতে পারি মামীমা হঠাৎ একটা স্ট্রোকে মারা গেছেন, কিন্তু পরে বসুধাদির মুখে শুনলাম ব্যাপারটা বোধকরি তা নয়—কারণ মামা থানায় খবর দিয়েছিলেন, থানা থেকে লোক আসে এবং আপনাকেও মামা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপনিও ফোন পেয়ে ওখানে যান। আপনি নাকি বলেছেন ব্যাপারটা স্ট্রোক নয়—মামীকে খুন করা হয়েছে—তাই না।

বাদলবাবু আমার মনে হয় তাই—কেন আপনার কি মনে হয় আপনার মামীমার মৃত্যুটা স্বাভাবিক একটা স্ট্রোকই।

না—আমারও তা মনে হয় না।

কেন? তারও আগে তো দুবার মাইলড্ এ্যাটাক নাকি হয়েছিল—হাইপ্রেসার ছিল—সঙ্গে ছিল ডায়াবেটিস।

বাদল বললে, তা হলেও আমার মনে হয় স্ট্রোকে মামীমার মৃত্যু হয়নি।

আপনার মামা-মামীমার মধ্যে কিরকম সম্পর্ক ছিল এবারে বলুন তো।

ইদানীং কিছুদিন থেকেই দেখছিলাম, ওদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না, সামান্য কারণেই মামা ক্ষেপে উঠতেন। মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে যেদিন বালুরঘাট যাই—সেদিন সকলে মামা-মামীকে যাচ্ছেতাই করে বলছিলেন।

যাচ্ছেতাই করে।

হ্যাঁ বিশ্রী বিশ্রী সব কথা বলছিলেন মামীকে।

কি বলছিলেন?

অত্যন্ত নোংরা ভাষা, আমার উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়, সোয়াইন, হারলট, চোর ইত্যাদি সব কথা।

কিরীটী দেখল কথাগুলো বলতে বলতে বাদলের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাদল আবার বলে, ঐ ধরনের কথা আগে কখনো মামাকে বলতে শুনিনি মামীমাকে।

এমনিতে ওদের সম্পর্ক কেমন ছিল ?

ভালই ছিল, তবে গত কমাস ধরে প্রায়ই মামাকে চেঁচামেচি করতে শুনতাম।

আর কিছু ?

একটা কথা হয়তো আমার আপনাকে জানানো দরকার।

কি কথা বাদলবাবু ?

মাস চারেক আগেকার কথা, মামার বাড়িটা তো দেখেছেন, লম্বা করিড়োর, দোতলায় পর পর সব ঘর। একদিন করিডোর দিয়ে রাত্রে মামার ঘরের পাশ দিয়ে ল্যাট্রিনে যাচ্ছি, কতকগুলো কথা আমার কানে এসেছিল।

কি কথা ?

মামী বলছিল, আমি জানি আমি মরলেই তুমি হাপ ছেড়ে বাঁচো, আবার তুমি বিয়ে করতে পার।

মামার জবাব, হ্যাঁ হ্যাঁ, পারি—করব, আবার বিয়ে করব।

মামী বলল, মাধবীকে তুমি বিয়ে কর, আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সন্তান তোমার হবে না, তুমি খুব ভালভাবে জান আমার শরীরে কোন দোষ নেই—আমি বাঁজা নই, বাঁজা তুমি, ইম্পোটেন্ট।

কি বললি হারামজাদী।

ঠিকই বলেছি, ডাক্তারের কথাটা কি ভুলে গেলে।

ও ডাক্তার কিছু জানে না, আমার দেহে কোন দোষ নেই, তুই মেয়েমানুষটাই বাঁজা।

আমি বাঁজা নই।

প্রমাণ করতে পারিস যে তুই বাঁজা নোস।

কি, কি বললে, অমন একটা নোংরা কথা বলতে মুখে তোমার বাঁধল না।

কেন বাঁধবে, ভাবিস আমি কিছু বুঝি না, জানি না।

কি জানো?

একটা ছেলে বা মেয়ের জন্য তুই হাঁফিয়ে উঠেছিস, অন্য কোন পুরুষের কাছে তুই যাবার সুযোগ খুঁজছিস।

ছিঃ ছিঃ, যেমন তোমার রুচি তেমনি—

আর ছিনালী করতে হবে না, তোকে আমি খুব ভাল করেই চিনেছি, তুই যে কি প্রকৃতির মেয়েমানুষ আমার আর জানতে বাকী নেই।

তারপর, কিরীটী প্রশ্ন করল।

আর কোন কথা শুনিনি, চলে গিয়েছিলাম বাথরুমে।

কিন্তু যেজন্য আমি এসেছি, মানে যে কথাটা বিশেষ করে বলতেই আপনার কাছে এসেছি।

বলুন।

মনে হল মাধবীকে বিয়ে করার তোড়জোড় করছে মামা।

মাধবী কে?

আমাদের বাড়ির দু'খানা বাড়ির পরে, ঐ যে মামার বন্ধু সব্যসাচী চৌধুরী তিনি ত এখনো বিবাহ করেননি।

আমি জানি।

মাধবী তারই রক্ষিতা একপ্রকার বলতে পারেন। অন্ততঃ তাদের সম্পর্কে সকলেই তাই বলে।

রক্ষিতা—

হ্যাঁ, মামা তাকেই বিবাহ করবেন, তারই তোড়জোড় চলেছে।

সব্যসাচী চৌধুরীর রক্ষিতা সে। তা কোথায় থাকে মাধবী দেবী।

সব্যসাচী চৌধুরীর বাড়িটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। দোতলায় সব্যসাচী থাকেন আর তিন তলায় একটা ফ্ল্যাটে মাধবী থাকে। মাধবী মুখার্জী।

তাই নাকি।

হ্যাঁ, সব্যসাচীই ফ্ল্যাটটা বিনা পয়সায় মাধবী মুখার্জীকে থাকতে দিয়েছেন এও আমার জানা।

কি করে জানলেন কথাটা।

মামীর মুখেই শুনেছি।

মাধবীদেবীর বয়স কত হবে?

ঠিক জানি না তবে মনে হয় ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

দেখেছেন তাকে কখনো।

অনেকবার দেখেছি।

আপনার মামাববাড়িতে আসতেন বুঝি মাধবী।

না। বরং মামাই যেতেন তাঁর ফ্ল্যাটে। প্রায়ই দুপুরে যখন সব্যসাচী অফিসে থাকতেন।

মাধবী কি করেন?

বলতে পাবব না, তবে মধ্যে মধ্যে তাব ছবি এ্যাডভারটাইজমেণ্টে দেখেছি। মনে হয় মডেলিং কবে সে।

দেখতে কেমন?

অপূর্ব সুন্দরী। সত্যিকারের সুন্দবী যাকে বলে।

একটা কথা, আপনি কি করে জানলেন আপনার মামা মাধবীকে বিবাহ করছেন।

পরশু রাত্রে মাধবী এসেছিল মামার কাছে। সেই সময়ই ওদের কথাবার্তা থেকে ব্যাপারটা জানতে পারি।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, মামা আপনাকে কিছু বলেছেন ঐ ব্যাপারে।

না। ভাবলাম কথাটা আপনাকে জানান উচিৎ তাই এসেছি।

খুব ভাল করেছেন।

কথাটা আমি আপনাকে বলেছি, মামা যেন জানতে না পারেন মিঃ রায়।

ভয় নেই আপনার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

অতঃপর বাদল বিদায় নিল।

॥ নয় ॥

বাদল চলে যাবার পর ঘণ্টাখানেক বাদে কিরীটী নির্মলকে ফোন করল।

কি খবর মিঃ রায়! আসছেন এখানে?

না। আপনি আসুন, মাধবীর কুঞ্জে যেতে হবে।

সে আবার কি রায় মশাই।

সত্যি তাই—এখুনি চলে এলে ভাল হয়।

বেশ আসছি।

ইউনিফর্ম পরে আসবেন না। প্লেন ড্রেসে আসবেন।

আসছি।
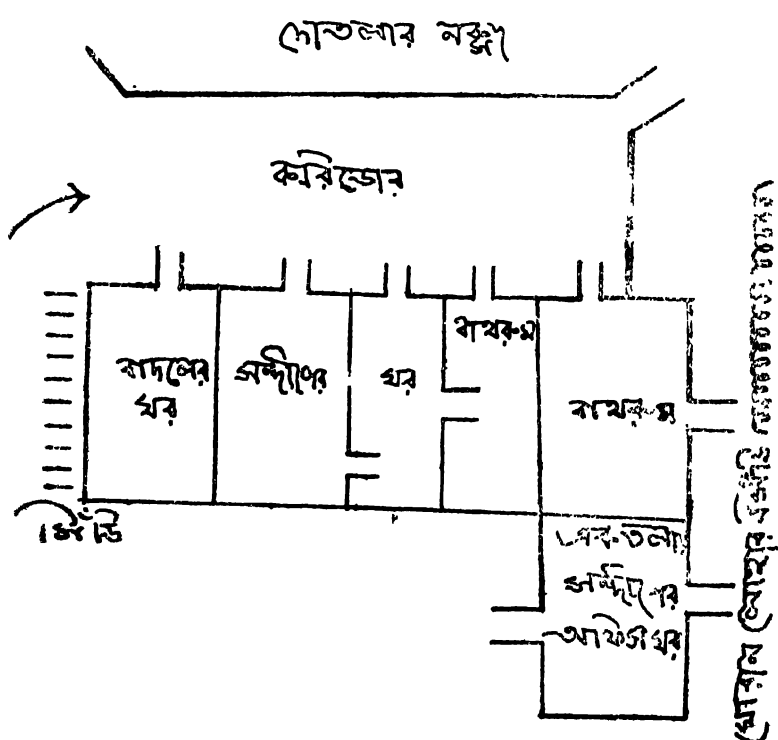
নির্মল লাহিড়ীকে টেলিফোনটা করে কিরীটী একটা কাগজ ও ডট পেন নিয়ে একটা নক্সা আঁকতে শুরু করে! সন্দীপ রায়ের বাড়ির নক্সা। সন্দীপ রায়ের বাড়ির দোতলার নক্সা।

সেদিন একবার সবশেষে কিরীটী সন্দীপ রায়ের সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখেছিল। এবং দোতলার নক্সাটা সেই স্মৃতির 'পরে নির্ভর করেই আঁকল…মোটামুটি ভাবে! এবং নক্সাটাব দিকে চেয়ে মনে মনে সে রাত্রের ঘটনাটা প্রথম থেকে ভাববার চেষ্টা করে।

সে রাত্রে অমিতাভ অর্থাৎ প্রতুল সাহা আর স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে সন্দীপের স্ত্রী ললিতা সন্দীপ রায়ের জবানী মত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে সোজা উপরে চলে যায়। ঐ সময় ললিতাকে জীবিত দেখা গিয়েছে। কাল অতিথি বিদায় নেয় অতঃপর রাত সোয়া এগারোটা থেকে বাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে—তারপর সন্দীপ রায় নিজের অফিস ঘরে ঢুকে কাজ সেবে রাত বারটা নাগাদ উপরে এসে দেখে ললিতা খাটের 'পরে মৃতা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাত সাড়ে দশটার পর এবং সোয়া এগাবোটার মধ্যেই কোন এক সময় ললিতাকে হত্যা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ ললিতাকে হত্যা করা হয়েছিল ঐ একঘণ্টা সময়েব মধ্যেই। ময়না-তদন্তেও বলেছে বাত সাড়ে দশটা থেকে সোয়া এগারোটার মধ্যেই কোন একসময় মারা গিয়েছে।

ঐ পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ে কে কোথায় ছিল?

কিরীটীর মনে হয় ঐ পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় সকলের গতিবিধি একবার পর্যালোচনা করে দেখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

কিরীটীর ধারণা ঐ রাত্রে যাবা ঐ গৃহে উপস্থিত ছিল তাদেরই মধ্যে কেউ একজন ললিতাদেবীর হত্যাকারী। সন্দীপ রায়, প্রতুল (অমিতাভ) সাহা—তার স্ত্রী সঞ্চিতা, প্রফুল্ল রায় ও তার স্ত্রী, সব্যসাচী চৌধুরী, বিজয় সামন্ত ও তার স্ত্রী মণিমালা, রমেন মল্লিক ও তার স্ত্রী সুধা।

এদের মধ্যে কাকে কাকে সন্দেহ করা যায়।

প্রফুল্ল রায় ও তার স্ত্রীর প্রতি কোন সন্দেহ হয় না! এবং প্রফুল্ল রায় তার স্ত্রীকে অনায়াসেই সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখা যায় কিন্তু বাকী চারজন মায় সন্দীপ রায় কাউকেই সন্দেহের তালিকার মধ্যে থেকে বাদ দিতে পারছি না।

জংলী এসে বললে থানা থেকে লাহিড়ী এসেছেন।

যা এখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

নির্মল লাহিড়ী এসে ঘরে ঢুকলেন। কিরীটীর নির্দেশ মত লাহিড়ী প্লেন ড্রেসেই এসেছেন।

কি ব্যাপার মিঃ রায় কোন এক মাধবীর কুঞ্জে যাবেন বলছিলেন ফোনে।

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বাদল সরকার। সন্দীপ রায়ের ভাগ্নে।

তারপর—

তিনি একটা সংবাদ দিয়ে গেলেন—আমাদের সন্দীপর রায় বিবাহ করছেন।

বিবাহ করছেন।

হ্যাঁ, বিবাহের তোড়-জোড় চলেছে মাধবীদেবীর সঙ্গে। তারই কুঞ্জে চলুন একবার ঘুরে আসি।

কিন্তু মাধবীটি কে?

মাধবী মুখার্জী, মডেলিং করেন বিজ্ঞাপনে। সন্দীপ রায়ের বন্ধু ঐ আর্কিটেক্ট সব্যসাচী চৌধুরীর একটা ফ্ল্যাটে মডেল মাধবী মুখার্জী থাকে তারই পয়সায়—সবাই জানে মাধবী মুখার্জী সব্যসাচী চৌধুরীর রক্ষিতা।

এত খবর—

সবই ঐ বাদল সরকারই দিয়ে গেল। চলুন একবার ঘুরে আসি এই তো কাছেই।

বেশ চলুন—কিন্তু একটা ফোন করে গেলে হত না! যদি না থাকে এ সময়।

এ সময় শুনলাম সে থাকে। কারণ এই দুপুরেই সাধারণতঃ সন্দীপ রায় মাধবীর কুঞ্জে থাকত।

দারোয়ানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল মাধবী তার ফ্ল্যাটেই আছে। লিফটে করে উপরে উঠে সোজা গিয়ে নির্মল লাহিড়ী কলিং বেল টিপল।

একজন আয়া মত মেয়েমানুষ এসে দরজা খুলে দিল. কাকে চাই ?

মাধবীদেবী আছে ?

আছেন। কোথা থেকে আসছেন—কোন কোম্পানী থেকে কি ?

হ্যাঁ বলো গিয়ে তোমার মেমসাহেবকে একটা বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে এসেছি— কিরীটী বললে।

আসুন, বসুন, মেমসাহেবকে খবর দিচ্ছি। কথাটা বলে আয়া ভিতরে চলে গেল। বসবার ঘরটি বেশ ছিম-ছাম করে সাজান-গোছান। সোফা, মেঝেতে কার্পেট পাতা ঘরের এক কোণে টি. ভি., একটা কাচের শোকেসে কিছু বই সাজান, কিরীটী একটা সোফার 'পরে বসে সহজ হাতে নির্মলের অলক্ষ্যে ছোট একটা কালো মত বস্তু তুটি সোফার মাঝখানে রেখে দিল। ঘরের জানালায় দামী নেটের পর্দা। দেওয়ালে চেনা কয়েকটি তরুণীর নানা ভঙ্গিমার ছবি। বোঝা গেল ছবিগুলো সব মাধবী মুখার্জীর। নানা বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে তোলা ছবি বোধ করি।

পর্দা তুলে একটি মহিলা এসে ঘরে ঢুকল। পরনে পায়জামা ও হাউস কোট। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। কাঁধের ওপরে লুটচ্ছে শাম্পু করা চুল। তুহাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি। দেহের কোথায়ও এতটুকু মেদ নেই—যত্নে লালিত সুঠাম দেহবল্লরী। আর তুচোখের দৃষ্টি গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ।

নমস্কার—মাধবী যুক্ত করে নমস্কার জানাল।

নমস্কার, কিরীটী বললে।

কোথা থেকে আসছেন, বলে মাধবী যেন কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে। তারপর শান্ত গলায় বললে, মনে হচ্ছে আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

আমাকে।

হ্যাঁ, কিরীটী রায়, আপনি কিরীটী রায়—মাধবী বললে। কিরীটী বুঝতে পারে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা, সাবধানে এগুতে হবে।

আমার কাছে কি প্রয়োজন বলুন কিরীটীবাবু।

মিস মুখার্জী আপনি আমাকে ঠিকই চিনেছেন, আমি কিরীটী রায়ই।

মাধবী মৃদু হাসল, সুন্দর হাসিটা, হাসলে যেন যৌন আবেদন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কি সৌভাগ্য আমাব, কিন্তু এ সৌভাগ্য কেন জানতে পাবি কি?

আপনি নিশ্চযই জানেন সন্দীপ বায়েব স্ত্রী ললিতা বায় আজ আট-দিন হল খুন হয়েছে।

হ্যাঁ শুনেছি পুলিসেব তাই ধাবণা বটে, তবে তাকে কেউ হত্যা কবেনি, স্ট্রোকে মারা গেছে ললিতা।

না।

স্ট্রোক নয়?

না। এ ডায়াবোলিকাল মার্ডার।

কি বলছেন মিঃ বায়।

তাই, আর সেই ব্যাপাবেই আমি আব উনি থানার ও. সি. আপনাকে কিছু প্রশ্ন কবতে চাই।

আমাকে? ললিতাকে যদি হত্যাই কবা হয়ে থাকে, আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। তাকে আমি চিনতামই না, সো হাউ আই কাম ইন টু দি পিকচার!

না, আপনি তাকে চিনতেন না ঠিকই, কিন্তু আপনি সন্দীপ রায়কে চেনেন চেনেন না।

চিনি, একটু যেন ইতস্ততঃ করে জবাবটা দিল।

আপনাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও আছে।

ঐসব কিছু নেই, তবে আই নো হিম, মধ্যে মধ্যে তিনি আসেন, সেই সূত্রেই।

আপনার এখানে।

না, তার বন্ধু মিঃ চৌধুরীর কাছে, এই ম্যানসনের তিনিই মালিক, সেই সূত্রেই তাকে দেখেছি কয়েক বাব—দ্যাটস অল।

কিন্তু আমি খবর পেয়েছি তিনি আপনার ফ্ল্যাটেও আসতেন, অ্যাম আই রং মিস মুখার্জী।

কিরীটীর মনে হল মাধবী একটু যেন থতমত খেয়ে গেল, একটু বিব্রত।

হ্যাঁ, মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে বার দুই বোধ করি এসেছেন।

ব্যাপারটা গোপন করে আর কোন লাভ হবে না মিস মুখার্জী। আপনি আমাকে যখন দেখা মাত্রই চিনতে পেরেছেন, আমি মানুষটা সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। ডোণ্ট ট্রাই টু প্লে উইথ মি এনি মোর, আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

ভ্রূকুঞ্চিত করে অতঃপর মাধবী কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিরীটীর মুখের দিকে নিঃশব্দে। তারপর বললে শান্ত মৃদু গলায়, কি জানতে চান?

শুনলাম আপনি সন্দীপ রায়কে বিবাহ করছেন।

হোয়াট! সন্দীপকে বিবাহ, আর ইউ ম্যাড। বিবাহই কোন-দিন করব না আমি, একান্তই যদি কোনদিন করি ত সন্দীপ কেন।

কিরীটী বুঝতে পারে অসাধারণ চতুর মাধবী। কথাগুলো বলে মাধবী চুপ করে যায়।

গভীর জলের মাছ, অত সহজে ধরা দেবে না। কিরীটীর সঙ্গে কথা বলছে বটে মাধবী কিন্তু চোখে মুখে একটা দৃঢ়তা যেন স্পষ্ট। কি ভাবছেন মিস মুখার্জী?

কই কিছু না ত।

ভাবছেন, আমি বলছি আপনি ভাবছেন। একটা কথা বোধ হয় আপনার জানা দরকার, আমি অকারণে অহেতুক কাউকে বিরক্ত করি না। আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছি সন্দীপবাবু আপনার বিশেষ পরিচিত, এবং আপনাদের উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা আছে, এবং সেটা দু'একদিনে গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, ললিতার মৃত্যুর ব্যাপারে আমি জড়িত নই।

আপনি জড়িত যে সে কথা ত ইঙ্গিতেও আমি প্রকাশ করিনি, একটিবারও।

তাহলে?

কি তাহলে, আপনাকে সন্দীপবাবু সম্পর্কে প্রশ্ন করছি কেবল।

তবে কি আপনি সন্দীপকে সন্দেহ করছেন, সেই তার স্ত্রী ললিতাকে হত্যা করেছে।

করাটা এমন কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

হাউ অ্যাবসার্ড, সন্দীপ তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে, কিন্তু কেন।

ধরুন কাউকে আরও কাছে সর্বক্ষণের জন্য একান্ত করে পাবার জন্য।

কাকে ?

যদি বলি আপনাকে। আপনারই জন্য।

আমাকে, বিস্ময়ের সঙ্গে যেন উচ্চারণ করল কথাটা মাধবী।

হ্যাঁ আপনাকে, শান্ত গলায় জবাব দিল কিরীটী।

হাউ হরিবেল !

এবার আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবেন কি? একটা কথা আপনার জানা দরকার মিস মুখার্জী, আইনে কি বলে পিনাল কোডের আইনে, হত্যা এবং হত্যাকারীর সহযোগিতা করা আইনের চোখে একই অপরাধ।

আপনি কি বলতে চান মিঃ রায় ?

আমার প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব, এই আমি বলতে চাই।

কি জানতে চান ?

এই ত বুদ্ধিমতীর মত কথা। এবার বলুন মিস মুখার্জী। আপনার সঙ্গে সন্দীপবাবুর বেশ ভালই পরিচয় আছে তাই না ?

হ্যাঁ, একটা যেন ঢোঁক গিলে কথাটা বলল মাধবী।

তিনি প্রায়ই দুপুরে আপনার কাছে আসতেন, কি, চুপ করে আছেন কেন ?

ইদানীং কিছুদিন প্রায় আসত সন্দীপ।

মিঃ চৌধুরী, মানে এই ফ্ল্যাট বাড়ির যিনি মালিক সব্যসাচী চৌধুরী, কথাটা বোধ করি জানতেন না—কি অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন কেন, আমি সমস্ত খবর নিয়েই এসেছি। এই আপনার ফ্ল্যাটটার ভাড়াও সব্যসাচী চৌধুরী আপনার কাছ থেকে ভাড়া নেন না আপনাকে এই ফ্ল্যাট বিনি ভাড়াতেই থাকতে দিয়েছেন তাই না।

সব্যসাচী এর মধ্যে কোথা থেকে আসছে।

আসছেন বৈকি। তারই অনুগৃহীতা আপনি, সেও জানি। এবার বলুন মিস মুখার্জী, সব্যসাচী চৌধুরীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

তাহলেই বুঝতে পারছেন সব্যসাচী চৌধুরী ব্যাপারটা জানতে পারলে, মানে আপনার ও সন্দীপ রায়ের অন্তরঙ্গতার কথাটা যদি তার কখনো কানে যায়।

মিঃ রায়—

বলুন—

আমাকে বাঁচান। আমি ঐ ব্যাপারের কিছুই জানি না, বিশ্বাস করুন। অনুনয়ে ভেঙে পড়ে এতক্ষণে মাধবীর মত মেয়েও।

॥ দশ ॥

আপনি মিথ্যে আশঙ্কিত হচ্ছেন। আমি জানি ললিতাদেবীর মৃত্যুর ব্যাপারে সব্যসাচী চৌধুরীর কোন দায়দায়িত্ব নেই।

আপনি—

এবার আমার বাকী প্রশ্নগুলোর যদি জবাব দেন।

কি প্রশ্ন?

সেদিন রাত্রে মানে ললিতা ও সন্দীপ রায়ের বিবাহবার্ষিকীর রাত্রে সব্যসাচী চৌধুরী ললিতাদের ওখানে গিয়েছিলেন জানেন আপনি সে কথাটা নিশ্চয়ই।

জানি।

কেমন করে জেনেছিলেন? কথাটা সব্যসাচী চৌধুরীই কি বলেছিলেন আপনাকে?

না। একটু ইতস্ততঃ করে বলে মাধবী।

তবে, কি করে জানলেন কথাটা?

আগের দু'বারও সব্যসাচী ওদের ম্যারেজ এ্যানিভারসারীতে

গিয়েছিল। তাই এবারও যে ও যাবে জানতাম।

ললিতাদেবীকে কখনো আপনি দেখেছেন ?

দেখেছি !

আলাপ ছিল ?

না। আমি কখনো সন্দীপের বাড়িতে যাইনি। ললিতাও কখনো আসেনি।

আপনাদের পরস্পরের আলাপ কত দিনের ?

তা বছর দেড়েক হবে।

ওদের পরস্পার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি রকম সম্পর্ক ছিল জানেন।

শুনেছি ইদানীং কোন সন্তান না হওয়ার জন্য উভয়ের মধ্যে একটা অশান্তি চলছিল, সন্দীপের নাকি ধারণা ললিতা বাঁজা ছিল আর ললিতার ধারণা সন্দীপ ইমপোটেণ্ট। তার সন্তান উৎপাদনের নাকি কোন ক্ষমতাই নেই। তাই—

কি ?

সন্দীপ প্রায়ই বলতো, আমি ব্যাপারটা প্রমাণ করে দেব, ডাক্তারের ধারণা ভুল, আমি কোয়াইট নরমাল। আমার শরীরে কোন দোষ নেই।

কি করে সেটা সম্ভব, যখন ডাক্তারই বলে দিয়েছিল তার শুক্র-কীটের প্রজনন ক্ষমতা নেই।

তা জানি না।

তাহলে ? বোধ করি আপনাকে বিবাহ করে সেটা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন !

না। আমিও জানতাম।

কি জানতেন ?

সত্যি সত্যিই সন্দীপের সন্তান উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই। হি ওয়াজ ইমপোটেণ্ট।

আপনি কি করে জানলেন ? টেল মি। বলুন মিস মুখার্জী, আপনি সে কথা কি করে জানতে পেরেছিলেন যে সন্দীপ ইমপোটেণ্ট।

আমি—

কি, কি আপনি বলুন। ইট ইজ ভেরি ইমপোর্টেণ্ট।

সব্যসাচীর মুখেই শুনেছি কথাটা আমি একদিন।

সব্যসাচী কথাটা জানতেন?

জানতেন।

কি করে?

ডাঃ নন্দীর কাছ থেকে।

ডাঃ নন্দী?

হ্যাঁ। ডাঃ নন্দীকে সব্যসাচী চৌধুরী খুব ভাল করেই চেনে, অনেক দিনের আলাপ ওদের।

আপনি তাহলে আপনার দিক থেকে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন বলুন সন্দীপ রায়ের ব্যাপারে।

কি? কি বললেন?

কিছু না। অসংখ্য ধন্যবাদ মিস মুখার্জী. আজ আমরা চলি। অসংখ্য ধন্যবাদ আবারো আপনার সহযোগিতার জন্য।

একটা কথা।

বলুন।

সত্যিই কি আপনার ধারণা ললিতার হত্যাকারী সন্দীপই?

কি জানি তিনি ললিতার হত্যাকারী কিনা, কথাটা যথা সময়েই জানতে পারবেন। সকলেই জানতে পারবে, আপনিও পারবেন।

আমি শুনেছি সবাই সে রাত্রে চলে আসার পরেও ললিতা জীবিতা ছিল। আর বাড়িতে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি একমাত্র যে ছিল সে সন্দীপই। সত্যি কথা বলতে কি আমার যেন এখন সন্দীপকেই সন্দেহ হচ্ছে।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল।

আচ্ছা চলি মিস মুখার্জী। পরে আবার দেখা হবে।

নমস্কার।

কিরীটী ওসি-কে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

পথে বের হয়ে লাহিড়ী বললেন, সত্যিই কি আপনি সন্দীপকেই সন্দেহ করছেন মিঃ রায়, তার স্ত্রীর হত্যার ব্যাপারে!

কেন বলুনতো।

তবে কাকে সন্দেহ করছেন ললিতা দেবীর হত্যার ব্যাপারে? নির্মল লাহিড়ী আবার প্রশ্ন করলেন।

হত্যাকারী তো আপনার একপ্রকার চোখের সামনে, নাগালের মধ্যেই আছে মিঃ লাহিড়া। এই মুহূর্তে—

চোখের সামনে, নাগালেব মধ্যে।

হ্যাঁ, তার আর পালাবার কোন পথ নেই।

তাহলে আপনি জানতে পেরেছেন ললিতা দেবীব হত্যাকারী কে?

পেরেছি বৈকি।

তবে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন হত্যাকারীকে?

বললাম তো পালাবাব তার কোন পথ নেই। তাছাড়া সে-চেষ্টা সে করবেও না।

পালাবার চেষ্টা করবে না!

না। কারণ সে নিশ্চিন্ত, তাকে কেউ সন্দেহও করতে পারবে না।

সে জানে এখনো অন্তত কেউ তাকে সন্দেহ করতে পাবেনি, পারবেও না। কিন্তু সে দুটো মারাত্মক ভুল কবেছিল।

ভুল!

হ্যাঁ, প্রথমতঃ মিথ্যা বলে আমাকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা কবে। এবং দ্বিতীয়তঃ নিজের একটা অ্যালিবাই সৃষ্টি করে আমার চিন্তাধারাকে অন্যপথে চালিত করবার চেষ্টা করে।

কার কথা বলছেন?

কার কথা আবার বলব, আমি বলছি হত্যাকারীর কথা। থামান জীপ মিঃ লাহিড়ী, আমি এখানেই নেমে যাব।

আপনার বাড়ি যাবেন না।

যাব, গড়িয়াহাটায় আমার একটা কাজ আছে। কাজটা সেরে বাড়ি ফিরব।

নির্মল লাহিড়ী জীপ থামালেন। কিরীটী জীপ থেকে নেমে গেল।

কিরীটী আর নির্মল লাহিড়ী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধবী সন্দীপ রায়কে তার অফিসে ফোন করল।

সন্দীপ রায় রায় স্পিকিং—

সন্দীপ আমি মাধবী—

মাধু—কি খবর?

এখনি একবার আসতে পারবে?

কোথায়?

আমার ফ্ল্যাটে।

রাত্রে গেলে হবে না?

না এক্ষুণি এসো, তাছাড়া রাত্রে সব্যসাচীর সঙ্গে আমার ডিনার খাবার কথা আছে।

কোথায়?

জানি না। কোন হোটেলে সে বুক করেছে আমাকে এখনো জানায়নি, তবে কথা আছে আজ রাত্রে ওর সঙ্গে আমি ডিনার খাব, প্লিজ আর দেরি কোর না, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, এখুনি এসো।

ঠিক আছে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

প্রতুল সাহা (অমিতাভ) তার ঘরেই ছিল। রাত তখন আটটা হবে। একটা পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছিল। টেলিফোনটা বেজে উঠল।

প্রতুল হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

হ্যালো—

অমিতাভবাবু আছেন?

কথা বলছি, কে আপনি।

কিরীটী রায়।

উচ্চারিত নামটি যেন প্রতুল সাহার কানের পর্দায় একটা ধাক্কা দিল।

অমিতাভবাবু।

বলুন।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল, আসতে পারি কি, আপনার বাড়িতে!

আমি একটু ব্যস্ত আছি, কাল কোন এক সময় আসবেন।

বললাম ত জরুরী প্রয়োজন।

বেশ, আসুন।

আপনার বাড়িতে।

কেয়াতলায়, নম্বরটা—

জানি, আমি তাহলে আসছি।

আসুন।

॥ এগার ॥

কে গো, কার ফোন? প্রতুলের স্ত্রী সঞ্চিতা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করে স্বামীকে।

কিরীটী রায়, প্রতুল বললে।

হঠাৎ এ সময়ে?

জানি না, এখুনি আসছেন বললেন।

আমাদের এখানে?

হ্যাঁ, কি সব জিজ্ঞাসা করতে চান বললেন।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই কিরীটী এল।

একেবারে কেয়াতলা লেনের উপরেই একটা পাঁচতলা বাড়ির তিন-তলায় একটা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটটা অতি আধুনিক ভাবে দামী সোফা দিয়ে সাজানো। ঘরের মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা।

তিন কামরার ফ্ল্যাট। বছর তিনেক হল প্রতুল তার পাবলিশারের কাছ থেকে বইয়ের রয়েলটি বাবদ অ্যাডভান্স নিয়ে ফ্ল্যাটটা কিনেছে, তারপর মনের মত করে স্বামী-স্ত্রীতে ফ্ল্যাটটা আধুনিক ভাবে সাজিয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র দেখলেই বোঝা যায় বই থেকে প্রতুলের আজকাল বেশ ভালই ইনকাম। বেশ মোটা রয়েলটি পায়, প্রতি বছরে তার লেখা বইগুলো থেকে।—নোটস ও উপন্যাস মিলিয়ে। প্রতুল সাহা আর তার স্ত্রী সঞ্চিতা দুজনেই ঘরের মধ্যে ছিল।

আসুন মিঃ রায়, প্রতুল বললে।

চা আনি, সঞ্চিতা বললে।

কেন ড্রিঙ্ক দাও না, প্রতুল বললে, কি খাবেন মিঃ রায় হুইস্কী না ব্রাণ্ডি, না রাম।

না, না, এখন ওসব থাক, কিরীটী বললে।

শুকনো গলায় আলাপ-আলোচনা জমে না মিঃ রায়, তাছাড়া এ সময়টা ড্রিঙ্কের।

তা বেশ ত, আপনি ড্রিঙ্ক নিন না।

আমি ড্রিঙ্ক করব আর আপনি, তা কি হয় মিঃ রায়।

বেশ আমাকে তাহলে একটু লেমন স্কোয়াস দিন গ্লাসে।

প্রতুল সাহা তার স্ত্রী সঞ্চিতাকে নিঃশব্দে চোখের ইঙ্গিত করল, সঞ্চিতা উঠে গেল।

কিরীটী খর দৃষ্টি দিয়ে ঘরের চারপাশ দেখছিল। দুটো কাচের শোকেস, তার একটায় সার সার সব নামকরা সাহিত্যিকদের উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, সেইসব বইয়ের মধ্যেই বাঁধানো জলে নাম লেখা অমিতাভর কয়েকখানা বই।

একটা পাথরের টেবিল তার উপরে বসানো সুদৃশ্য একটি ক্লক। ঘড়ির কাটা-পেটনে আটটা দেখাচ্ছে।

একপাশে টি ভি ও ফোন।

সঞ্চিতা কিরীটীকে ও স্কোয়াসকাস দিল গ্লাসে এবং তার স্বামীকে ড্রিঙ্ক তারপর মৃদু গলায় স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললে আমি আসছি।

না, না, মিসেস সাহা, কিরীটী বাধা দিল, আপনি এ ঘর থেকে যাবেন না আপনিও থাকুন।

কিন্তু—

আপনাদের উভয়েরই উপস্থিত থাকাটাও প্রয়োজন, বসুন।

প্রতুল সাহা স্ত্রীকে বলল, বোস টুনী।

গ্লাসটা তুলে একটা ছোট সেপ করে প্রতুল বললে, তারপর বলুন মিঃ রায় কি আপনার বলবার আছে।

অমিতাভবাবু।

বলুন।

সে রাত্রে মানে আপনার বন্ধু সন্দীপ রায়ের বিবাহ-বার্ষিকীর রাত্রের কথা নিশ্চয়ই এখনো বেশ ভালই আপনার মনে আছে।

আছে।

সে রাত্রে ললিতাদেবী ও সন্দীপবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার পর—

হ্যাঁ বলুন, থামলেন কেন? অমিতাভ বললে।

আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ি ফেরেন নি, একটা কাজ আছে বলে আপনি গাড়ি থেকে নেমে যান। মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, বলুন। অমিতাভ কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

অতরাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? সেটাই আমি জানতে চাই।

কেন বলুন ত! আপনার কি ধারণা সে রাত্রে আমিই গিয়ে ললিতাকে—

এটা ত ঠিক যে এক সময় আপনার ও ললিতার মধ্যে বিশেষ একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। কথাটা কি মিথ্যে?

না, মিথ্যে নয়। তবে ঘনিষ্ঠতা বলতে যা আপনি মিন করছেন, সে ধরনের কোন ঘনিষ্ঠতাই ললিতার সঙ্গে আমার গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু আপনার স্ত্রী বলেছেন—

কি—কি বলেছে টুনী! কি বলেছো ওঁকে তুমি টুনী?

আমি—

যাক অমিতাভবাবু, ও কথাটা আপাতত ড্রপ করুন।

ড্রপ করব। একটু অবাক হয়েই যেন কথাটা বলে অমিতাভ কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ—ড্রপ করুন। অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। কিরীটী বুঝতেই পেরেছিল অমিতাভ জানে না এখনো সেদিন তার স্ত্রীর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল। সঞ্চিতা তাকে কি বলে এসেছে। এবং এও জানত সঞ্চিতা অমিতাভকে কোন কথা জানতে দেবে না।

ঘনিষ্ঠতার কথা থাক এক সময় ললিতা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয়ও ছিল।

ছিল—

তা সে পরিচয়, মেলামেশা হঠাৎ বন্ধ হয়েছিল কেন?

সী ওয়াজ এ হার্টলেস উয়োম্যান। আর্ট সর্বস্ব দেমাকী, সী ওয়াজ ওনলী আফটার মানি। জাঁকজমকের জীবনই ছিল কাম্য।

কিরীটী মৃদু হাসলো। অমিতাভ সম্পর্কে যা কিরীটীর জানবার ছিল তার ঐ কথাগুলোতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

থ্যাঙ্ক ইউ অমিতাভবাবু, কিন্তু তারই কাছে আবার আপনি যাতায়াত শুরু করেছিলেন—

না, তার কাছে নয়। সন্দীপ আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। তারই কাছে তার অনুরোধে যেতাম।

বিবাহবার্ষিকীতে যেতে ললিতা দেবী আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন নি।

করেছিল।

অমিতাভবাবু, আমি যদি বলি একটা অভিমানের বশে আপনি কিছুদিনের জন্য ললিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন মাত্র।

কি বলতে চান আপনি মিঃ রায়।

ললিতাকে কোন দিনই আপনি ভুলতে পারেন নি। ইয়েস। ইফ আই অ্যাম নট রং। একমাত্র সেই কারণেই আপনি বার বার ললিতার কাছে ছুটে ছুটে গিয়েছেন, সেই একটি বার তাকে দেখার জন্য, অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি তার নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুচোখে খুশির—আনন্দের আভাব।

অমিতাভ একেবারে যেন বোবা।

কিরীটী বলতে থাকে, কিরীটীর চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না অমিতাভবাবু।

জানি।

এবারে বলুন সে রাত্রে আপনি—আবার ললিতার কাছে গিয়েছিলেন, কথাটা কি মিথ্যে!

মিথ্যে, কিন্তু অমিতাভর গলাটা মিনমিনে শোনাল। গলার শব্দটা যেন মনে হল অত্যন্ত ক্ষীণ।

না, মিথ্যা নয়—কিরীটী দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

কিরীটী দেখল অমিতাভ কেমন যেন করুণভাবে সঞ্চিতার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর সঞ্চিতাব দুচোখের দৃষ্টি তার স্বামীর 'পরে স্থির নিবদ্ধতার মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ ও ঘৃণা।

আপনি প্রায়ই যেতেন আপনাব স্ত্রীর অজ্ঞাতে ললিতার কাছে, ললিতার সেক্স সর্বদা আপনাকে আকর্ষণ করত তাই নয় কি অমিতাভবাবু। কাম অন্ স্পিক আউট কনফেস দি ট্রুথ।

অমিতাভ চুপ, একেবারে যেন পাথর।

কিরীটী আবার বললে, সে রাত্রেও আপনি ললিতাব কাছেই আবার ফিরে গিয়েছিলেন বলুন তাই নয় কি?

হ্যাঁ, ললিতা আমাকে যেতে বলেছিল, মিনমিনে গলায় অমিতাভ বললে।

চিৎকার করে ওঠে সঞ্চিতা—তুমি—তুমি ললিতার কাছে গিয়েছিলে সে রাত্রে আবার—

হ্যাঁ টুনী মানে, বিশ্বাস কর।

ততক্ষণে অমিতাভর পেটে চার পেগ পড়েছে কিরীটী লক্ষ্য করছিল।

কি বিশ্বাস করব, তুমি গিয়েছিলে আবার, বললে সঞ্চিতা।

গ্লাসে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে অমিতাভ বললে, গিয়েছিলাম। টুনী, আমি গিয়েছিলাম।

তুমি এত নীচ, এত ছোট, কি পাওনি তুমি আমার কাছে, ললিতা কি এমন দিতে পারত যা তুমি আমার কাছে পাওনি বল—বল জবাব দিতে হবে আজ তোমাকে।

নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষা যেন সঞ্চিতাকে মরীয়া করে তুলেছে তখন।

কিরীটী বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিসেস সাহা, অমিতাভবাবুর আপনার প্রতি ভালবাসার মধ্যে কোন মিথ্যা নেই, উনি সত্যিই

আপনাকে ভালবাসেন। ললিতার প্রতি আকর্ষণটা ভালবাসা নয় নিছকই একটা হয়তো যৌন আকর্ষণ—যে আকর্ষণকে ললিতার সঙ্গে যারাই পরিচিত ছিল কেউ তা এড়াতে পারেনি। কথাটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি প্রতুলবাবু, আপনি সন্দীপবাবু, আপনারা কেউই ঐ আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারেননি।

প্রতুল সাহা তখন নিশ্চুপ।

সঞ্চিতার চোখে জল।

কিরীটী আবার বললে, এবারে বলুন অমিতাভবাবু, যে রাত্রে ললিতার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, রাত তখন কটা—মনে করে বলুন।

রাত পৌনে বারটা কি তাব সামান্য আগে হবে।

দেখা তাহলে হয়েছিল সে রাত্রে আপনাদের। কোথায়, কোথায় দেখা হয়েছিল সে রাত্রে আপনাদের।

ওাদেব ওপরের ঘরে।

ললিতা দেবী কি একা ছিলেন, না অন্য কেউ ছিল?

না, সে একা ছিল, সেই রকমই বলেছিল ললিতা।

কি কথা হয়েছিল সে রাত্রে আপনাদের মধ্যে। কেন ডেকেছিল ললিতা আপনাকে।

কি একটা জরুরী কথা বলবাব জন্য, আগে সেটা বলেনি।

আগে বলেনি।

না বললাম ত আগে কিছু বলেনি, যাবার পরও বলেনি।

কারণ ললিতা তখন জীবিত ছিল না। সি ওয়াজ ডেথ।

ললিতা।

হ্যাঁ দুবার তার নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিতেই বুঝলাম যে সে বেঁচে নেই মারা গেছে।

তাহলে ময়নাতদন্তেব রিপোর্টই ঠিক, কিরীটী বললে, রাত পৌনে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই কোন এক সময় তার মৃত্যু হয়েছিল। ঐ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই কোন এক সময়ে ললিতা খুন হয়েছিল।

কে? কে তাকে খুন করল, আমি, অমিত?

জানি অমিতাভবাবু আপনি ললিতাদেবীর হত্যাকারী নন। তারপর হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, নির্মলবাবু মাধবীর ফ্ল্যাটে একটা ফোন করুন।

মাধবীর ফ্ল্যাটে—

হ্যাঁ, দেরি করবেন না, করুন ফোন, দেখুন মাধবী আছে কিনা সম্ভবত আছে, আমার ক্যালকুলেশান যদি ঠিক হয়। নির্মল ইতঃস্তত করছে দেখে কিরীটীই এবারে এগিয়ে গিয়ে ফোনে ডায়াল করল।

অপর প্রান্তে রিং হচ্ছে শোনা গেল।

॥ বারো ॥

হ্যালো—পুরুষের গলা।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে ফোনের কানেকশনটা কেটে দেয়।

কি হল মিঃ রায়, নির্মল লাহিড়ী প্রশ্ন করেন।

কুইক চলুন?

কোথায়?

মাধবীর কুঞ্জে, চলুন দেরি হলে পাখি পালাবে। অমিতাভবাবু, সঞ্চিতাদেবী আপনারাও আমাদের সঙ্গে আসুন।

সকলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সন্দীপ বলছিল, কি ব্যাপার মাধু, হঠাৎ এই অসময়ে।

এই যে সন্দীপ তুমি পালাও আর একটুও দেরি কর না।

পালাব, মানে, পালাব কেন? কি ব্যাপার মাধু।

আঃ যা বলছি শোন নিচে তোমার গাড়ি আছে তো!

হ্যাঁ।

তবে আর দেরি কর না, এখান থেকে এখুনি আমরা চলে যাব।

আরে কেবল যেতে বলছ, কিন্তু কেন যাব আমরা তা বলছ না, ব্যাপারটা কি খুলে বল তো।

আমার মনে হয় কিরীটীবাবু তোমাকেই।

কি আমাকে।

তোমার স্ত্রীর হত্যাকারী ভাবছেন।

হোয়াট ননসেন্স!

তুমি বোধকরি চেন না মানুষটাকে কিন্তু আমি চিনি, হঠাৎ যে সেদিন কেন তুমি কিরীটীবাবুকে ডাকতে গেলে তা তুমিই জান।

কিরীটী রায় আমাকেই শেষ পর্যন্ত ললিতার হত্যাকারী বলে ধরে নিয়েছেন, আশ্চর্য ভদ্রলোকের মাথার নার্ভগুলো জানতাম খুব প্রখর কিন্তু এখন দেখছি মোস্ট অর্ডিনারী, কোন বিশেষত্বই নেই, তবে—

সন্দীপ রায়ের কোন কথারই কোন প্রতিবাদ জানায় না মাধবী। সন্দীপের কথাগুলো কেবল শুনেই গেল! সন্দীপ আবার বললে, এই জন্যই তুমি ফোন করে আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলে মাধু।

হ্যাঁ, কিরীটীবাবু কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে এসেছিলেন।

তোমার এখানে এসেছিলেন কিরীটীবাবু, কি বলছ তুমি?

ললিতার মৃত্যুর ব্যাপারেই আমার কাছ থেকে কিছু জানতে এসেছিলেন।

কিন্তু কিরীটীবাবু, তোমার সন্ধান পেলেন কি করে। তোমার নাম গন্ধও তো আমি তার কাছে করিনি। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাই বা জানলেন কি করে! না। আমার সবকিছু যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে মাধবী।

অতঃপর মাধবী কিরীটী রায়ের সঙ্গে মাধবীর যে সমস্ত কথা হয়েছিল সব বলে গেল।

তোমাকে বিবাহ করছি তাও জেনেছেন কিরীটী রায়। সন্দীপ বললে।

হ্যাঁ, আমি কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, বিশ্বাস করেননি আমার কথা।

গাড়িতে বসে মাধবীর বাড়ির দিকে যেতে যেতে কিরীটী বললে,

আই অ্যাম সিওর আমি চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মাধবী সন্দীপ রায়কে ফোন করবে, সব কথা জানাবে। কারণ কথায় বার্তায় সেই টোপই আমি ফেলে এসেছিলাম মাধবীর সামনে। সন্দীপ রায় ওখানে আসবেনই।

তাতে কি লাভ হবে আমাদের।

নির্মলবাবু, আমি মাধবীর বসবার ঘরে সোফার নিচে একটা টেপ রেকর্ডার লুকিয়ে রেখে এসেছি। তাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হবে সব টেপ হয়ে যাবে।

কি বলছেন মিঃ রায়।

তাই নির্মলবাবু। কখন কিভাবে কোথায় টেপ রেকর্ডারটা বসিয়ে এসেছি আপনিও জানতে পারেননি, মাধবীও জানতে পারেনি। ছোট্ট একটা জাপানী টেপ রেকর্ডার, বিশেষ করে সেটা রাখবার জন্যই মাধবীর কুঞ্জে আমি আজ গিয়েছিলাম বিকেলের দিকে। কারণ আমি জানতাম, সন্দীপবাবু আসবেনই মাধবীর কুঞ্জে। তাই যে মুহূর্তে ফোনে সন্দীপবাবুর গলা পেয়েছি, বুঝেছি মাধবী টোপ গিলেছে। সন্দীপবাবুও তার কুঞ্জে এসেছেন। এখনো সেখানেই আছেন।

সন্দীপ বলছিল, ইউ আর এ ফুল মাধবী। অতো সব কথা কিরীটী রায়কে বলতে গেলে কেন।

বলব কেন? তিনি আমার মুখ থেকে বের করে নিয়েছেন সব কথা। তার যা জানবার ছিল।

তাইতো এখন কি করি!

তোমাকে নিশ্চই অ্যারেস্ট করবে ললিতার হত্যাকারী বলে। এ আমি সহ্য করতে পারব না। চল অনেক দূরে ওদের নাগালের বাইরে এখুনি আমরা পালিয়ে যাই।

কিন্তু তাতেই কি প্রমাণিত হবে আমি ললিতাকে হত্যা করেছি।

সন্দীপ। শোন প্লিজ! তুমি আর দেরি করো না। চল। মাধবীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সন্দীপ বললে, তোমার সঙ্গে যে আমার

দীর্ঘ দিনের পরিচয়, ললিতাকে বিয়ে করার আগে থাকতেই। সে কথাটাতো বলনি?

না। বলেছি সামান্য কিছুদিনের পরিচয় তোমার আমার।

যাক, অন্তত একটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ।

সন্দীপের কথা শেষ হল না, কলিং বেলটা বেজে উঠল. ডিং ডং··· ডিং ডং···

দেখ আবার কে এল, সন্দীপ বললে।

তুমি শোবার ঘরে যাও সন্দীপ। আমি দরজা খুলে দেখছি কে এলো।

সন্দীপ ভিতরের ঘরে চলে গেল।

মাধবী দরজা খুলতেই থমকে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিরীটী রায়। থানার ও সি মিঃ লাহিড়ী, প্রতুল সাহা ও তার স্ত্রী সঞ্চিতা সাহা।

মিঃ রায়! আপনি! আপনারা!

ভিতরে আসতে পারি মিস মুখার্জী!

আসুন—

সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিরীটী রায় দুই ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, সন্দীপবাবু কোথায়?

সন্দীপ!

হ্যাঁ, অ্যাসট্রের মধ্যে সিগারেটটা দেখছি এখনো শেষ হয়নি। বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে অ্যাসট্রে থেকে অর্ধ সমাপ্ত ৫৫৫ সিগারেটটা তুলে নিয়ে বললে, এটাতো সন্দীপবাবুরও ব্র্যাণ্ড। তাই না মিস মুখার্জী! তাছাড়া নিচে তার ফরেন থেকে আনা ফিয়েট-টা পার্ক করা আছে দেখে এলাম। কোথায় তিনি। ডাকুন তাকে।

মাধবী বুঝতে পারে কিরীটীকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। সে সোবার ঘরের দিকে এগলো, আর ঠিক সেই মুহূর্তে শিকারী বেড়ালের মত সন্তর্পণে, ক্ষিপ্র হাতে সোফার নিচ থেকে টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিল কিরীটী। ছোট্ট একটা জাপানী টেপ রেকর্ডার।

একটু পরেই সন্দীপ মাধবীর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

আসুন সন্দীপবাবু, অসট্রিচ পাখীর নীতি নিয়েছিলেন কেন?

আপনারা হঠাৎ এসময়ে! অন্য কথা বললেন সন্দীপ রায়।

সন্দীপবাবু, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি বলেছিলাম, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ হঠাৎ একটা স্ট্রোক নয়, শী ওয়াজ ব্রুটালি মাডারড।

নিষ্ঠুর ভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

জানি। কিন্তু এখনো সে কথা আমি বিশ্বাস করি না মিঃ রায়। ললিতা হার্ট ফেল করেই মারা গিয়েছে। এখনো আমি তাই বলব।

না। কঠিন ঋজু কিরীটীর কণ্ঠস্বর। আপনি বললেও সত্যটা মিথ্যা হয়ে যাবে না!

আপনি পাগল মিঃ রায়।

না। আমি যে পাগল নই, সে কথা এখুনিই প্রমাণিত হবে। আপনি একটা ভুল—মারাত্মক ভুল করেছিলেন সেদিন প্রত্যুষে আমাকে ফোন করে আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে। সেদিন ঐ ভাবে ফোন করে আমাকে ডেকে না আনলে হয়তো ব্যাপারটার সত্য কোনদিনই জানা যেতো না। হ্যাঁ, আরও একটা ভুল সেদিন করেছিলেন আপনি সন্দীপবাবু, আপনি অনুমান করতে পেরেছিলেন, একটা সত্যকে সেটা অকপটে আমাকে না জানতে দিয়ে।

সন্দীপ রায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটী মৃদু হাসলো, বললে, কিন্তু পারা যেমন কখনো চাপা দেওয়া যায় না, একদিন না একদিন ফুটে বের হবেই। তেমনি—

সন্দীপ রায় বাধা দিলেন, কি আবোল তাবোল বকছেন কিরীটীবাবু।

আবোল তাবোল আমি বকি না কোনদিন আজো বকছি না সন্দীপবাবু।

॥ তেরো ॥

কিরীটী বলতে থাকে, আমার বাকী কথা শোনার আগে আপনারা যেসব কথাবার্তা বলেছেন কিছুক্ষণ আগে এই ঘরে, আসুন সে আলোচনাটা একবার সকলে শোনা যাক।

কিরীটী কথাগুলো বলে ছোট্ট টেপ রেকর্ডারটা অন করে দিল।

কি ব্যাপার মাধু, হঠাৎ এই অসময়ে?

এইযে সন্দীপ তুমি পালাও, আর একটুও দেরি কব না।

ঘরের মধ্যে একটা পাষাণভাব স্তব্ধতা, একটা পিনও কার্পেটের উপর পড়লে বুঝি শোনা যাবে।

টেপ রেকর্ডার বেজে চলল।

কি আমাকে ললিতার হত্যাকারী ভাবছেন।

কিরীটী রায় আমাকেই শেষ পযন্ত, ললিতার হত্যাকারী বলে ধরে নিয়েছেন। আশ্চর্য ভদ্রলোকের মাথার নার্ভগুলো জানতাম খুব প্রখর, কিন্তু এখন দেখছি মোস্ট অর্ডিনারী।

কিরীটী টেপটা বন্ধ করে বললে, না সন্দীপবাবু, কিরীটী রায় এখনো কিরীটী রায়, ওল্ড ফুলিশ হয়ে যায়নি। আপনিই ভুল করেছেন, আমাকে আণ্ডার এসটিমেট করে।

টেপ আবার চলতে লাগল।

না, বলেছি সামান্য কিছুদিনের পরিচয় তোমার আমার।

কিরীটী আবার বললে, মিস মুখার্জী আপনি যে মিথ্যা বলছেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এবং আপনাদের মধ্যে কথাটা উঠবে অনুমান করেছিলাম। টেপ রেকর্ডারটা তাই ঘরের মধ্যে রেখে গিয়েছিলাম এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের সত্য জবাব দেবেন কি মিস মুখার্জী?

মাধবী চুপ করে থাকে।

মাধবীদেবী, আমার কাছে সত্য কখনো গোপন থাকে না, তাই অনুরোধ সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করবেন না। কাম উইদ দি ট্রুথ। সে রাত্রে আপনি সন্দীপ রায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

আপনি পাগল হলেন নাকি?

না হইনি, সত্য যা তাই বলছি।

বাড়ির পিছনে লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা ব্যবহার করেছিলেন আপনি সবার অলক্ষ্যে।

আপনার নামে আমি কেস করব।

করবেন, তার অনেক সময় পাবেন, আমি যা বলছি তাই এবারে শুনুন—আপনি অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন, সন্দীপবাবু ললিতাকে সরাবার জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু আপনি জানতেন না সন্দীপবাবুর হাজার দোষ থাকা সত্বেও তিনি ললিতাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতেন।

কিরীটী বলতে লাগল, আপনি ভেবেছিলেন সন্দীপ যখন জানতে পারবে তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা সে ক্ষেপে যাবে, কারণ তিনি জানতেন তিনি ইম্পোটেন্ট, সন্তান প্রজননের কোন ক্ষমতা তার শুক্রকীটের নেই, এবং ললিতাদেবীও তা জানতেন অথচ তার মনের মধ্যে একটা মা হবার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল, সেই ব্যাপারটাই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ললিতা অমিতাভর দ্বারস্থ হয়েছিল।

সঞ্চিতা চিৎকার করে ওঠে তুমি, ইউ।

হ্যাঁ সঞ্চিতাদেবী, অমিতাভবাবুর প্রচণ্ড একটা লোভ ও আকর্ষণ ছিল ললিতাদেবীর প্রতি আর সেই সুযোগটাই তিনি সদব্যবহার করেছিলেন ললিতা কোন এক মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। আপনার স্বামীও মানুষ, ঐ দুর্বলতাটুকু তার ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন—যাক যা বলছিলাম, প্রখর বুদ্ধিমতী মিস মুখার্জী, ব্যাপারটা জানতে পেরে সন্দীপবাবুকে বোধ হয় কথাটা জানায় এবং আশা করেছিলেন তিনি এবারে সন্দীপবাবু ললিতাকে হত্যা করবে, তারও কামনা পূর্ণ হবে। কিন্তু ললিতার প্রতি সন্দীপবাবুর ভালবাসাটাই এবারও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। সন্দীপবাবু হেজিটেট করতে লাগলেন এবং কালক্ষয় করতে

লাগলেন, মাধবী দেবীর সেটা সহ্য হল না—এবার মাধবী মরীয়া হয়ে স্থির করলেন যা করবার তাকেই করতে হবে। সেই মত মাধবী সে রাত্রে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সন্দীপবাবুর এবং সকলের অজ্ঞাতে উপরে গিয়ে পৌঁছলেন।

বাঃ চমৎকার এ্যারাবিয়ান নাইটস-এর কাহিনী তৈরি করে শোনাচ্ছেন ত কিরীটীবাবু, মাধবী ব্যঙ্গভরে বলে উঠলেন।

কিরীটী মৃদু হাসল, না আরব্যরজনীর গল্প শোনাচ্ছি না, সে রাত্রে যা ঘটেছিল সেই নির্মম নিষ্ঠুর সত্য কাহিনী শোনাচ্ছি। আপনি জানতেন ডায়াবেটিসের জন্য ললিতা ঘন ঘন জল পান করে, সেই কারণে সর্বদা তার ঘরে এক গ্লাস জল থাকত হাতের কাছে। ঘরে ঢুকে সেই জলে তীব্র হায়ড্রো সালফার এ্যাসিড বিষ, যার কোন রং নেই, স্বাদ নেই জলের গ্লাসে মিশিয়ে দেন। বি. এস. সি-র ছাত্রী আপনি ঐ বিষটা সম্পর্কে, তার তীব্র কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার পূর্ব জ্ঞান ছিল, সেই মত কাজটা হাসিল করতে পেরেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনার দুটো ব্যাপার তারপব ঘটে গেল, ভাঙা গ্লাসটা বাড়ির পেছনে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির নিচে পাওয়া গেল এবং দ্বিতীয় সন্দীপ আপনাকে সন্দেহ করল, আর ঠিক সেই কারণেই সন্দীপ আপনাকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছেন বরাবর।

মাধবী পাগলিনীর মত এবার চেঁচিয়ে উঠে, ইউ স্কাউনড্রেল। ইউ ডিউটিপিগ। আই শ্যাল কিল ইউ।

কিন্তু মাধবী তার হাতের পিস্তলটা, যা সে শাড়ির নিচে গোপন করে এনেছিল সেটা বের করার সঙ্গে সঙ্গে লাহিড়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে মাধবীর দু'হাত ধরে ফেললেন।

আরো কিছুক্ষণ পরে।

কিরীটী বললে, লাহিড়ী আপনাকে একটা অনুরোধ করব, ওকে এ্যারেস্ট করবেন না।

ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়ে গিয়েছে, দেখছেন না ওর চোখ মুখের চেহারা। লুক এ্যাট হার। মাধবী সহসা ঐ সময় খিল খিল

করে হেসে উঠল। এই জন্যই আপনাকে বলেছিলাম লাহিড়ী হত্যাকারী আপনার চোখের সামনে নাগালের মধ্যেই আছে।

কিন্তু আপনি মাধবীকে সন্দেহ করলেন কখন।

বাদলবাবুর মুখে মাধবীর কথা শুনে প্রথমেই তার ওপরে আমার সন্দেহ হয় দুটো কারণে। প্রথমত প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল আমার, ঐ হত্যার পিছনে কোন পুরুষের সক্রিয় হাত নেই, হত্যাকারী কোন পুরুষ নয়। সম্ভবত কোন নারী কিন্তু কে হতে পারে, ভাবতে ভাবতে মনে হল দ্বিতীয়ত তাই যদি হয় তো কে হতে পারে, সঞ্চিতা কি—পরে মনে হল, না সঞ্চিতা নয়, তবে কে, একমাত্র ঐ মাধবীকে ঘিরেই সন্দেহটা আমার ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করল।

তাই মাধবীর ওখানে হানা দিয়েছিলাম। মাধবীর কথার মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হত্যাকারী আর কেউ নয়, মাধবী মুখার্জীই।

কিরীটী চুপ করল।

মুক্তবেণী

শিশিরাংশু চার তলার ফ্ল্যাটের খোলা জানালা পথে বাইরের দিকে তাকাল। রাত্রি শেষের অন্ধকারেব সঙ্গে ভোরের প্রথম আলোর যেন একটা লুকোচুরি খেলা চলেছে। হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল, পৌনে চারটে, এবার ধীরে ধীরে একটু একটু করে বাইরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। লিফট অবিশ্যি এখন পাওয়া যাবে না, সিঁড়ি বেয়েই তাকে নিচে নামতে হবে। ঢাকুরিয়া ব্রীজের সামনেই গড়িয়াহাটা রোডে দু'একটা ট্যাক্সি এ সময় পাওয়া যায়, তার একটা পেয়ে যাবে ঠিকই ও তারপর হাওড়া স্টেশনে পৌছাতে বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না তাও ও জানে। শিশিবাংশু আবার ঘবের সোফা-কাম-বেডের উপরে ওব গতকাল সঙ্গে আনা ঢাকনা খোলা ছোট অ্যাটাচি কেসটার দিকে তাকাল।

বেশি কিছু সঙ্গে আনেনি, একটা পায়জামা-পাঞ্জাবী, একটা ড্রেসিং গাউন, একপ্রস্থ স্যুট, গোটা দুই সার্ট, একটা টাওয়েল এবং দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম ও হুইস্কীর একটা ছোট বোতল ও গ্লাস।

কি মনে হলো শিশিরাংশুর, আর একবার এগিয়ে গিয়ে দুই ঘরের মধ্যবর্তী ভেজান দরজাটা ঈষৎ ঠেলে ভিতরের দিকে তাকাল।

ঘরের আলোটা জ্বলছে।

শয্যায় মণিকা শুয়ে আছে, লম্বা গোছার চুল, গতকাল রাত আটটা হবে তখন, ওর সামনেই একটা কালো ফিতের সাহায্যে লম্বা বেণীটা বেধেছিল মণিকা, এখন আর বেণী নেই, বেণী মুক্ত ছড়ানো। খোলা চুল গলার দু'পাশ ও মুখের দু'পাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। গলাটা ঢেকে আছে—

ওর ঐ লম্বা চুল ওর এক ঐশ্বর্য। চুল খোলা অবস্থায় দাঁড়ালে সারাটা পিঠ ছেয়ে নিতম্ব পর্যন্ত ঢেকে দেয়, ও কখনো খোপা বাঁধত না,

বরাবর একটা লম্বা মোটা বেণী করে ঝুলিয়ে দেয়। হাঁটা চলার সময় পিঠের উপর দোলে এদিক থেকে ওদিক।

সর্বদা মনে হয়েছে শিশিরাংশুর বেণী নয় একটা সাপ যেন ওর পৃষ্ঠদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে আপনাকে। কাল যখন মণিকা বেণী বন্ধন করছিল, অল্প দূরে চেয়ারটার উপরে বসে ও সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

দরজাটা আবার নিঃশব্দে এদিক থেকে টেনে ভেজিয়ে দিয়ে শিশিরাংশু ওর খোলা অ্যাটাচি কেসটার দিকে তাকাল।

সব কথা মণিকার শোনা হল না।

মনে হয় অনেক কথা বলার ছিল মণিকার।

আর ত বলা হবে না।

ওর কথাগুলোও শোনা হবে না আর, মনে হচ্ছিল শিশিরাংশুর।

কিন্তু না—আর দেরি করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

এবার বের হয়ে পড়াই ভাল।

হঠাৎ ডোর বেলটা বেজে উঠল।

বেলের শব্দটা যেন আচমকা কানের পর্দায় তার ধাক্কা দিল।

কে এলো এত সকালে।

এত সকালে ত ঝি আসে না। তারও এত সকালে আসার কথা নয়। তবে!

আবার ডোর বেলটা বেজে উঠলো, ডিং-ডং—

একবার শিশিরাংশু ভাবল দরজাটা খুলবে না। তা সে যেই এসে থাকুক না কেন। দরজা না খুললে যে এসেছে সে দু' চারবার বাজিয়ে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।

শিশিরাংশু না শোনার ভান করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

আবার বাজল বেল, ডিং-ডং-ডিং-ডং—

শিশিরাংশু চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

ডিং ডং আবার যেন শোনা গেল।

হঠাৎ কি যে হল শিশিরাংশুর, নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজার লকটা ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল।

ভোরের আবছা আলোয় শিশিরাংশু দেখলো একজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসার।

আই অ্যাম সরি টু ডিস্টার্ব ইউ! এটাই তো ৫৫নং ফ্ল্যাট?

হ্যাঁ।

মণিকা দেবী এই ফ্ল্যাটেই ত থাকেন।

হ্যাঁ।

তাকে একবার ডেকে দেবেন। বলুন থানা থেকে আসছি।

কি দরকার তাকে?

তাকেই বলব, অনুগ্রহ করে তাকে একবার ডেকে দিন।

এখনো সে ঘুম থেকে ত ওঠেনি, শিশিরাংশু বললে।

পুলিশ অফিসার ঘরের চারিদিকে একবার তাকালেন।

এখনো ওঠেননি?

না।

ঠিক আছে, আমি তাহলে বসছি

বসবেন, তা বসুন।

অফিসার এগিয়ে গিয়ে জানালার ধারে একটা গদী-মোড়া চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

শিশিরাংশু আবার ঘরের চারিদিকে তাকাল, সামনেই বিছানাটার উপর সুটকেশটার ডালা খোলা—গোছানো হয়নি এখনো।

শিশিরাংশু কি যেন ভাবল, তারপর সুটকেশটা আবার গোছাতে শুরু করল। কিন্তু হাত দুটো যেন কেমন অবশ হয়ে আসছে।

গোছাতে যেন ঠিক পারছে না।

শেষ পর্যন্ত এক সময় সুটকেশের ডালাটা চেপে বন্ধ করে সুটকেশটা হাতে ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ঘর থেকে বেরুবে বলে দু'পা এগুলো খোলা দরজাটার দিকে।

হঠাৎ অফিসার প্রশ্ন করলেন, আপনি কি চললেন নাকি?

হ্যাঁ, আমার একটু জরুরী কাজে বেরুতে হবে। আপনি তাহলে বসুন, মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন ত?

হ্যাঁ—

শিশিরাংশু দু'পা এগিয়েছে তখন।

দাঁড়ান, অফিসার বললেন।

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, মিসেস চৌধুরী না ওঠা পর্যন্ত আপনাকে আমি ত যেতে দিতে পারি না।

কেন ?

আপনার সঙ্গেও যে আমার প্রয়োজন আছে

আমার সঙ্গে। কি প্রয়োজন ?

আপনিই বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর —মণিকা দেবীর হাসব্যাণ্ড—

না।

আপনি মণিকা দেবীর স্বামী নন ?

না।

তবে আপনি কে ? কি আপনার নাম, মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?

কোনো সম্পর্কই নেই !

আই সি !, আপনি ত গতকালই এসেছেন ?

হ্যাঁ—

তা হঠাৎ এখানে এসেছিলেন কেন ?

মণিকা আমার পূর্বপরিচিতা।

কোন সম্পর্ক নেই আপনার মণিকা দেবীর সঙ্গে।

বললাম ত মণিকা আমার পরিচিতা।

শকুন্তলা সেনকে চেনেন ?

কে শকুন্তলা সেন !

নামটা কি আপনার পরিচিত নয়, অফিসার শুধালেন !

না।

অফিসার মৃদু হাসলেন।

নামটা কখনো আপনি আগে শোনেননি ?

না।

তাহলে আপনি বলছেন যে মণিকা দেবীর সঙ্গে আপনার কোন রকম সম্পর্ক নেই, বা কোন কালে ছিল না, এই ত মিঃ চৌধুরী।

এককালে সম্পর্ক ছিল

ছিল ?

হ্যাঁ, কিন্তু সে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তিন বৎসর আগেই।

কি রকম সম্পর্ক ?

আমার স্ত্রী ছিল মণিকা।

আই সি! এখন কোন সম্পর্ক নেই বলছেন, ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে আপনার তাহলে !

না, আইনত এখনো হয়নি। তবে উই আর লিভিং সেপারেটলি ফর দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ারস। গত তিন বৎসর আমরা পৃথক আছি, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

এবারে বলুন কেন এসেছিলেন এখানে?

শিশিরাংশু যেন একটু ইতস্ততঃ করে, আর ঠিক ঐ সময় ঐ ফ্ল্যাটের ঠিকে ঝি এসে ঘরে ঢুকল এবং একবার ওদের দিকে তাকিয়ে সোজা পাশের শয়নকক্ষে গিয়ে ঢুকল।

অফিসার লক্ষ্য করলেন শিশিরাংশু তাকিয়ে রয়েছেন ঝিয়ের গমন পথের দিকে।

আমার কথার এখনো জবাব দেননি, মিঃ চৌধুরী—কেন এসেছিলেন এখানে গতকাল দিল্লী থেকে?

একটা জরুরী কাজ ছিল মণিকার সঙ্গে—

শিশিরাংশুর কথা শেষ হল না, ঝি এসে ঘরে ঢুকল, বাবু—

কি হয়েছে?

মা ডাকলেও সাড়া দিচ্ছেন না-

সেকি?

গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম তাও সাড়া দিলেন না—ঝি বললে।

শিশিরাংশু কিছু বলবার আগেই অফিসার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন ত মিঃ চৌধুরী—আসুন, দেখি কি হল, মণিকা দেবীর।

শিশিরাংশুকে উঠতেই হল।

দুজনে আগে আগে পশ্চাতে ঝি এসে পাশের শয়নকক্ষে ঢুকল।

এ ঘরটা আগেরটার চাইতে আকারে একটু ছোটই হবে, এবং দেখলেই বোঝা যায় ওটা বেডরুম। একটা সিঙ্গল খাট, একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল, তার উপর নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্যের নানা আকারের কৌটো ও শিশি, চিরুনী, ও একপাশে একটা টেলিফোন।

অন্যদিকে একটা গডরেজের আলমারী—একটা বুকসেল্ফ, একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার, বুক-সেল্ফের উপরে একটা টি. ভি।

ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হবে বয়স্ক এক মহিলা শয্যার 'পরে এলিয়ে আছে। তার মুখের অনেকটা অংশ ও গলা ছড়ানো দীর্ঘ কেশে ঢাকা। গায়ের রঙ কালো কিন্তু মুখশ্রী সত্যিই সুন্দর। যেটুকু চোখে পড়ে, মুখের ও গালের দু'পাশের চুল সরিয়ে দিতে দেখা

গেল চোখে মুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বিস্ফারিত দুটি চক্ষু, গায়ের বসন কিছুটা বিনস্ত, পরিধানে শাড়িটা ডান পায়ের হাঁটুর উপর উঠে আছে। হাতে দু'গাছি করে সোনার চুড়ি, সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন মাত্রও নেই—

পরীক্ষা না করেও অফিসারের বুঝতে কোন কষ্ট হয় না, ভদ্রমহিলার দেহে প্রাণ নেই।

মৃত

॥ দুই ॥

মনে হচ্ছে উনি বেঁচে নেই। তুমি এ বাড়িতে কাজ কর? অফিসার ঝিকে প্রশ্ন করলেন!

হ্যাঁ—

কত দিন আছো এখানে?

এক বছর হবে দারোগাবাবু—

আশে পাশে কোন ডাক্তারবাবু আছেন জানো কিম্বা এই ফ্ল্যাট বাড়িতে?

দোতলার ফ্ল্যাটে যে ডাক্তারবাবু থাকেন, মাকে তো তিনিই বরাবর দেখে আসছে। ঝি বললে।

একবার ডাক্তারবাবুকে তাড়াতাড়ি করে ডেকে আনতে পার।

কেন পারবো না। এখুনি যাচ্ছি—

তবে যাও, এখুনি ছুটে তাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।

ঝি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বেডের শিয়রের কাছে ছোট একটা টেবিল, তার উপরে টেবিল-ল্যাম্পটা তখনো জ্বলছে—নীলাভ গ্লাসে ঢাকা ল্যাম্পটা, তারই পাশে একটা কাচের গ্লাস, গ্লাসটা খালি। ঝুকে গ্লাসের ভিতরটা দেখলেন অফিসার। গ্লাসের নীচে একটা সাদা তলানী মতো কি যেন অবশিষ্ট পড়ে আছে। শিশিরাংশুবাবু—

বলুন—

আপনি তো কাল বিকেলে এসেছেন এখানে।

হ্যাঁ— ইভনিং ফ্লাইটে—দিল্লী থেকে এসেছি—

সোজা এখানেই এসেছিলেন বোধহয়?

হ্যাঁ—

রাত্রেও নিশ্চয়ই এখানেই ছিলেন ?

হ্যাঁ—

এই ঘরে কাল রাত্রে কতক্ষণ ছিলেন ?

আমি রাত এগারটা নাগাদ পাশের ঘরে শুতে চলে যাই।

রাত এগারটার পর আর তাহলে আপনি এ ঘরে ছিলেন না।

না—পাশের ঘরে যে সোফা কাম বেডটা আছে, তাতেই শুয়েছি, রাত এগারটার পরই আমি পাশের ঘরে গিয়ে সোজা শুয়ে পড়ি, অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম আমি।

তাহলে বাকী রাতটুকু আপনি পাশের ঘরেই ছিলেন। আর এ ঘরে আসেননি ?

না—

ডাঃ গুণসিন্ধু বোস এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়স হয়েছে তা প্রায় ষাট-বাষট্টি তো হবেই। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

কি ব্যাপার ? ডাঃ বোসই প্রশ্ন করেন—এ কি মিসেস চৌধুরীর কি হলো।

দেখুন তো, সেই জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আই ফাউণ্ড হার লাইক দ্যাট।

ডাঃ বোস পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, সি ইজ্ ডেড্।

বুঝতে পেরেছিলাম আগেই—ডাঃ বোস। অফিসার বললেন।

কতক্ষণ মারা গেছেন বলে আপনার মনে হয় ডাঃ বোস মিসেস চৌধুরী ?

তা ঘণ্টা তিনেক তো হবেই। বেশি বা কম হতে পারে সামান্য দশ বিশ মিনিট।

মানে শেষ রাত্রের দিকে উনি মারা গেছেন—

তাই মনে হচ্ছে।

অফিসার কি যেন ভাবলেন কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাঃ বোসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোনরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে কি আপনার মনে হচ্ছে ডাঃ বোস, না স্বাভাবিক মৃত্যু ?

মৃতার গলার দু'পাশে মনে হচ্ছে যেন আঙুলের দাগ রয়েছে—

আঙুলের দাগ—

ময়নাতদন্ত না হলে ঠিক বোঝা যাবে না, মৃত্যুর কারণটা—তবু

আঙুলের দাগ যেন আছে মনে হচ্ছে। ডাঃ বোস অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্য এবং অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডেডবডি তাহলে আপনি মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন ময়নাতদন্তের জন্য।

হ্যাঁ—যা করণীয় করবো। অফিসার বললেন।

ডাঃ বোস ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

এতক্ষণ শিশিরাংশু একটা কথাও বলেনি। এবারে অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি কি এবারে যেতে পারি? আমাকে আবার ইভনিং ফ্লাইটটা ধরতে হবে। তাছাড়া কিছু আমার কাজ আছে—

আপনার তো এখন যাওয়া হতে পারে না মিঃ চৌধুরী—যাওয়া হতে পারে না। কেন?

শেষ রাত্রেই যদি উনি মারা গিয়ে থাকেন—তখন একমাত্র আপনিই এই ফ্ল্যাটে ছিলেন এবং ঠিক পাশের ঘরেই ছিলেন—

সো হোয়াট!

আপনার উপরেই প্রথম সন্দেহটা পড়ছে যেহেতু আপনিই একমাত্র ঐ সময়টা স্পটয়ের কাছেই ছিলেন।

মানে—আপনি বলতে চান মণিকাকে আমি হত্যা করেছি—

হত্যা করেছেন এমন কথা তো আমি একবারও বলিনি, বলেছি কেবল আপনি ঐ সময় স্পট-এ ছিলেন—

মণিকা সুইসাইড করেছে—

কেমন করে জানলেন যে উনি আত্মহত্যা করেছেন—

জানি আমি।

জানেন।

জানি বৈকি, তাছাড়া কাল ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বুঝেছিলাম ও শেষ পর্যন্ত হয়তো সুইসাইডই করবে—

ওর কি কথা থেকে আপনার ঐ রকম একটা স্থির ধারণা হলো যদি বলেন মিঃ চৌধুরী—

জীবন সম্পর্কে ওর মধ্যে একটা চরম হতাশা ও বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল।

বিতৃষ্ণা আর চরম হতাশা এসে গিয়েছিল জীবন সম্পর্কে।

হ্যাঁ—

কেন ? কোন কারণ ছিল কি ?

তা জানি না তবে ওর কথাবার্তা থেকেই গত কাল আমার মনে হয়েছিল কেমন একটা হতাশা ও জীবনের প্রতিও একটা বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে ওর। হয়তো ও ওর নিজের নিবু'দ্ধিতার জন্য, শেষ পর্যন্ত নিজের পরেই নিজের একটা বিতৃষ্ণা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কথাটা যদি আবার একটু স্পষ্ট করে বিশদভাবে বলেন মিঃ চৌধুরী, মানে ঐ নিবু'দ্ধিতার কথা বলবেন।

আগেই তো আপনাকে বলেছি গত তিন বৎসর ধরে আমরা সেপারেটেড। মানে, আলাদাভাবে জীবনযাপন করছিলাম।

হ্যাঁ, বলেছেন। আচ্ছা একটা কথা কতদিন আপনাদের বিবাহ হয়েছে –

আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর একদিন আগে—

অফিসার বললেন, প্লিস্ থামবেন না বলে যান।

আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর একদিন আগে, অর্থাৎ ১৯৭০-এর ৮ই সেপ্টেম্বর আমাদের বিবাহ হয়—

তাহলে গতকাল ৮ই সেপ্টেম্বর ছিল আপনাদের বিবাহবার্ষিকী—

হ্যাঁ. ১৯৭০-য়ের ৮ই সেপ্টেম্বর আমাদের বিবাহ হয়, এবং সেই দিনই বিকেলের দিকে এই ফ্ল্যাটে আমরা আসি। রেজিস্ট্রী করে আমাদের বিবাহ হয়, তার আগেই এখানে আমরা থাকবো বলে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে সাজাই, এবং বিবাহের পর সোজা এখানে চলে আসি আমি ও আমার স্ত্রী—তারপর এখানে দু'বছর ছিলাম, এই ফ্ল্যাটে—

আপনাদের কোন সন্তান নেই ?

না।

হ্যাঁ, তারপর বলুন—

ঐ সন্তান না হওয়াটাই জীবনে শেষ পর্যন্ত আনলো বিপর্যয়, এবং পরিণামে সেপারেশন।

কিন্তু দুই বৎসর সময় ত খুব একটা বেশী সময় নয়, হবেই যে না সন্তান কি করে স্থির নিশ্চিত হলেন আপনারা—যে কোন দিনই আপনাদের সন্তান হবে না।

বিশেষজ্ঞর দ্বারা পরীক্ষা করিয়েছি, ডাক্তার বলেছিল—

কার দোষ, আপনার না আপনার স্ত্রীর ?

আমারই, আমার বীর্যে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না এবং ওটা যে একটা অ্যাক্সিডেণ্টের পর হয়েছিল তাও জানতাম না।

অ্যাক্সিডেণ্ট—

হ্যাঁ, মোটরবাইক চালাতে চালাতে একটা বড় রকমের অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল।

ওটা আপনাদের বিবাহের আগে না পরে ?

বিবাহের ঠিক ছয় মাস পরে

তারপর ?

ব্যাপারটা জানবার পর আমি—

বলুন থামলেন কেন।

আমি হতাশ হয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলাম, মণিকা পারেনি এবং সেটা যে সে পারেনি ওর কথা থেকেই বুঝতে পারতাম, আর ঐ সময় থেকেই আমাদের বিবাহিত জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে আর শেষ পর্যন্ত আমরা সেপারেট হয়ে যাই। আমার ঐ সেপারেশনটা ওর মনের ভালবাসাকে বিপর্যস্ত করেছিল—সি ওয়াজ সো মাচ্ মেণ্টালি আপসেট্ হয়- আমার মনে হয়, তাতেই ও সুইসাইড করেছে—

কাল এসেছিলেন কেন এখানে ?

আপনাকে ত আগেই বলেছি মণিকা দিল্লীতে ট্রাঙ্ক-কল করে আমাকে ডেকেছিল—

কেন ?

ডিভোর্সের জন্য সম্মত হতে -

আপনি—

ডিভোর্স করার ইচ্ছা আমার কোন দিনই ছিল না, কারণ আমার স্থির বিশ্বাস ছিল একদিন না একদিন মণিকা তার মত বদলাবে। কালও ওকে আমি দুঘণ্টা ধরে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু ও অ্যাডামেণ্ট আমার কথা শুনতে চাইল না, একটা কথাই বার বার বলতে লাগল, আমি মুক্তি চাই—

তারপর

আমি বুঝলাম, ওর মত কোন দিনই বদলাবে না, সে ডিভোর্সই চায় অগত্যা আমি এই ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। কাল রাত্রে ওর

কথাবার্তা শুনে ও যেমন বুঝেছিল আমি ডিভোর্সে সম্মত হবো না, আমিও তেমনি বুঝেছিলাম যেন-তেন প্রকারে ও আমাদের বন্ধন থেকে চিরমুক্তি নেবে—

তাতেই আপনার ধারণা আপনার স্ত্রী অনন্যোপায় হয়েই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছেন--

তাই—কিন্তু মণিকার কথা থাক, আপনি বলুন, এবারে আমাকে আপনি যেতে দেবেন কিনা ?

না—

যেতে দেবেন না ?

না। আপাততঃ সমস্ত ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে হাজতে থাকতে হবে, আপনাকে আমি এ্যারেস্ট করছি-

পুলিশ অফিসার মিঃ দত্ত শিশিরাংশুকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে এলেন। পরের দিন কোর্টে প্রডিউস করা হল শিশিরাংশুকে এবং ম্যাজিস্ট্রেট জামীন নাকচ করে ওকে হাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন।

ঐ দিনই সন্ধ্যায় শকুন্তলা সেনের ফ্ল্যাটে এলেন মিঃ দত্ত মিস সেন তার মুখেই শুনলেন আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ইনভেস্টিগেশনের সুবিধার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ চ্যাটার্জীর আবেদন অনুযায়ী আদালত নির্দেশ দিয়েছে শিশিরাংশুকে হাজতে রাখা হবে।

শকুন্তলা সেন বললেন, মণিকাকে শিশিরই হত্যা করেছে, আই অ্যাম সিওর।

মিঃ দত্ত বললেন, আপনি ঐ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হলেন কি করে ?

আমি ঠিক উল্টোদিকের ম্যানসনে চারতলার ফ্ল্যাটে থাকি, আপনাকে ত গত রাত্রে দেখেই আমি বলেছিলাম -

হ্যাঁ বলেছিলেন।

মণিকা আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, তাও আপনাকে আমি বলেছিলাম নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে মিঃ দত্ত'

হ্যাঁ।

ওদের সমস্ত ব্যাপার আমি জানি। মণিকা আমাকে সব কথাই

বলত, আমি ওর ফ্ল্যাটে যেতাম, মণিকাও আমার ফ্ল্যাটে আসত।

শিশিরাংশুবাবুকে আপনি তাহলে চিনতেন?

॥ তিন ॥

চিনতাম, অনেক দিন ধরেই চিনতাম।

মিঃ দত্ত বললেন, শকুন্তলা সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে, আচ্ছা মিস সেন, মিঃ চৌধুরী তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, গত তিন বৎসর ওরা পরস্পর থেকে আলাদা ছিলেন দে ইউস্‌ড টু লীভ সেপারেটলি— আমি জিজ্ঞাসা করছি ঐ তিন বৎসরে কখনোই তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেননি?

দেখা সাক্ষাৎ করেছেন বৈকি। দু-তিন মাস অন্তরই শিশিরাংশু আসতো মণিকার কাছে আমি জানি।

কি করে জানলেন?

আপনাকে ত বলেছিই আমার ফ্ল্যাটের ঘর থেকে মণিকার ঘরটা দেখা যেত, কাজেই আমার চোখে পড়ত।

সে সময় কি ওরা স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতেন- বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আমি কি বলতে চাইছি—

হ্যাঁ, আমি ওদের দুজনকে পাশাপাশি বসে গল্প করতে দেখেছি অনেক সময়।

আর কিছু আপনার চোখে পড়েনি?

না।

কেন দু-তিন মাস অন্তর মিঃ চৌধুরী মণিকা দেবীর কাছে আসতেন জানেন কিছু?

না। তবে আমার মনে হয় মিঃ দত্ত--

কি মনে হয়?

মণিকার মত যদি বদলায় হয়তো সেই চেষ্টা করতেই আসত মধ্যে মধ্যে কলকাতায় শিশিরাংশু।

হুঁ, আচ্ছা ওদের কেন সেপারেশন হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু জানেন।

দে ওয়ার নট্‌ হ্যাপি—ওদের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না এই টুকুই জানি।

আপনার সঙ্গে ত মণিকা দেবীর দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব তাই না।

হ্যাঁ। অনেক দিনের পরিচয় আমাদের।

নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল আপনাদের মধ্যে।

তা ছিল।

আচ্ছা, এবারে তাহলে আমি উঠি

উঠবেন ?

হ্যাঁ—

শিশিরাংশুকে কি আপনারা এ্যারেস্ট করেছেন—

হ্যাঁ।

মিঃ দত্ত উঠে দাঁড়ালেন।

শকুন্তলা সেনের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে মিঃ দত্ত কিন্তু সোজা থানায় গেলেন না। জীপে চেপে গড়িয়াহাটার দিকে চললেন।

গড়িয়াহাটার মোড়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ফলে হয়েছিল ট্রাফিক জ্যাম। জ্যামের জট ছাড়াতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল।

সোজা গেলেন তারপর লালবাজারের দিকে। ডি. সি. ডি. ডি-র অফিসে।

ডি. সি. ডি. ডি. মিঃ মুখার্জী তার অফিস ঘরেই ছিলেন।

সেখানে ঢুকতেই মিঃ মুখার্জী বললেন, মিঃ দত্ত এই ভদ্রলোক শিশিরাংশুবাবুর জামীনের জন্য এসেছেন, মিঃ ঘোষাল।

মিঃ দত্ত তাকালেন ঘোষালের মুখের দিকে।

আপনি চেনেন শিশিরাংশুবাবুকে।

চিনি, দীর্ঘ দিনের বন্ধু ও আমার। ঘোষাল বললেন।

মণিকা দেবী মানে ওর স্ত্রীকে চিনতেন ?

চিনতাম বৈকি। তাইত বলছি শিশির মণিকাকে কিছুতেই খুন করতে পারে না। মণিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও শিশির মণিকাকে ভালবাসত। আর সে চেষ্টা করছিল, সব ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্য—

সেপারেশনটা হয়েছিল কেন ?

একটা ভুল বোঝাবুঝি—

কি রকম ? ভুল বোঝাবুঝিটা শিশিরবাবু না মণিকা দেবীর দিক থেকে।

মণিকার দিক থেকে।

অন্য কোন স্ত্রীলোক ঐ ব্যাপারের মধ্যে ছিল কি?

তা ঠিক জানিনা, শিশির একটা কথাই কেবল আমাকে বলেছিল একদিন—মণিকা তাকে হঠাৎ সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

কি নিয়ে সন্দেহ, কেন সন্দেহ কিছু বলেননি?

না। যাক সে কথা আমি কাল আদালতে শিশিরের জামীনের জন্য দরখাস্ত পেশ করব।

জামীন পাবেন না।

পাব না?

না। ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামীন পাবেন না—কোর্ট অর্ডার দিয়েছে—

কিন্তু—

জামীন দিলে ইনভেস্টিগেশন ঠিক করা যাবে না।

মিঃ মুখার্জী—

আপনি বরং একবার পাবলিক প্রসিকিউটারের সঙ্গে কথা বলুন মিঃ ঘোষাল। মিঃ মুখার্জী বললেন।

ঠিক আছে আমি তাহলে উঠলাম।

মিঃ ঘোষাল উঠলেন।

শকুন্তলা সেন একজন শহরের নামকরা সিকায়েট্রিস্ট মানসিক রোগের চিকিৎসক। মিঃ দত্তকে থানায় ঐ শকুন্তলা সেনই ফোন করে বলেছিল, মণিকার ফ্ল্যাটে হানা দেবার জন্য।

বলেছিল, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে আমার উল্টোদিকের চারতলার ফ্ল্যাটে এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

খুন হয়েছেন?

হ্যাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছে, আপনি একবার তাড়াতাড়ি ঐ ফ্ল্যাটে যান।

আপনি কে?

আমি ডাঃ শকুন্তলা সেন। আমি যার কথা বলছি তাকে অনেকদিন ধরে চিনি। আপনি যদি তাড়াতাড়ি না যান ত খুনী পালিয়ে যাবে—

খুনী?

হ্যাঁ, খুনী এখনো সেই ফ্ল্যাটেই আছে, দেখতে পাচ্ছি।

মিঃ দত্ত আর দেরি করেননি ফোনটা পেয়ে।

জীপ নিয়ে ছুটছিলেন থানা থেকে। থানা কাছেই যাদবপুরে, ঘটনাস্থল থেকে কাছেই।

সনৎ ঘোষাল লালবাজার থেকে বের হয়ে কিরীটীর ওখানে গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত তখন আটটার মত হবে। কিরীটী বসবার ঘরেই ছিল।

কিরীটীর সঙ্গে সনৎ ঘোষালের কিছু পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই কিরীটীর কাছেই একবার যাওয়া বোধ করি ভাল হবে ভেবেই সোজা চলে আসে কিরীটীর কাছে।

কিরীটী সনৎকে দেখে বললে, সনৎ কি খবর! অনেকদিন পরে, মালদহ থেকে কবে এলে?

আজই সকালে পৌঁচেছি, তোমার কাছে ভাই একটা পরামর্শর জন্য এসেছি—

কিসের পরামর্শ?

আমার এক বন্ধুর কথা তোমাকে গতবৎসর বলেছিলাম, চার্টার্ড একাউনটেন্ট শিশিরাংশু চৌধুরী, মনে আছে কিনা জানি না, আমার সেই বন্ধুটি বিশ্রী একটা ব্যাপারে হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছে—

বিশ্রী ব্যাপার?

হ্যাঁ, খুনের ব্যাপার।

খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে।

তাই—

সংক্ষেপে তখন সনৎ ঘোষাল শিশিরাংশুর ব্যাপারটা খুলে বলে গেল।

জামীন দেয়নি?

না—

মনে হচ্ছে জামীন দেবে না।

কেন?

কারণ ভদ্রলোকের 'পরেই প্রথমে সন্দেহ পড়বেই, একমাত্র তিনিই তো ঐ ফ্ল্যাটে পাশের ঘরে ছিলেন।

আমি শিশিরকে দীর্ঘদিন ধরে জানি, আমি হলফ করে বলতে

পারি শিশির মণিকাকে খুন করেনি, করতে পারে না।

তবে কে খুন করল ?

যেই করুক—আই অ্যাম সিওর শিশির মণিকাকে খুন করেনি। তাছাড়া আমি জানি তুজনার সেপারেশন হওয়ার পর থেকে শিশির আপ্রাণ চেষ্টা করছিল মণিকার মত যাতে বদলায় সে জন্য, আর তাই মধ্যে মধ্যে দিল্লী থেকে কলকাতায় ছুটে আসত, একটা ব্যাপার কি জান কিরীটী ?

কি ?

ওরা তুজনাই তুজনকে সত্যি ভালবাসত। এবং সেপারেশনের জন্য মনঃকষ্টের অবধি ছিল না তুজনারই—

থানা অফিসার মিঃ দত্ত যে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ফোন পেয়েছিলেন, সেই ডাঃ শকুন্তলা সেনকে তুমি চেনো ?

না।

কিন্তু তার তো মণিকা ও শিশিরাংশু তুজনের সঙ্গেই পরিচয় ছিল।

তাইত শুনলাম লালবাজারে, আমি চিনি না ভদ্রমহিলাকে কখনো দেখিনি, শিশিরের মুখে কখনো নামও শুনিনি।

ডাঃ সেন তো যে ফ্ল্যাটে মণিকা দেবী নিহত হয়েছে, তার উল্টো দিকের একটা ফ্ল্যাটেই থাকত।

সেই রকমই তো শুনলাম।

একবার সেই ডাঃ সেনের সঙ্গে দেখা কর না।

আমি ?

হ্যাঁ তুমি—

কিন্তু যদি না দেখা করেন—

দেখ, আমার মনে হয়, জামীন মিঃ চৌধুরীকে দেবে না, যা করবার তোমাকেই করতে হবে এবং সেই কারণেই যে করেই হোক ডাঃ সেনের সঙ্গে তোমায় দেখা করতেই হবে।

বেশ, দেখি একবার চেষ্টা করে—

এক কাজ করো সনৎ।

কি ?

ডাঃ সেনের ধর্মতলার চেম্বারে একটা ফোন করে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট চাও—

তারপর গিয়ে কি বলব? আমার তো কোন রোগ নেই, যখন অন্য কথা বলব তখন যদি বের করে দেন ঘর থেকে। না ভাই বরং তুমিই একটা ব্যবস্থা করো। বা যা করবার করো।

বোঝা গেল সনৎ ঘোষাল শকুন্তলার সামনে যেতে সম্মত নয়।

শেষ পর্যন্ত কিরীটীই শকুন্তলা সেনকে ফোন করল।

॥ চার ॥

ডক্টর সেন স্পিকিং—মহিলার কণ্ঠস্বর ফোনে শোনা গেল অন্য প্রান্তে।

ডাঃ সেন, আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট চাই, মিঃ রায় কথা বলছি—

হোল্ড অন প্লিজ—

একটু পরে শোনা গেল আবার মহিলার কণ্ঠস্বর, পরশু সন্ধ্যা ছটায়—

থ্যাঙ্কস্।

পরের পরের দিন কিরীটী সন্ধ্যা ছটায় ডাঃ সেনের চেম্বারে গেল—

স্লীপ দেবার পনের মিনিট পরে ডাক এলো।

কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সামনে উপবিষ্ট ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল।

ভদ্রমহিলা, ডাঃ শকুন্তলা সেনের বয়স অন্তত চল্লিশ বা তার কিছু উপরেই হবে। দোহারা দেহের গঠন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথার চুল বব্ ছাট করা মধ্যে রূপালী রং ধরেছে। চোখে সোনার ফ্রেমে দামী চশমা।

কিরীটী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা ওর দিকে তাকিয়ে নিলেন। চোখাচোখি হল, পরস্পরের মধ্যে

চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির ঝিলিক।

আসুন, বসুন—শকুন্তলা সেন বললেন।

কিরীটী উপবেশন করল মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

বলুন কি অসুবিধা আপনার—

একটা কথা আগেই বলে নিই, আমি কিন্তু রোগী হিসাবে আপনার কাছে আসিনি -

তবে কি জন্য এসেছেন ? ভ্রু কুঁচকে তাকালেন শকুন্তলা সেন।

অবিশ্যি আপনার সময় নেবার জন্য আপনার প্রফেশানাল ফি আমি দেব, কথাগুলো বলতে বলতে একটা খাম রাখল কিরীটী।

কি জন্য এসেছেন তাই বলুন।

আপনার বান্ধবী মণিকা দেবীর—

মণিকা—

হ্যাঁ মণিকা চৌধুরী—

সে তো মারা গেছে—আই মীন তাকে হত্যা করা হয়েছে।

জানি। সেই সম্পর্কেই কিছু প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই—

কে আপনি পুলিশের লোক, সি. আই. ডি. থেকে এসেছেন।

না।

তবে—

আমি কিরীটী রায়।

আ—আপনি ? আপনি কিরীটী রায় সেই—

হ্যাঁ, একজন সত্য সন্ধানী—

হুঁ। আমার কাছে আপনি কি জানতে চান বলুন তো। যা বলার আমি তো সবই পুলিশকে বলেছি, তাদের কাছেই জানতে পারতেন—

দেখুন ডাঃ সেন যা জেনেছি, সেটা—

কি ?

আমি যা জানতে চাই, তার সবটা নয়।

কি রকম ! আর কি আপনি জানতে চান ?

মণিকা দেবী তো আপনার বান্ধবী ছিলেন, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আপনাদের, তাই না ? পুলিশের কাছে তাই বলেছেন।

হ্যাঁ—

মণিকা দেবীর স্বামী শিশিরাংশু চৌধুরীকে আপনি চিনতেন নিশ্চয়ই—

চিনতাম।

কত দিনের পরিচয় আপনাদের—

অনেক দিনের—

পরিচয়টা আপনাদের কি ধরনের ছিল ?

সাধারণ পরিচয়—

তার বেশি কিছু না ?

না।

আচ্ছা আপনি বললেন মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় আপনার অনেকদিনের- মণিকা দেবীকে বিবাহ করবার আগে থেকেই কি আপনাদের পরিচয় ছিল পরস্পরের—

কিরীটীর শেষ প্রশ্নে ডাঃ শকুন্তলা সেন কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে বলতে গেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, বিয়ের আগে থেকেই পরিচয় ছিল আমাদের. এক সময় মিঃ চৌধুরী আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন, প্রায় দুই বৎসর--

আপনি মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন, কি হয়েছিল তার--

তিনি একটা ইল্যুসানে ভুগছিলেন, মানে একটা গিল্‌টি কনসাসে।

কি রকম ?

ওর ধারণা হয়ে গিয়েছিল, ওর বাবাকে উনিই হত্যা করেছেন -

তারপর ?

আসলে ওর বাবা বলদেব চৌধুরী—গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। গাড়িতে যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় উনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন, ওর ধারণা হয় উনি ইচ্ছা করেই অ্যাক্সিডেন্টটা করেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, ওর ছোটবেলায় ওর ছোট একমাত্র ভাইকেও হত্যা করেছেন, কিন্তু সেটাও সত্য নয়—ওর ভাই একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়—

মণিকা দেবীকে বিয়ে করার আগে নিশ্চয়ই উনি ভাল হয়ে গিয়েছিলেন, আপনার চিকিৎসাধীনে থেকে।

হ্যাঁ, নচেৎ আমি ওদের বিবাহে মত দিতাম না।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করব যদি বিরক্ত না হন ডাঃ সেন ?

কি প্রশ্ন ?

আপনি থানায় মিঃ দত্তকে যে রাত্রে ফোন করে বলেছিলেন আপনার বান্ধবী মণিকা দেবী খুন হয়েছেন আপনার মনে হচ্ছে-

হ্যাঁ বলেছিলাম।

দুটো মালটিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের চারতলার ফ্ল্যাট দুটোর মধ্যে যে রাস্তাটার ব্যবধান সেটা কম করেও বাইশ-তেইশ ফুট হবে-

তা হতে পারে।

ঐ ব্যবধানে আপনি মণিকা দেবীর ফ্ল্যাটে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানতে পারলেন কি করে—

কোন অসুবিধা হবার কথা নয়, আপনি আমার ফ্ল্যাটে এলেই সেটা বুঝতে পারবেন—

তা নয়।

তবে ?

আমার প্রশ্ন আপনি কি জানতেন ঐদিন মিঃ চৌধুরী দিল্লী থেকে মণিকা দেবীর কাছে আসবেন—

না—

তবে ?

কি তবে—

শিশিরবাবু যে এসেছেন সেটা জানলেন কি করে ?

মণিকা আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল।

তাই বুঝি, তারপর বোধ হয় তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন মণিকা দেবীর ফ্ল্যাটে, কি হয় না হয় জানবার জন্য—

তাহলে একটা কথা আপনাকে বলি মিঃ রায়, ঐ ঘটনা ঘটবার মাসখানেক আগে মিঃ চৌধুরী আমাকে ফোনে জানান, তার মানসিক অস্থিরতা আবার বেড়েছে, উনি আবারও হয়তো কাউকে খুন-হত্যা করতে পারেন, তাই আমি মণিকার ফ্ল্যাটে নজর রেখেছিলাম—

মণিকা দেবীকে সে কথাটা বলেছিলেন ?

হ্যাঁ, তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, ও পূর্বের সব কথা বলেছিলাম।

॥ পাঁচ ॥

যেদিন আদালতে আবার শিশিরাংশুর কেসটা উঠবার কথা, তার আগের দিন সনৎ ঘোষাল আবার এলেন কিরীটীর কাছে।

কাল তো মামলা উঠছে, পাবলিক প্রসিকিউটারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি জামীন কিছুতেই যাতে না হয় সেই চেষ্টাই করবেন, কি করা যায় বলত।

দেখো সনৎ আমি এটুকু বুঝেছি, ব্যাপারটা আদৌ সুইসাইড নয়—হত্যা—নৃশংস হত্যা—মণিকা দেবীকে হত্যা করাই হয়েছে।

হত্যা—সত্যি সত্যিই তাহলে শিশিরের স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। কৌশলে মনে হয়।

হ্যাঁ, এবং হত্যাকারী চতুর—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার—মণিকা দেবীকে

ঘুমের ঔষধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল—

কি করে বুঝলে।

তার ভিসারার—স্টমাক কনটেন্টে বারবিটিউরেট গ্রুপের ঘুমের ঔষধ পাওয়া গিয়েছে, এবং যে গ্লাসটা তার শয্যার পাশে পাওয়া গিয়েছে সেটারও মধ্যে ঐ ড্রাগ পাওয়া গিয়েছে কেমিক্যাল অ্যানালিসিশে—

বল কি!

হ্যাঁ, তারপর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে -

কি, গলা টিপে?

না!

তবে!

তুমি নিশ্চয়ই জান সনৎ—মণিকা দেবীর খুব দীর্ঘ কেশ ছিল, এবং তাই বেণী বাঁধলে বেণীটা দীর্ঘ হতো, মনে হয় সেই দীর্ঘ বেণী গলায় পেঁচিয়ে তাকে হত্যা করার পর—বেণীটা খুলে দেওয়া হয়েছিল, মানে চুলটা খুলে দেওয়া হয়েছিল, এবং এও আমার ধারণা হত্যাকারী মণিকা দেবীর ঐ দীর্ঘ কেশকে মনে মনে হিংসা করত—

হিংসা করত-

তাই মনে হয়, তাই সে ঐ অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিল, হত্যার হাতিয়ার হিসাবে মণিকা দেবীর বেণীটাই কাজে লাগিয়েছিল।

কিরীটীর কথাগুলো সনতের শুনতে ভাল লাগছিল না।

সে বললে, জামীনের কি ব্যবস্থা হবে—

বললাম ত জামীন খুব সম্ভব দেবে না ওদের চার্জসীট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত-

একটা কথা কিরীটী।

বল।

পুলিশের যা ধারণা তোমারও কি তাই ধারণা।

সন্দেহটা শিশিরবাবুর উপরেই স্বাভাবিক ভাবে বেশী পড়েছে-

কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, শিশির মণিকাকে হত্যা করেনি।

হয়তো করেনি, কিন্তু তার বিরুদ্ধে—

কি বল—

অনেকগুলো কঠিন যুক্তি আছে—ধর এক নম্বর হত্যার সময় ও

পরে এবং আগে শিশিরবাব ওখানে উপস্থিত ছিলেন। দুই নম্বর ডাঃ শকুন্তলা সেনের জবানবন্দী—তিন নম্বর সে রাত্রে শিশিরবাবুর পক্ষে মণিকা দেবীকে হত্যা করা যত সহজ ছিল আর কারো পক্ষে ছিল না। চার নম্বর ওদের মধ্যে যে কোন কারণেই হোক সদ্ভাব ছিল না। এবং পাঁচ নম্বর কারণ – শিশিরবাবু মানসিক রোগে ভুগছিলেন।

কিন্তু—

অবিশ্যি এটাও ঠিক ঐ কারণ দেখিয়েই শিশিরবাবুকে মণিকা দেবীর হত্যাকারী বলে ফাঁসীর দড়িতে ঝোলানো যাবে না।

আদালত শিশিরাংশুকে জামীন দিল না।

জজ সাহেব বললেন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিশিরাংশুকে হাজতে নজরবন্দী করে রাখা হবে।

পরের দিন কিরীটী শিশিরের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেল—ডি. সি. ডি. ডি-র কাছ থেকে। শিশিরকে যেন চেনাই যাচ্ছিল না।

পাঁচ দিনেই তার চেহারার উপর দিয়ে মনে হল যেন একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে।

মনে হল সে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

কিরীটীকে ইতিপূর্বে শিশিরবাবুও কোন দিন দেখেনি। একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই সে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনিই কিরীটী রায়।

হ্যাঁ—

আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন?

মিঃ চৌধুরী কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই--

দেখুন মিঃ রায়, কেন যেন এখন আমার মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি সে রাত্রে আমিই হয়ত মণিকাকে হত্যা করেছি—

আপনিই হত্যা করেছেন?

হ্যাঁ, নচেৎ পরের দিন ভোরে আমি পালাবার চেষ্টা করবো কেন -

আপনি কি জানতে পেরেছিলেন যে মণিকা দেবী আর বেঁচে নেই?

হ্যাঁ, অবিশ্যি পুলিশকে সে কথা আমি বলিনি।

কখন জানতে পেরেছিলেন, যে আপনার স্ত্রী মণিকা দেবী বেঁচে নেই ?

ভোর তখন পৌনে চারটে, বোধ করি হবে আমি স্থির করি চলে আসবো—সুটকেশ গোছাবার আগে মণিকে সে কথা বলবার জন্য তার ঘরে ঢুকে তাকে নাম ধরে ডেকেও যখন তার কোন সাড়া পেলাম না, কেমন সন্দেহ হওয়ায় ওকে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিস্কার হয়ে যায়—বুঝতে পারি সি ইজ্ ডেড্ মৃত—আমি ভয় পেয়ে যাই—তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে আসি এবং যখন সুটকেশ গোছাচ্ছি মিঃ দত্ত এসে বেল বাজান বাইরে

তার পরের ব্যাপার ত সবই জানা। কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে কেন যে আপনিই তাকে হত্যা করেছেন—

বারংবার ওর মত ফেরাবার চেষ্টা করেও যখন অকৃতকার্য হই—ওর উপরে আমার একটা তীব্র বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল, আর সেই সময়েই—আমার ইচ্ছা হয়েছিল ওকে আমি হত্যা করবো। এবং সেদিন ত রাত্রে ওকে আমার হত্যা করতেই ইচ্ছা হয়েছিল।

হুঁ। তারপর আপনি, মানে আপনার ধারণা ওকে আপনি হত্যা করেছেন, পরের দিন সকালে—

হ্যাঁ, আমিই মণিকে হত্যা করেছি, হত্যা না করলে ও আবার হয়তো বিবাহ করত, আমাদের আইনসম্মতভাবে ডিভোর্স হয়ে গেলেই, আর তাই ও আমাকে ডিভোর্স করবার জন্য বার বার বলেছে।

কাকে বিবাহ করতেন উনি আপনাদের ডিভোর্স হয়ে গেলে ?

আমার এক বন্ধুকে—

কে সে। কি নাম তার ?

ঐ সনৎ ঘোষাল। আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু ঐ সনৎ—

হঠাৎ কথাটা আপনার মনে হয়েছিল কেন ? মনে হওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি মানে কোন সংগত কারণ ছিল কি ?

ছিল, নচেৎ আমি হত্যা করব কেন মণিকে।

তাহলে আপনার স্থির বিশ্বাস মণিকা দেবীকে আপনিই হত্যা করেছেন।

হ্যাঁ, মিঃ দত্তকে কথাটা আমি সেদিন বলিনি বটে তার পরে হাজতে বসে বসে ভেবেছি কথাটা, আমি, আমিই মণিকে সে রাত্রে হত্যা করেছি—

কেমন করে হত্যা করলেন, বিষ দিয়ে না গলা টিপে।

হত্যা করেছি, তা সে যে ভাবেই হোক হ্যাটস্ ম্যাটার লিটল। কি ভাবে মণিকে আমি সে রাত্রে হত্যা করেছি, আমি স্বীকার করব, আদালতে সব স্বীকার করব, ইট ওয়াজ আই হু ডিড্ ইট।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী একটা কথা—

আবার কি কথা, আমি ত সব স্বীকার করলামই—

তা করেছেন, তবু আমার কিছু জানার আছে।

কি জানার আছে—

উনি মানে আপনার স্ত্রী কি ঘুমের ওষুধ খেতেন ?

হ্যাঁ, ইদানীং মণি তিন-চারটা করে ঘুমের বড়ি খেত জানি, ওর না হলে ভাল ঘুম হতো না।

আচ্ছা সেদিন রাত্রে মণিকা দেবী ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন ?

বলতে পারব না, অন্তত রাত এগারটায় যখন পাশের ঘরে যাই তখন পর্যন্ত জানি ও ঘুমের ওষুধ খায়নি।

আর একটা কথা মিঃ চৌধুরী—

কি বলুন ?

রাত্রে শোবার আগে কি উনি জল খেতেন।

না, তবে প্রায়ই মাঝ রাতে উঠে ওকে এক গ্লাস জল খেতে দেখেছি।

সনৎ ঘোষাল এসেছিল কিরীটীর কাছে।

সনৎ ঘোষালের সঙ্গে কথা হচ্ছিল কিরীটীর।

সনৎ, তুমি কি জান শিশিরাংশু তোমার বন্ধু, তোমাকে সন্দেহ করতো ?

জানি।

জান ?

হ্যাঁ, ইদানীং ওর কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল মণিকা বার বার ওকে যে ডিভোর্সের জন্য বলছে, তার পিছনে আমার প্ররোচনা আছে।

তাই নাকি ?

কিন্তু বিশ্বাস কর রায়, আমার কোন দুর্বলতাই ছিল না মণিকার উপরে, তাছাড়া সম্পর্কে ও আমার দূর সম্পর্কের মামাতো

বোন হতো।

শিশিরবাবু কথাটা জানতেন ?

জানবে না কেন, আমি ত বলেছি ওকে কথাটা, কিন্তু—

কি ?

তবু ও আমাকে বিশ্বাস করত না, ওর একটা মনেব মধ্যে বিবাহের পর সন্দেহ গড়ে উঠেছিল আমাদের পরস্পারের মধ্যে ভালবাসা আছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, আর তাই ইদানীং আমি শিশিরের সঙ্গে দেখাই করতাম না ও কলকাতায় এলে। কিন্তু তাতেই বা কি হল, শেষ পর্যন্ত সেই সন্দেহেব বশেই মণিকে ও খুন করল।

তোমাব তাহলে বিশ্বাস সনৎ যে সে শিশিরবাবুই তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

তাছাড়া আর কে কবতে পাবে সে বাত্রে মণিকাকে হত্যা, তুমিই ভেবে দেখ না, রায় —

কিন্তু একটা কথা সনৎ।

কি ?

তাহলে শিশিববাবুকে জামীনে খালাস করবার জন্য তুমি এত চেষ্টা করছ কেন ?

তার কারণ ওর ধারণাটা মিথ্যা এবং ও অসুস্থ এখন কি বলছে না বলছে ওর সেটা ভাল করে বুঝবারই ক্ষমতা নেই।

অসুস্থ ?

হ্যাঁ, তার সেই আগের মানসিক ব্যাধিটা আজো আছে। পুরোপুরি এখনো সুস্থ হযনি বলেই আমি মনে করি।

ও, হ্যাঁ, ডাঃ শকুন্তলা সেনই ত তার চিকিৎসা করেছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ।

এখন ভালও হয়ে গিয়েছিলেন শিশিরবাবু, ডাঃ সেনও তাই বললেন।

ডাঃ সেনের অবিশ্যি তাই মত কিন্তু ও সম্পুর্ণ ভাল হয়নি। কিম্বা এও হতে পারে পূর্বের সেই মানসিক ব্যাধি আবার তাকে আক্রমণ করেছে।

॥ ছয় ॥

আদালতে যেদিন মামলাটা উঠল, সেদিন জামিনের সমস্ত সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে গেল, শিশিরের ইচ্ছাকৃত এক জবানবন্দীতে।

শিশির বললে, হ্যাঁ, আমি এই আদালতে দাঁড়িয়ে স্বীকার করছি এতদিন যা আমি বলেছি তা মিথ্যা, সত্য গোপন করেছি। আমিই রাত্রে মণিকাকে হত্যা করেছি।

আপনি সে কথা তাহলে স্বীকার করছেন, সরকার পক্ষের কৌসিলি মিঃ সান্যাল বললেন।

করছি, আমিই আমার স্ত্রী মণিকাকে হত্যা করেছি সে রাত্রে।

কিন্তু কেন হত্যা করলেন ?

সে যাতে করে দ্বিতীয়বার আর বিবাহ না করতে পাবে।

দ্বিতীয়বার বিবাহ !

হ্যাঁ, আর সেই জন্যই ও আমাকে ডিভোর্সের জন্য পিড়াপিড়ি করছিল বার বার।

সে রাত্রেও কি ঐ কথা বলেছিল আপনার স্ত্রী আপনাকে ?

হ্যাঁ, বলেছিল।

সনৎ যে অ্যাডভোকেট শ্রীমন্ত সেনকে শিশিরাংশুর জামিনের জন্য নিযুক্ত করেছিল, তিনি এবারে প্রশ্ন করলেন, আপনি বলছেন মিঃ চৌধুরী, সে রাত্রে আপনিই আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

কখন ? রাত তখন কটা বাজে ? রাত কত হবে তখন ? হ্যাঁ, আপনি ত বলেছিলেন রাত এগারোটা নাগাদ আপনি পাশের ঘরে চলে যান, রাত এগারোটার আগে না পরে, আপনার স্ত্রীকে আপনি হত্যা করেছিলেন ?

মণিকা ঘুমিয়ে পড়বার পর।

রাত তখন কটা হবে ?

এগারোটার পরে বোধ হয়।

অর্থাৎ আপনি তাহলে বলতে চান আপনি যখন ঘর ছেড়ে যান তখন কি মণিকা দেবী জেগে ছিলেন ?

ছিল।

আপনি তাহলে বলতে চাইছেন সে রাত্রে আপনি ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?

হ্যাঁ, তা হবেই।

এবং পাশের ঘরে গিয়েই আপনি সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসেছিলেন আপনার স্ত্রীর বেডরুমে মণিকা দেবীকে হত্যা করার জন্য।

তাই হবে।

আপনার ঠিক মনে নেই।

না, মনে নেই।

কিন্তু আপনার এটা ঠিকই মনে আছে আপনিই সে রাত্রে আপনার স্ত্রীকে হ্যাঁ করেছিলেন তাই ত মিঃ চৌধুরী।

হ্যাঁ, আমিই মণিকাকে হত্যা করেছি। আমিই মণিকার হত্যাকারী।

শ্রীমন্ত রায় সনৎ ঘোষালের 'দিকে তাকিয়ে বললেন, সমস্ত মামলাটাই একেবারে অন্যরকম দাঁড়িয়ে গিয়েছে সনৎবাবু, ওর স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ স্বীকার করবার পর জামিন ত হবেই না, আমাদের পক্ষে ওকে নির্দোষ সাব্যস্ত করাও রীতিমত দুরূহ হবে।

তাহলে ?

ডাঃ শকুন্তলা সেনের সঙ্গে আপনার কিরকম পরিচয়? শ্রীমন্ত রায় প্রশ্ন করলেন আবার।

কোন পরিচয়ই নেই, কেবল জানি শিশিরকে এক সময় ঐ ডাক্তার নাকি চিকিৎসা করতেন।

আপনি বলছেন আপনার বন্ধু কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি বলেই আপনার দৃঢ় বিশ্বাস।

হ্যাঁ।

কিন্তু ডাঃ সেন বলেছেন, এক সময় উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন বলেই উনি বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন, তাহলে আবার তিনি অসুস্থ হলেন।

হ্যাঁ তা নাহলে আমিই ওদের বিবাহে বাধা দিতাম। বিয়ে কিছুতেই হতে দিতাম না, সে সময় সুস্থ মনে হয়েছিল বলেই ওদের বিবাহে আমি সম্মতি দিই।

আপনার বন্ধুর আবার তার পর থেকে আপনার মনে হয় অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

গত বৎসরখানেক থেকেই আমার মনে হচ্ছে শিশির আবার অসুস্থ হয়েছে।

কেন হঠাৎ ও কথা আপনার মনে হল?

ও নানাভাবে আমাকে কেবলই প্রশ্ন করেছে।

কি প্রশ্ন?

সত্যি সত্যিই মণিকাকে আমি চাই কিনা।

আপনি কি বলেছেন?

ঐ পাগলামীর কি জবাব দেব বলুন? আমি চুপ করে থাকছি—এখন আ- -র মনে হয় আমার সেই নীরবতাই ওকে--

বিশ্বাস করিয়েছে—তাব সন্দেহটা অমূলক নয়।

মনে হয় তাই! কিন্তু এও আপনাকে সুনিশ্চিৎ ভাবে এখন বলতে পারি শ্রীমন্তবাবু, শিশির তার স্ত্রী মণিকাকে সে রাত্রে খুন করেনি—

তবে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হচ্ছে?

যেই খুন করে থাকুক—শিশির মণিকাকে খুন করেনি।

শিশিরবাবু পাশের ঘরে ছিলেন--চার তলার ফ্লাট ঘর এবং আপনার অনুমানই যদি সত্য বলে মেনে নিই তাহলে অত রাত্রে কেউ নিশ্চয়ই এসেছিল ঐ ফ্ল্যাটে এবং শিশিরের অজ্ঞাতেই এসে সে রাত্রে তাকে হত্যা করে গিয়েছে।

সম্ভবত তাই—

কিন্তু আদালত ত সে কথা বিশ্বাস করবে না সনৎবাবু!

জানি—তবু আমি বলব—শিশির মণিকাকে সে রাত্রে হত্যা করেনি—মণিকাকে শিশির কোন মতেই খুন করতে পারে না।

এত দৃঢ়তার সঙ্গে আপনি কথাটা বলছেন কি করে?

শিশির মণিকাকে সত্যিই ভালবাসত, সে মণিকাকে খুন করতে পারে না—কিরীটীবাবুকেও ঐ কথা আমি বলেছি।

॥ সাত ॥

কিরীটী ডাঃ শকুন্তলা সেনের চেম্বারে বসে কথা বলছিল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার চারি দিকে নেমে এসেছিল।

ডাঃ সেন—

আপনার কি প্রশ্ন আছে মিঃ রায় তাই বলুন—ডাঃ শকুন্তলা সেন

তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনি এক সময় শিশিরাংশু চৌধুরীর চিকিৎসা করেছিলেন—মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন।

আপনার চিকিৎসায় থেকে তিনি সুস্থ হয়েছিলেন-

হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিলেন সে সময়।

হ্যাঁ। নচেৎ কখনই তার বিবাহের ব্যাপারে আমি সম্মতি দিতাম না।

সে ত নিশ্চয়ই- আচ্ছা একটা কথা।

কি বলুন।

আমি শুনেছি ঐ ধরনের মানে- যে ধরনের মানসিক রোগে ভুগছিলেন মিঃ চৌধুরী-- তাদের ঐ ধরনের মানসিক রোগগ্রস্তদের শৈশবে কোন সময়ে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যে কারণে পরবর্তীকালে তাদের মনের মধ্যে একটা গিল্‌টি কনসাস্ ডেভালপ করে—কথাটা সত্যি তাই নয় কি?

ঠিকই বলেছেন অতীত জীবনে ঐ ধরনের ঘটনা ঘটানোর জন্যই পরবর্তী জীবনে তাদের মনের মধ্যে একটা স্থায়ী অপরাধ বোধ জেগে ওঠে।

মিঃ চৌধুরীর জীবনে কি সে রকম কোন ঘটনার কথা আপনি জানতে পেরেছিলেন?

পেরেছিলাম।

কি ধরনের ঘটনা?

ওর বাবা একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল—অ্যাক্সিডেন্টের সময় গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিঃ চৌধুরী ওর ধারণা অ্যাক্সিডেন্টটা উনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটিয়েছিলেন এবং উনিই পরোক্ষ ভাবে ওর বাবার হত্যাকারী হয়েছিলেন-

তারপর?

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা ঘটেনি—ইট ওয়াজ সিম্‌প্লি অ্যাক্সিডেন্ট, ওকে পরে আমি বোঝাতে পেরেছিলাম কথাটা।

পেরেছিলেন?

হ্যাঁ। তাছাড়া—

ওর শৈশবের কোন ঘটনা ?

হ্যাঁ! ওর এক ছোট ভাই ছিল পিঠে পিঠি—দোলনায় দুলতে দুলতে দড়ি ছিঁড়ে সেই ভাই মারা যায়—এবং উনি মনে করেন দড়িটা তারই জন্য ছিঁড়েছিল।

হুঁ। আপনি ত বললেন উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ।

তার হঠাৎ ঐ ধরনের একটা স্বীকৃতি দিলেন কেন আদালতে ?

হয়তো পবে কোন এক সময় রাত্রে সত্যি যা ঘটেছিল সেটা পরে মনে পড়ায় এবং সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেই সে আদালতে সত্যি কথাটা প্রকাশ করেছে।

অন্য কোনো কারণে নয়। মানে অন্য কোনো কারণ তাহলে থাকতে পারে না ?

না। আর কি কারণ থাকতে পাবে আপনিই বলুন না মিঃ রায়।

আচ্ছা এমনও ত হতে পারে—

কি ?

আপনি যা ভাবছেন, উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আসলে তা হননি। তাঁর গিল্‌টি কনসাস এখনো কাজ করছে। তাই ঐ ধরনের কথা আদালতে বলেছেন।

না। হি ইজ অ্যাবসোলুটলি নরম্যাল। সম্পূর্ণ সুস্থ। তাছাড়া আরো একটা কথা ভেবে দেখুন না মিঃ রায়। মণিকা আর শিশির ছাড়া ত আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তিই সে রাত্রে ঐ সময় ঐ ফ্ল্যাটে ছিল না।

না। তা ছিল না অবিশ্যি।

তবে!

কিন্তু ঐ সময় ঐ ফ্ল্যাটে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের ব্যাপারটা ত একেবারে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না।

তৃতীয় ব্যক্তি মানে ?

হ্যাঁ, সাম থার্ড পারসন!

কি বলতে চান আপনি মিঃ রায়। হাউ ইট ইজ পসিবল ?

দেখুন ডাঃ সেন, আমি ফ্ল্যাটটা খুব ভাল করে দেখেছি আজই সকালে আবার।

তাতে কি হয়েছে ?

আমি ফ্ল্যাটটার একটা নকশা এঁকে এনেছি।

নকশা!
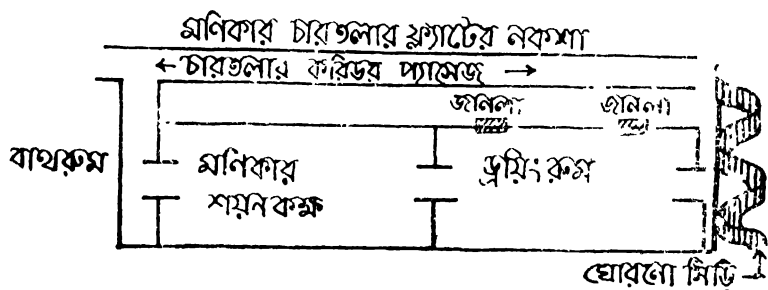
হ্যাঁ। এই দেখুন, বলতে বলতে কিরীটী একটা সাদা কাগজ করে পকেট থেকে টেবিলের উপরে রাখল।

কিরীটী বলতে লাগল, দেখুন ডাঃ সেন, এই কাগজের নকশাটা দেখলে এবার আমি যা বলব সেটা হয়তো আপনি বুঝতে আপনার কষ্ট হবে না।

কতকটা নিরুৎসাহ ভাবেই কিরীটীর নকশাটার দিকে তাকিয়ে দেখল ডাঃ শকুন্তলা সেন কিন্তু কোনো মন্তব্য প্রকাশ করল না।

এই নকশাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন, আমি যে সে রাত্রে মণিকা দেবীর শোবার ঘরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা যা একটু আগে বলছিলাম, সেটার যুক্তি হয়তো আপনি খুঁজে পাবেন।

ডাঃ শকুন্তলা সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

ধরুন সে রাত্রে কেউ একজন মানে সাম থার্ড পারসন লিফট করে চারতলায় উঠে এই করিডর প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে মণিকা দেবীর ফ্ল্যাটের বাথরুমের পশ্চাতে গিয়ে হাজির হল, তারপর বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে থাকেন।

ডাঃ শকুন্তলা সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

এবং মিঃ চৌধুরী তার ঘর থেকে বের হয়ে পাশের ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিকা দেবীর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন!

ননসেন্স! মিঃ চৌধুরী ত তখন জেগেই ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই জানতে পারতেন। আর তাই যদি হতো স্বেচ্ছায় কেউ নিজের গলায় ফাঁসীর দড়ি তুলে নেয়।

ডাঃ সেন তাহলে কি আপনার ধারণা মিঃ চৌধুরীই সে রাত্রে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

নিশ্চয়ই। কোনো ভুল নেই তাতে।

কিন্তু আমি যদি বলি—

কি ?

আমি প্রমাণ করতে পারব। শিশিরবাবু সে রাত্রে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেননি।

তবে কে, কে সে রাত্রে তাকে হত্যা করল।

সাম থার্ড পারসন, কোনো তৃতীয় ব্যক্তি।

॥ আট ॥

তৃতীয় ব্যক্তি !

হ্যাঁ, একটু আগে আমার সাহায্যে যা বললাম, কেউ তৃতীয় ব্যক্তি সে রাত্রে মণিকা দেবীর ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেছিল।

কি প্রমাণ ?

প্রমাণ—

হ্যাঁ। কি প্রমাণ ?

এক নম্বর প্রমাণ, মণিকা দেবীর গ্লাসের তলানীতে যে ঘুমের ঔষধের সেডিমেণ্ট কেমিক্যাল অ্যানালিসিশে পাওয়া গিয়েছে সেটা সে রাত্রে কোনো এক সময় হত্যাকারীই গ্লাসে মিশিয়েছিল। কারণ সে জানত ঘুমোবার আগে মণিকা দেবী জল খান। এবং—

কি ?

হত্যাকারী জানত মণিকা দেবীর রাত্রে ঘুমের ঔষধ খাওয়ার অভ্যাস আছে এবং সম্ভবত যথারীতি সে রাত্রেও তিনি খেয়ে ছিলেন এবং গ্লাসের জলের মধ্যে হাই ডোজে কারকিউট্রেট মিশান থাকায় চট করে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং গভীর নিদ্রায়—বুঝতে পারছেন।

পারছি।

এবার আসছি ২নং প্রমাণের কথায়। মণিকা দেবীকে ঘুমের ঘোরে শ্বাস রোধ করে মারা হয়। আর শ্বাস রোধ করা হয়েছিল হাতের সাহায্যে নয়।

কেমন করে ?

তার চুলের লম্বা বেণীটা তার গলায় পেঁচিয়ে তার শ্বাস রোধ ঘটানো হয়েছিল ঘুমের মধ্যে।

হাউ অ্যাবসার্ড!

সত্যিই ব্যাপারটা কারো কারো পক্ষে যেমন মনে হতে পারে অ্যাবসার্ড তেমনি কারো কারো পক্ষে আবার—

কি?

খুব স্বাভাবিকও হতে পারে। এবং ঐ ভাবে হত্যা করার মধ্যে আরো একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—

ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা মিঃ রায়।

ঐ ভাবে হত্যা করার মধ্যে হত্যাকারীর মনের মধ্যে মণিকা দেবীর প্রতি একটা অন্ধ আক্রোশ ও হিংসা যেন স্পষ্ট দেখা যায়।

আক্রোশ ও হিংসা?

হ্যাঁ—দীর্ঘদিন সঞ্চিত একটা আক্রোশ—ও হিংসা তার সঙ্গে কোন কোন সময় একটা প্রবল ঘৃণা।

আশ্চর্য--

এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই ডাঃ সেন—মানুষের মনের গতি-প্রকৃতি সত্যিই বিচিত্র দীর্ঘ দিন ধরে মনের মধ্যে পুষে রাখা ঐ আক্রোশ হিংসা ও ঘৃণা বাইরে প্রকাশের পথ ও সুযোগ না পেয়ে এমন প্রবল হয়ে উঠতে পারে যে সেটা হঠাৎ কখনো প্রকাশের সুযোগ পেলে সে অমনি নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ভেবে দেখুন যে ভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের ওষুধ দিয়ে সে রাত্রে মণিকা দেবীকে হত্যা করা হয়েছিল—সেটা কতখানি নির্মম ও নিষ্ঠুর।

কিন্তু আপনার কথাই যদি সত্যি বলে ধরে নিই মিঃ রায় যদিও এতটুকু সায় পাচ্ছি না মনের মধ্যে।

ডাঃ সেন অন্তত এটাও স্বীকার করবেন শি ওয়াজ ক্রুটালি মারডার্ড—সে রাত্রে।

না—আমি তা বলছি না---

আপনি তবে কি বলতে চাইছেন?

মিঃ চৌধুরী অমন হলেন কেন?

হয়তো তার মনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা আক্রোশ ঘৃণা জমে উঠেছিল মিসেস চৌধুরীর প্রতি—

তাই তো ভাবছি, কেন?

এক সময় আপনি তার মানসিক রোগের চিকিৎসা করেছিলেন—সেটা তো আপনার পক্ষেই বেশি জানা সম্ভব। কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিরীটী ডাঃ সেনের মুখের দিকে।

কি ভাবছেন ডাঃ সেন ?

য়্যাঁ? যেন কেমন চমকে ওঠে শকুন্তলা সেন। বলে—না, কিছু না।

আচ্ছা ডাঃ সেন আমি তাহলে আজ উঠি—

উঠবেন।

হ্যাঁ—রাত অনেক হল—যাবার আগে কেবল একটা কথা বলে যাই।

ডাঃ শকুন্তলা সেন তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনি নিশ্চিত জানবেন—সে রাত্রে মণিকা দেবীকে সত্যিই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তখনো কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ডাঃ শকুন্তলা সেন। মিঃ চৌধুরী তার স্ত্রীকে সে রাত্রে হত্যা করেননি—হ্যাঁ আমি সেটা প্রমাণ করতে পাবব।

গুড নাইট।

বাত দশটা বেজে গিয়েছিল।

কিরীটী শকুন্তলা সেনের চেম্বার থেকে বের হয়ে গেল।

নিজ গৃহে ফিরে দেখে সনৎ ঘোষাল বসবাব ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মিঃ ঘোষাল।

কি খবর, কতক্ষণ ?

তা প্রায় ঘণ্টা দুই হবে।

আমি শিশিরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে অ্যাডামেণ্ট, বলছে সেই হত্যা করেছে।

না, শিশিরবাবু সে রাত্রে তার স্ত্রীকে হত্যা করেনি।

কিন্তু ও সে কথা মানতে কিছুতেই রাজী নয়।

কাল একবার আমি হাজতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব।

করবেন ?

হ্যাঁ।

॥ নয় ॥

স্পেশাল পারমিশান নিয়ে কিরীটী পরের দিনই হাজতে গিয়ে দেখা করল শিশিরের সঙ্গে।

আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না, শিশির বললে।

না, আমাকে আপনি চিনবেন না মিঃ চৌধুরী, আমি কিরীটী রায়।

আপনি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন?

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

কি কথা?

আপনার সম্পর্কেই কিছু কথা।

কেন?

দেখুন আমি জানি আপনার স্ত্রী মণিকা দেবীকে সে রাত্রে কে হত্যা করেছিল।

জানেন আপনি?

জানি।

কে?

যেই হোক অন্ততঃ আপনি নন।

আপনি জানেন না, আমিই সে রাত্রে মণিকাকে হত্যা করেছি।

কেমন করে হত্যা করলেন?

শ্বাসরোধ করে।

কি করে শ্বাসরোধ করেছিলেন মণিকা দেবীর।

গলা টিপে।

গলা টিপে তো তার শ্বাসরোধ করা হয়নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করেছি।

না।

আমি বলছি আমিই সে রাত্রে মণিকাকে হত্যা করেছি।

না।

কিরীটীর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে মিঃ চৌধুরী তাকাল ওর মুখের দিকে।

না, আপনি করেননি, আপনি বুঝতে পারছেন না, হত্যাকারী আপনার ঐ মানসিক দুর্বলতাটা জানতে পেরেছিল, আর সেটারই পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে।

না, না, না, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

শিশিরবাবু, শুনুন, আমার চোখের দিকে তাকান, সে রাত্রে ঠিক কি হয়েছিল আমি জানি।

আপনি ?

জানি, আপনি এবার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন, তারপর সব কথা বলব।

কি কথা ?

আপনি যখন মণিকা দেবীর ঘর সে রাত্রে ছেড়ে যান, তখন কি এক গ্লাস জল তার সামনের টিপয়ের 'পরে রাখা ছিল দেখেছিলেন ।

এক গ্লাস জল ?

হ্যাঁ, দেখেছিলেন ?

জলটা তখনো তিনি খাননি ?

না।

ঠিক মনে আছে ?

হ্যাঁ।

এবারে বলুন পাশের ঘরে চলে যাবার পর কখন আবার আপনি সে রাত্রে আপনার স্ত্রীর ঘরে এসেছিলেন ?

সে ত বলেছি।

না, সত্য কথাটা বলেননি।

বলিনি ?

না। কখন ঠিক এসেছিলেন বলুন।

শেষ রাত্রের দিকে।

আপনি এসে আপনার স্ত্রীকে মৃত দেখেন।

হ্যাঁ।

আমি জানতাম, মানে অনুমান করেছিলাম। আপনি আপনার বন্ধু সনৎবাবুকে—

ওর জন্যই আমি মণিকাকে হত্যা করেছি।

নির্বোধ আপনি। সনৎবাবু মণিকা দেবীর ভাই ছিলেন না।

মামাতো পিসতুতো ভাই বোন, ওরা ওদের পরস্পরকে ভালবাসে।

হ্যাঁ, ভাই বোনের ভালবাসা।

না, না, আপনি জানেন না মিঃ রায়।

জানি, সেরকম ভালবাসাই যদি ওদের মধ্যে থাকে তাহলে মণিকা দেবী কখনো আপনাকে বিবাহ করতেন না। ভুলটা আপনার

ঐখানেই হয়েছে।

কিন্তু—

এবারে বলুন, শেষ কবে আপনি ডাঃ সেনের সঙ্গে দেখা করেন।

সে ত—

বলুন।

মাস দুয়েক আগে।

কলকাতায় এলে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতেন না?

করতাম।

কেন করতেন?

ডাঃ সেন আমাকে বলেছিলেন কলকাতায় এলেই যেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি, সেই জন্যই যেতাম।

তার সঙ্গে মণিকা দেবী সম্পর্কে কখনো কোনো কথা হয়েছে?

না ত।

হয়নি?

না।

আপনি কোনো ঔষধ খেতেন?

হ্যাঁ। ডাঃ সেন কখনো আমাকে ঔষধ বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। ঔষধটা বরাবর চালিয়ে যেতে বলেছিলেন।

কি ঔষধ খেতে বলেছিলেন।

লুমিনল ট্যাবলেট একটা করে শোবার আগে প্রত্যহ।

সে রাত্রে খেয়েছিলেন?

না।

কেন?

ভুলে গিয়েছিলাম।

যাক। এবারে শুনুন, সে রাত্রে আপনি আপনার স্ত্রীর ঘর থেকে বের হয়ে আসবার পর আপনার স্ত্রীর হত্যাকারী তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন এবং আপনার স্ত্রী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

শিশির চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বলে চলে, আপনি তখন পাশের ঘরে। নিঃশব্দে হত্যাকারী তখন আপনার স্ত্রীর দীর্ঘ বেণীটা তার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করে যে পথে সে এসেছিল ঐ ঘরে সেই পথ দিয়ে বের হয়ে যায় সবার অলক্ষ্যে।

আপনি কি করে জানলেন।

আমার অনুমান। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না।

কি?

আপনার স্ত্রীর জলের গ্লাসে কে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল এবং সেটা কোন্ সময়।

ঘুমের ঔষধ কিনা জানি না তবে সে রাত্রে আমি যখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, কি একটা ঔষধ মণিকাকে তার জলের গ্লাসে মিশোতে দেখেছিলাম।

ঔষধ?

হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি মিশাচ্ছে সে, বললে হজমের ঔষধ।

একটা কথা, ঔষধটা জলে মিশাবার পর বুজকুড়ি কেটেছিল জলে?

কই না। মনে পড়ছে না ত।

আপনার স্ত্রীকে ত ঐ বিল্ডিংয়ের ডাঃ বোসই দেখাশোনা করতেন অসুখ বিসুখ হলে।

তাই শুনেছি।

ঠিক আছে, আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।

॥ দশ ॥

ডাঃ শকুন্তলা সেনের ফ্ল্যাটে তখনো ডাঃ সেন জেগে। ঘুমাননি।

রাত প্রায় এগারোটা।

দরজার কলিং বেলটা ডিং-ডং করে বেজে উঠল।

আশ্চর্য, এত রাত্রে আবার কে এলো!

শকুন্তলা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

সামনে দাঁড়িয়ে কিরীটী।

আপনি—

একটা বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হল এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে। আই অ্যাম রিয়ালি সরি ডাঃ সেন।

ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে।

বসতে পারি একটু ভিতরে?

আসুন।

দুজনে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল।

ডাঃ সেন।

বলুন—

গতকাল আপনার চেম্বারে বসে সন্ধ্যায় যে কথাগুলো আপনাকে বলেছিলাম, সে কথাগুলো ভেবে দেখেছেন, না আবার গতকালের কথাগুলো আপনাকে আমার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

না। সবই আমার মনে আছে।

মণিকা দেবীর হত্যাকারী কে হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

আপনি জানেন না?

জানি।

তবে আমাকে আবার কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

জিজ্ঞাসা করছি এই জন্য যে আপনার মুখ থেকে স্বীকারোক্তিটা আমি শুনতে চাই।

মানে?

মানে আমিও যেমন জানি আপনিও তেমনি জানেন সে রাত্রে মণিকা দেবীকে কে হত্যা করেছিল।

কে?

এক নারী--

নারী?

হ্যাঁ।

কি করে বুঝলেন যে হত্যাকারী নারীই?

তিনটি কারণে, ১নং হত্যা করা হয়েছিল মণিকা দেবীকে তার দীর্ঘ বেণীটা গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে। যেটা একমাত্র কোনো নারীর পক্ষেই স্বাভাবিক। এবং ২নং, যে ধরনের হিংসা আক্রোশ এবং ঘৃণার বশবর্তী হয়ে মণিকাকে হত্যা করা হয়েছে, সে একমাত্র কোনো নারীর পক্ষেই সম্ভব। এবং সর্বশেষ কারণ—

ডাঃ শকুন্তলা সেন চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে।

তৃতীয় কারণটা হচ্ছে হত্যাকারী জানত মণিকা দেবী প্রতিরাত্রে ঘুমের ঔষধ খান ও এক গ্লাস জল খান। সেই সুযোগটারই সদব্যবহার করেছিল হত্যাকারী। সেই জলের গ্লাসে বেশি পরিমাণে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। এখন আপনিই বলুন ডাঃ সেন

হত্যাকারী সে রাত্রে কে হতে পারে?

ক!

আপনি—আপনি ডাঃ সেন।

আমি?

হ্যাঁ। আপনি।

কিন্তু কেন আমি একজন চিকিৎসক- মানুষের প্রাণ দেওয়াই আমার ধর্ম। প্রাণ নেওয়া নয়—

সেই ধর্মকে আপনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। শিশিরাংশুবাবুর প্রতি দৃষ্টির আকর্ষণে, ইফ আই অ্যাম নট রং, শিশিরাংশুবাবুকে চিকিৎসা করতে করতে তার প্রতি আপনার ঐ আকর্ষণ জন্মায়—কিন্তু যখন দেখলেন তিনি এতটুকুও আপনার প্রতি অনুরক্ত হননি এবং আপনাকে বিবাহ না করে মণিকা দেবীকেই বিবাহ করলেন—আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন মণিকা দেবীকে ইহলোক হতে সরিয়ে দেবার জন্য ধীরে ধীরে রাস্তা তৈরি করলেন। দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল—কিন্তু তাতেও যখন আপনার মনঃস্কামনা পূর্ণ হল না—ইউ টুক দ্যাট ড্রাসটিক স্টেপ—চরম নিষ্ঠুরতা করলেন। এখন আপনিই ভেবে দেখুন—কি করবেন—ইট ইজ আপ টু ইউ। আচ্ছা চলি, গুড নাইট।

কথাগুলো বলে কিরীটী দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দাঁড়ান মিঃ রায়।

ঘুরে দাঁড়াল কিরীটী। দেখল ডাঃ শকুন্তলার হাতে পিস্তল। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে কিরীটীর দিকে।

ডাঃ সেন—

আমি জানতাম আবার আপনি আসবেন, তাই আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

আমিও ব্যাপারটা অনুমান করেই আজ এসেছিলাম। ইচ্ছা করলে আপনি গুলি চালাতে পারেন—কিন্তু আমি জানি এবং বিশ্বাস করি অত বড় নির্বুদ্ধিতার কাজ দ্বিতীয়বার আপনি করবেন না। আপনি একজন শিক্ষিতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন নামী চিকিৎসক—আপনি এখন কিছু আঁকড়ে ধরবেন না, আমাকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না। ইউ ক্যান নট ডু ইট। আর একটা কথা আপনি যেমন প্রস্তুত হয়েছিলেন আমিও প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। পুলিশ অফিসার মিঃ দত্ত এই ঘরের বাইরেই অপেক্ষা করছেন তাঁর দল-বল নিয়ে—গুড নাইট।

ধীরে ধীরে কিরীটী ভেজান দরজাটা খুলে ঘর থেকে বের হ গেল।

দরজার বাইরেই মিঃ দত্ত অপেক্ষা করছিলেন।

মিঃ রায়—

ডাঃ সেন ঘরের মধ্যেই আছেন যান। এই নিন টেপ-রেকর্ডটা সব কিছু টেপের মধ্যে পাবেন—কিন্তু কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, মধ্য রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

থ্যাঙ্ক লর্ড—কিরীটী বললে।

কি হল! মিঃ দত্ত বললেন।

ডাঃ সেন তার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। কিরীটী বললে।

সেকি! সুইসাইড—

যান ভিতরে যান। কিরীটী শান্ত গলায় কথাটা বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।